৩য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৬:১-১৭

মেষশাবক ঈশ্বরের পুঁথি খুলে দেন

পরে আমি দেখতে পেলাম, মেষশাবকটি সেই সপ্ত সীলমোহরের প্রথমটা খুললেন; আর সেসময়ে শুনতে পেলাম, সেই চার প্রাণীর একটি বজ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা সাদা ঘোড়া, আর তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা ধনু: তাকে একটা বিজয়মুকুট দেওয়া হল, এবং সে বিজয়ী হয়ে আরও অধিক জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

যখন মেষশাবকটি দ্বিতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, দ্বিতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' তখন আর একটা ঘোড়া বেরিয়ে পড়ল, আগুনে-লাল একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন মানুষেরা পরস্পরকে বধ করে; আর তাকে বিশাল একটা খড়্গ দেওয়া হল।

যখন মেষশাবকটি তৃতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, তৃতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা কালো ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। আর আমি শুনতে পেলাম, চার প্রাণীর মাঝখান থেকে এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'এক দিনের খোরাকি গমের দাম একটা রুপোর টাকা; তিন দিনের খোরাকি যবের দাম একটা রুপোর টাকা। কিন্তু তেল ও আঙুররসের কোন ক্ষতি করো না!'

যখন মেষশাবকটি চতুর্থ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, চতুর্থ প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, পাঁশুটে-সবুজ একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার নাম মৃত্যু, আর মৃত্যু-রাজ্য তার পিছু পিছু চলছিল। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের উপরে এমন দায়িত্ব তাদের দেওয়া হল, যেন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যজন্তু দ্বারা মানুষকে সংহার করে।

যখন মেষশাবকটি পঞ্চম সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: 'হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, আর কতকাল দেরি করবে? কবে বিচার সম্পন্ন করবে? কবে পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে আমাদের রক্তপাতের যোগ্য প্রতিফল দেবে?' তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে শুভ্র পোশাক দেওয়া হল; তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাঁদের মত যাঁদের নিহত হওয়ার কথা।

যখন মেষশাবকটি ষষ্ঠ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, এক প্রবল ভূমিকম্প হল; এবং সূর্য লোমের তৈরী একটা কালো কাপড়ের মত কালো, ও চাঁদ সমস্তই রক্তের মত হল; আর আঞ্জীরগাছ প্রচণ্ড বাতাসের আঘাতে যেমন কাঁচা ফলগুলো ছেড়ে দেয়, তেমনি আকাশমণ্ডলের তারাগুলো পৃথিবীর উপরে খসে পড়তে লাগল। আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল, এমন একটা পাকানো পুঁথির মত যা গুটিয়ে নেওয়া হয়; এবং যত পর্বত ও যত দ্বীপ নিজ নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তখন পৃথিবীর রাজারা, শাসনকর্তারা, সেনাপতিরা, ধনীরা ও পরাক্রান্তরা, এবং সমস্ত ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষ সকলে গুহায় গুহায় ও পাহাড়পর্বতের শৈলশিলার আড়ালে লুকোতে লাগল; তারা পাহাড়পর্বত ও শৈলশিলাকে বলছিল: 'আমাদের উপরে ভেঙে পড়; সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর সামনে থেকে ও মেষশাবকের ক্রোধ থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখ; কারণ তাঁদের ক্রোধের সেই মহাদিন এসে পড়ল: কে দাঁড়াতে সক্ষম?'

শ্লোক প্রত্যা ৬:৯,১০,১১

প্র আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, আর কতকাল দেরি করবে?

উ তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়। আল্লেলুইয়া।

প্র তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে শুভ্র পোশাক দেওয়া হল।

উ তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'নীতিতত্ত্ব' **পুস্তক ২:১১**

আত্মাগুলির কণ্ঠস্বর হল তাদের ভক্তিপূর্ণ বাসনা

বেদির তলায় সাক্ষ্যমরদের আত্মা আপন রক্তপাতের প্রতিফল যাচনা করে: শেষ বিচার ও মৃতদের পুনরুত্থানের বাসনা ছাড়া সেই যাচনা আর কীবা হতে পারে? তাদের কণ্ঠ উদাত্ত, তাদের বাসনা মহান। বস্তুতপক্ষে একজন যতকম বাসনা করে, ততকম চিৎকার করে; অন্যদিকে একজন ঐশআত্মার বাসনায় যতখানি নিজেকে উজাড় করে দেয়, তত উদাত্ত কণ্ঠ সেই অসীম আত্মার কানে উত্তোলন করে। কেননা বাসনাই হল সেই আত্মাগুলির ভাষা। ভাষা বাসনা না হলে, তবে নবী বলতেন না, *তুমি তাদের হৃদয়ের বাসনা কান পেতে শোন।*

কিন্তু যে আত্মা যাচনা করে ও যার কাছে সে আপন যাচনা পেশ করে, এ দুইয়ের ব্যবহারের মধ্যে যেহেতু সাধারণত ব্যবধান রয়েছে, অন্যদিকে যেহেতু পুণ্যজনদের আত্মা হৃদয়-গভীর থেকেই ঈশ্বরকে আঁকড়িয়ে ধ'রেই স্বস্তি পায়, সেজন্য যখন তাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে এক, তখন কি করে আমরা বলতে পারি, তারা যাচনা করে? তারা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত, তখন আমরা কি করে বলতে পারি, তারা যাচনা করে? উত্তর এরূপ: ঈশ্বরে স্থিতমূল আত্মাগুলি তাঁর ইচ্ছা ভালোমত দেখেই সেই ইচ্ছার চেয়ে ভিন্ন কিছু বাসনা করে বিধায় যাচনা করে তেমন নয়; তারা বরং যত ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে, তিনি তাদের তত প্রেরণা দেন যাতে তারা যা জেনেছেন তিনি করতে চান, তিনি যেন তাই করেন এ উদ্দেশ্যেই তারা যেন যাচনা করে। যিনি তাদের তৃষাতুর করেন, তারা তাঁরই কাছে তৃষ্ণা মেটায়; এমনকি—আমরা যদিও আপাতত একথা তত বুঝতে পারি না, তবু তারা যাচনা থেকে যা প্রত্যাশা করে, একইসময় তা মনে মনে পূর্বাস্বাদন ক'রে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। তারা যা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে জানে, তার জন্য যদি যাচনা না করত, তাহলে তাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে এক হত না; এবং তিনি যা দিতে চান, তারা যদি তা দুর্বল বাসনার সঙ্গেই যাচনা করত, তাহলে তাঁর সঙ্গে কমও মিলিত হত।

স্বর্গ থেকে তাদের বলা হল *আরও কিছু দিন বিরাম করতে, যতদিন না তাদের সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়।* তাদের আর কিছুকাল বিরাম নিতে বলায়, তাদের ব্যগ্র বাসনা এখন থেকেই শান্তিপূর্ণ মিলনের প্রথমফল আস্বাদন করে, যাতে করে আত্মাদের কণ্ঠই তাদের ভক্তিপূর্ণ বাসনা হতে পারে, ও ঈশ্বরের উত্তর প্রতিফলের নিশ্চয়তায় তাদের বাসনা সিদ্ধ করতে পারে। সেই উত্তরে ঈশ্বর বলেন, ভাইদের সঙ্গে মিলন-কাল পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে: এতে তিনি তাদের মনের মধ্যে এমন বাসনা সঞ্চার করেন, তারা যেন সেই বিলম্বের কথা সদিচ্ছার সঙ্গেই গ্রহণ করে, যাতে করে শরীরের পুনরুত্থান অপেক্ষা করতে করতে তারা ভাইদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে আনন্দিত হতে পারে।

শ্লোক প্রত্যা ৬:৯-১০ দ্রঃ

প্র আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন:

উ প্রভু, আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করবে? আল্লেলুইয়া।

℣ ঈশ্বরের বেদির তলায় সকল পবিত্রজন চিৎকার করে বলছিল :

℟ প্রভু, আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করবে? আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৮:৪-২৫

সামারিয়ায় ঈশ্বরের বাণী

যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল। আর ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

সিমোন নামে একটি লোক সেই শহরে বেশ কিছু দিন ধরে তন্ত্রমন্ত্র সাধনে সামারিয়ার লোকদের মুগ্ধ করছিল; সে নিজেকে একটা মহা ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করত; তার কথায় ছোট বড় সকলে কান দিত; তারা বলত: 'ইনি তো ঈশ্বরের সেই পরাক্রম, যা মহাপরাক্রম বলা হয়।' তারা এজন্যই তার কথায় কান দিত, কারণ বহুদিন থেকে লোকটা নিজের তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা তাদের মুগ্ধ করে আসছিল। কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশুখ্রীষ্টের নাম বিষয়ে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলে তারা যখন তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, তখন পুরুষ ও নারীও দীক্ষাস্নাত হতে লাগল; এমনকি, সিমোন নিজেও বিশ্বাসী হল, এবং দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পর ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল; অনেক চিহ্ন ও মহা মহা পরাক্রম-কর্ম ঘটছে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হল।

যেরুসালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়; কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই তারা কেবল প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছিল। তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল।

সিমোন যখন দেখল, প্রেরিতদূতেরা হাত রাখার ফলে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁদের কাছে টাকা এনে বলল, 'আমাকেও এই অধিকার দিন, আমি যার উপর হাত রাখব, সে যেন পবিত্র আত্মাকে পায়।' পিতর তাকে বললেন, 'তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে! এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকা নেই, কোন অংশও নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় সরল নয়। তোমার এই শঠতা থেকে মন ফেরাও, এবং প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তোমার হৃদয়ের এই মতলবের ক্ষমা হতে পারে। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তিক্ত পিত্তে ও অধর্মের বাঁধনে পড়ে রয়েছ।' সিমোন উত্তরে বলল, 'আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করুন, আপনারা যা কিছু বললেন, তার কিছুই যেন আমার উপর না নেমে আসে।' আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাণী প্রচার করে যেরুসালেমে ফিরে যেতে যেতে সামারীয়দের অনেক গ্রামে শুভসংবাদ প্রচার করলেন।

শ্লোক শিষ্য ৮:১৪-১৫; মথি ১০:৮

℣ প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন।

℟ এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়। আল্লেলুইয়া।

℣ যীশু আপন শিষ্যদের বললেন, বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যে দিয়ে দাও।

℟ এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩৪:১-৩,৫-৬**

এসো, প্রভুর উদ্দেশে গাই ভালবাসার গান

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান। আমরা প্রভুর উদ্দেশে একটা নতুন গান গাইতে আহূত। নতুন মানুষই নতুন গান জানে। গান তো আনন্দের চিহ্ন; এমনকি ভালোমত বিবেচনা করলে, গান ভালবাসারই চিহ্ন। সুতরাং যে কেউ নতুন জীবনকে ভালবাসতে জানে, সে নতুন গান গাইতে জানে। এবং সেই নতুন জীবন যে কী, সেই নতুন গানের উদ্দেশ্যেই তা আমাদের জানা উচিত; কেননা নতুন মানুষ, নতুন গান, নতুন সন্ধি—সবকিছুই একটিমাত্র রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত। অতএব নতুন মানুষ নতুন গানও গাইবে, নতুন সন্ধিরও মানুষ হবে।

ভালবাসে না, তেমন মানুষ তো নেই; কিন্তু দেখতে হবে সে কী ভালবাসে। আমরা ভালবাসব না, এর জন্য তো আমরা আহূত নই বটে, এজন্যই বরং আমরা আহূত, যেন ভালবাসার বস্তু মনোনীত করি। আমরা কিন্তু কীবা মনোনীত করব, যদি না প্রথম আমরা নিজেরা মনোনীত না হই? কেননা আমরা ভালবাসতে পারি না, প্রথম যদি ভালবাসার পাত্র না হয়ে থাকি। প্রেরিতদূত যোহনের বাণী শোন: *আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।* মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসবে, এর কারণের অন্বেষণ কর আর তুমি এছাড়া কিছুই পাবে না, তথা, তিনি প্রথম তাকে ভালবেসেছেন। যাঁকে আমরা ভালবেসেছি, তিনি প্রথম নিজেকে দান করেছেন, তা-ই দান করেছেন যাতে আমরা তাঁকে ভালবাসি। যাতে আমরা তাঁকে ভালবাসি তিনি যে কী দান করেছেন, তা প্রেরিতদূত পলের মুখ দিয়েই আরও স্পষ্টভাবে শোন: *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে।* কার দ্বারা? হয় তো কি আমাদেরই দ্বারা? না। তাহলে কার দ্বারা? *সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।*

আমাদের যখন তেমন প্রত্যাশা রয়েছে, তখন এসো, ঈশ্বরের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালবাসি। শোন প্রেরিতদূত যোহন কতই না স্পষ্ট কথা বলেন: *ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।*

ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত, একথা বলা যথেষ্ট নয়। *ঈশ্বর ভালবাসা,* আমাদের কেইবা তেমন কথা বলতে সাহস করত? তিনিই তাই বললেন, যিনি জানতেন তাঁর কী ছিল।

ঈশ্বর আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দান করেন। তিনি আমাদের বলেন, আমাকে ভালবাস, তবেই তোমরা আমাকে পাবে, কেননা আমাকে ভালবাসতে পার না যদি আগে থেকে আমাকে নাই পেয়ে থাক।

হে ভ্রাতৃগণ, হে সন্তান, হে কাথলিক জনগণ, হে দিব্য পুণ্যময় বীজ, হে খ্রীষ্টে নবজাত ও ঊর্ধ্ব থেকে জাত, আমাকে শোন, এমনকি আমার মুখ দিয়ে শোন, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান।* এই যে—তুমি বলছ—আমি গাইছি। তুমি গাইছ; হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি তুমি স্পষ্টই গাইছ। কিন্তু জীবন যেন জিহ্বার বিপক্ষে সাক্ষ্যদান না করে!

কণ্ঠ দিয়ে গান গাও, হৃদয় দিয়ে গান গাও, মুখ দিয়ে গান গাও, আচরণ দিয়ে গান গাও: *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান।* যাঁকে ভালবাস তাঁর সম্বন্ধে কী গান করবে তোমরা কি তা-ই খোঁজ করছ? যাঁকে তুমি ভালবাস, নিঃসন্দেহে তাঁরই সম্বন্ধে গান করতে চাও। তাঁর কোন্ প্রশংসা গান করবে তুমি কি তা-ই খোঁজ করছ? তোমরা তো শুনেছ: *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান।* তোমরা কি তাঁর প্রশংসাগান খোঁজ করছ? *ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।* গায়ক নিজেই তার নিজের গানের প্রশংসা।

তোমরা কি ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে চাও? তোমরা নিজেরাই হও সেই প্রশংসাগান যা গাইতে চাও। সদাচরণ করলে, তবেই তোমরা হবে তাঁর প্রশংসাগান।

শ্লোক রো ৬:৪; ১ যোহন ৩:২৩; সাম ১৪৯:১

প্র মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

উ এসো, পরস্পরকে ভালবাসি যেমন তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।

℣ এসো, পরস্পরকে ভালবাসি যেমন তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৭:১-১৭

ঈশ্বরের সীলমোহরে চিহ্নিত বিরাট সেই জনতা

এরপর আমি দেখতে পেলাম, পৃথিবীর চার কোণে চার স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন: তাঁরা পৃথিবীর চার বায়ুকে ধরে রাখছেন, যেন পৃথিবী বা সমুদ্র বা কোন গাছের উপরে বাতাস না বয়। পরে আমি দেখতে পেলাম, আর এক স্বর্গদূত সূর্যের উদয়-স্থান থেকে উঠে আসছেন, তাঁর হাতে রয়েছে জীবনময় ঈশ্বরের সীলমোহর। যে চার স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে আঘাত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদের ডেকে বললেন, 'তোমরা পৃথিবী বা সমুদ্র বা গাছপালা কিছুই আঘাত করো না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপাল সীলমোহরে চিহ্নিত করি।' আর আমি সীলমোহরে চিহ্নিত মানুষের সংখ্যা শুনতে পেলাম: ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে মোট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ চিহ্নিত:

যুদা গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার চিহ্নিত,
রূবেন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
গাদ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
আসের গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
নেফতালি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
মানাসে গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
সিমেয়োন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
লেবি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
ইসাখার গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
জাবুলোন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
যোসেফ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
বেঞ্জামিন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার।

তারপর আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন: 'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না,* কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই *হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের উৎসভূমিতে। আর স্বয়ং ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।'*

শ্লোক প্রত্যা ৭:১৩,১৪; ৬:৯

প্র শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল? এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে:

উ তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল।

উ তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১শ শতাব্দীর লেখকের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৮**

সাক্ষ্যমরদের প্রাণ ঈশ্বরের বেদির তলায়

বিশ্বাসগুণেই ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ সবচেয়ে সম্মানিত সমাধিস্থানের যোগ্য হয়ে উঠলেন, কেননা যখন ঈশ্বর আপন স্বর্গীয় বেদির তলায় তাঁদের স্থান দিলেন, তখন আমরাও অবশ্য এই মর্মে তাঁদের একই বিশ্রামস্থানের যোগ্য মনে করব। শাস্ত্র কি একথা বলে না যে, *আমি দেখতে পেলাম, যজ্ঞবেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল।* সুতরাং শাস্ত্র বলে, সেই নিহতদের প্রাণ ঈশ্বরের বেদির তলায় থাকার চেয়ে বড় সম্মান নেই। তাঁরা সেই একই বেদির তলায় বিশ্রাম করেন, যার উপরে পবিত্রতম যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, ঈশ্বরের কাছে অর্ঘ্য-নৈবেদ্য অর্পিত হয় ও যার উপরে প্রভু নিজেই যাজক, যেমনটি লেখা আছে, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।* তাই এ সত্যি সমীচীন, সাক্ষ্যমরদের দেহকে সেই বেদিরই তলায় সমাধি দেওয়া হবে যে বেদির উপরে খ্রীষ্ট নিজেই উপস্থিত; এও সমীচীন, যে বেদির উপরে খ্রীষ্টের দেহকে বলিরূপে উৎসর্গ করা হয়, সেই বেদির তলায় ধার্মিকদের প্রাণ বিশ্রাম পাবে।

যেখানে খ্রীষ্টের রক্ত পাপীদের জন্য পাতিত হয়, সেখান থেকেই যে ধার্মিকদের রক্তের জন্য প্রতিফলের প্রার্থনা উচ্চারিত হবে, তাও যুক্তিহীন নয়। সুতরাং সেইখানে সাক্ষ্যমরদের সমাধি দেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত প্রথা, কেননা এর মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যমরেরা সেই স্থানেরই সঙ্গে মিলিত হন, যে স্থানে প্রভুর মৃত্যু প্রত্যহ উদ্‌যাপিত হয় ও তাঁর নিজের এ আজ্ঞা পালিত হয়, *তোমরা যতদিন তেমনটি করবে, ততদিন আমার মৃত্যুর কথা ঘোষণা কর যতক্ষণ না আমি পুনরাগমন করি।* অন্য কথায়, যাঁরা খ্রীষ্টের মৃত্যুর কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের খ্রীষ্টের সাক্রামেন্তগত উপস্থিতিতেই বিশ্রাম পেতে হবে। তাই আমি আবার বলছি, যেখানে তাঁদের বলীকৃত প্রভুর দেহ শায়িত, সাক্ষ্যমরদের সমাধি যে সেইখানে স্থান পাবে, তা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাঁরা তাঁর যন্ত্রণাভোগে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন; আর শুধু তাই নয়, তাঁরা এখন তাঁর সঙ্গে একই বিশ্রামস্থানের সহভাগী।

আমরা পড়ি, ধার্মিকদের অনেকেই আব্রাহামের কোলে বিশ্রাম পেয়ে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করছেন। এঁদের সকলের মধ্যে সাক্ষ্যমরদের চেয়ে কারও বড় দাবি থাকতে পারে না যে, যেখানে খ্রীষ্ট নিজে বলি ও যাজকরূপে উপস্থিত সেও সেখানে বিশ্রাম পাবে। সেখানে সাক্ষ্যমরেরা সেই পুনর্মিলন উপভোগ করতে পারেন যা সেই দিব্য বলির উৎসর্গ তাঁদের জন্য অর্জন করেছে; সেইসঙ্গে তাঁরা পান যাজকরূপে খ্রীষ্টের আশীর্বাদ ও যাজকীয় সেবা।

স্বর্গীয় পুরস্কার লাভ করার পর সাক্ষ্যমরেরা যখন প্রভুর কাছে প্রতিফলের কথা উত্থাপন করেন, তখন তাঁদের বলা হয় তাঁরা যেন কিছুকালের মত অপেক্ষা করেন যে পর্যন্ত তাঁদের ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়। একথা বোঝা উচিত যে, আমাদের খাতিরেই সেই গণনার দিন স্থগিত করা হচ্ছে, কেননা যতদিন আমরা বিলম্ব করি, ততদিন তাঁদের রক্তের প্রতিফল ঘটে না। বিলম্বটার কারণ হল আমাদের শিথিলতা: আমরা তো আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনে অকৃতকার্য; মঙ্গলকর যা করা উচিত তাও আমরা করি না। কিন্তু পুণ্যজীবন ও সৎকর্ম আমাদের জন্য যে ধর্মময়তা অর্জন করার কথা, আমাদের সেই ধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে যেতে প্রস্তুত হত, তাহলে পুণ্যজনদের নির্ধারিত সংখ্যা শীঘ্রই পূর্ণতা লাভ করত, নিঃসন্দেহে বিচার অনুষ্ঠিত হত, সাক্ষ্যমরদের প্রতিফলও দেওয়া হত, কেননা ইতিমধ্যে তাঁরা স্বর্গীয় মুকুট পাবার যোগ্য গণ্য হলেন।

শ্লোক প্রত্যা ১৪:১

প্র আমি দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ।
উ তাঁদের কপালে লেখা ছিল তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আল্লেলুইয়া।
প্র এঁরা সেই সমস্ত লোক যাঁরা একসময় ক্রুশ তুলে নিলেন, আর এখন মেষশাবককে সর্বত্রই অনুসরণ করেন।
উ তাঁদের কপালে লেখা ছিল তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৮:২৬-৪০

ফিলিপ ও সেই ইথিওপীয় রাজকর্মচারী

প্রভুর দূত ফিলিপকে একথা বললেন, 'ওঠ, যে পথ যেরুসালেম থেকে গাজা শহরের দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাও; পথটা জনশূন্য।' তিনি উঠে রওনা হলেন। আর দেখ, একজন ইথিওপীয় যেরুসালেমে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন কান্দাকের অর্থাৎ ইথিওপিয়ার রানীর একজন উচ্চপদস্থ কঞ্চুকী, তাঁর সমস্ত ধনাগারের অধ্যক্ষ। সেসময়ে তিনি ফিরে আসছিলেন, এবং রথে বসে নবী ইসাইয়ার পুস্তক পড়ছিলেন। আত্মা ফিলিপকে বললেন, 'কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের সঙ্গে সঙ্গে চল।' ফিলিপ দৌড় দিয়ে কাছে গিয়ে শুনতে পেলেন, তিনি নবী ইসাইয়ার পুস্তক পড়ছেন। ফিলিপ বললেন, 'আপনি যা পড়ছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কেউই আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি কেমন করে বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠব?' আর তিনি ফিলিপকে নিজের কাছে উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। শাস্ত্রের যে বচন তিনি পড়ছিলেন, তা এ:

তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,
তিনি তেমনি মুখ খুললেন না।

তাঁর অবমাননায় তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন,
কিন্তু তাঁর বংশধরদের কাহিনী কেইবা বর্ণনা করতে পারবে?
কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল।

ফিলিপকে উদ্দেশ করে কঞ্চুকী বললেন, 'আপনার দোহাই, নবী কার্ বিষয়ে একথা বলেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারও বিষয়ে?' তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই বচন থেকে শুরু করে তাঁর কাছে যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন। পথে যেতে যেতে তাঁরা এক জলাশয়ের কাছে এসে উপস্থিত হলেন; কঞ্চুকী বললেন, 'এই যে, এখানে জল আছে; আমার দীক্ষাস্নাত হবার বাধা কী?' [ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন, তবে দীক্ষাস্নাত হতে পারেন।' কঞ্চুকী উত্তরে বললেন, 'যীশুখ্রীষ্ট যে ঈশ্বরপুত্র, একথা আমি বিশ্বাস করি।'] তিনি রথ থামাতে বললেন, আর ফিলিপ ও কঞ্চুকী দু'জনে জলের মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে দীক্ষাস্নাত করলেন। তাঁরা জল থেকে উঠে এলে প্রভুর আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেই কঞ্চুকী তাঁকে আর দেখতে পেলেন না; আর তিনি আনন্দিত মনে নিজ পথে এগিয়ে চললেন। কিন্তু ফিলিপ হঠাৎ আজোতাসে দেখা দিলেন; তিনি শহরে শহরে ঘুরে শুভসংবাদ প্রচার করতে করতে শেষে সীজারিয়াতে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ইসা ৫৩:৭,১২; সাম ২২:২৮ দ্রঃ

প্র তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।
উ আপন জনগণকে জীবন দান করতে তিনি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে, জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

℟ আপন জনগণকে জীবন দান করতে তিনি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সেলেউকিয়ার বিশপ বাসিলের পাস্কা উপদেশ **২৭৫-২৭৭**

খ্রীষ্টের অগাধ ভালবাসা
মণ্ডলীকে অসংখ্য মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করল

আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের অগাধ ভালবাসা তাঁর মণ্ডলীকে অসংখ্য মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেছে। প্রজ্ঞায় মহান ও কর্মে পরাক্রমী সেই খ্রীষ্ট বিধানের প্রাচীন অভিশাপ থেকে আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দিয়ে আমাদের স্বরূপকে মুক্ত করলেন। ক্রুশে তিনি সমস্ত অনিষ্টের সাধক সেই সাপের উপর বিজয়ী হলেন: মৃত্যুর বিপজ্জনক হুল ছিন্ন করলেন, ও আগুন দিয়ে নয়, জল দিয়েই তাদের নবীভূত করলেন যারা পাপের দরুন প্রাচীন হয়ে গেছিল। তিনি পুনরুত্থানের প্রবেশদ্বার খুলে দিলেন, যারা ইস্রায়েলের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের তিনি করে তুললেন পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও পরিজন। যারা সন্ধির প্রতিশ্রুতির পাত্র ছিল না, তিনি স্বর্গীয় রহস্যগুলি তাদের অর্পণ করলেন। যারা আশাহীন, তিনি পরিত্রাণের পণস্বরূপ আত্মাকেই প্রচুর মাত্রায় তাদের দান করলেন। যারা এজীবনে ছিল দুর্জন ও ঈশ্বরবিহীন, তিনি তাদের করে তুললেন ত্রিত্বের মন্দির। যারা স্থানের জন্য নয়, আচরণের জন্যই দূরবর্তী, যারা জায়গার জন্য নয়, মনেই দূরবর্তী, যারা অঞ্চলের জন্য নয়, ধর্ম থেকেই দূরবর্তী ছিল, ত্রাণকাষ্ঠের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের নিকটবর্তী করলেন—যারা প্রত্যাখ্যানের যোগ্য তাদের আলিঙ্গনই ক'রে।

ঠিক তাই নবী বলেছিলেন: *কেইবা কখনও তেমন কথা শুনেছে? কেইবা কখনও তেমন কিছু দেখেছে?* এ রহস্য সকল দূতকে বিস্মিত করে; স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দ কম্পিত হয়েই এ আশ্চর্য কাজ আরাধনা করেন। তাঁর সিংহাসন কখনও খালি থাকেনি অথচ জগৎ পরিত্রাণ পেল: একদিন তা সৃষ্ট হয়েছিল, এবার কিন্তু তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, দীক্ষাস্নানে আলোপ্রাপ্ত হয়েছ যে তুমি, দেখ কোন্ রহস্যগুলির যোগ্য হয়ে উঠেছ; সেগুলির পরাক্রম চিনে নাও। তোমার মুক্তিমূল্য দেওয়া হয়েছে: আবার নিজেকে বন্দি হতে দিয়ো না। শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করেছ: প্রবঞ্চিত ও প্রলুব্ধ হয়ে আবার প্রাক্তন অবস্থায় ফিরে যেয়ো না। একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছ: যে ভার গ্রহণ করেছ, তার শ্রম মেনে নিও। তোমার কাছে বিশ্বাসের টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছে: তা ফলপ্রসূ করতে তৎপর হও। বিবাহ উদ্‌যাপন করেছ: ব্যভিচার করো না। সন্তানদের তালিকায় তালিকাভুক্ত হয়েছ: তোমার মুক্তিসাধককে ক্রীতদাসের মত অপমান করো না। উজ্জ্বল পোশাক পরিধান করেছ: তোমার বিবেক উজ্জ্বল হোক। পুরানো কাপড় ত্যাগ করেছ: পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না। এ দীক্ষাস্নান-রহস্য ও ক্রুশবিদ্ধজনের এ অসীম অনুগ্রহের কথা একসময় নবী দ্বারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল যখন তিনি বলছিলেন, *তিনি দয়া দেখাতে প্রীত।* হে নবী, সেই তিনি কে? সেই তিনি হলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি আপন দয়ায় মানুষ হলেন। জন্মলগ্নে যিনি কুমারীদ্বার উন্মুক্ত করলেন না, তিনি নিজেই আবার এসে আমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন। তোমাকে ভুল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন বিধায় তিনি তোমার মুক্তি সাধন করবেন, তোমাকে দয়া করবেন। কেননা ক্রুশে তিনি আমাদের প্রত্যেকজনের পাপের উপর বিজয়ী হলেন, আমাদের অধর্ম-পোশাক দীক্ষাস্নানের দিব্য জলে নিমজ্জিত করলেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্র-গভীরে উল্টিয়ে দিলেন। দীক্ষাকুণ্ডের কথা ভেবে অনুগ্রহের কথা ঘোষণা কর। দীক্ষাস্নান সমস্ত মঙ্গলদানের ধনভাণ্ডার: দীক্ষাস্নানই তো জগতের শুচীকরণ, প্রকৃতির নবায়ন, সমস্ত মানবসংস্কারের ভাণ্ডার, সহজ প্রতিকার, বিবেক-শুচিকারী স্পঞ্জ, অক্ষয়শীল পোশাক, জন্মদানকারী কুমারীগর্ভ, সমাহিতদের পুণ্যজীবন দানকারী সমাধি, পাপগ্রাসী অতলদেশ, শয়তানের কবর, চিহ্নিতদের জন্য মুদ্রাঙ্কন ও আশ্রয়দুর্গ, নরকাগ্নির নিবারক উৎস, প্রভুর ভোজে নিমন্ত্রণ, মোশীতে পূর্বাভাসিত প্রাচীন ও নবীন রহস্যগুলির অনুগ্রহ, চিরকালীন গৌরব। আমেন।

শ্লোক ১ পি ২:৯,১০; সাম ৩৩:১২

প্র তোমরা এক মনোনীত বংশ,
℟ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ। আল্লেলুইয়া।
প্র সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর; সুখী সেই দেশ, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার

রূপে।

℣ তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ। আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৮:১-১৩

সাতটা তুরি

যখন মেষশাবকটি সপ্তম সীলমোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নীরবতা বিরাজ করল।

আর আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, যে সপ্ত স্বর্গদূত ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদের সাতটা তুরি দেওয়া হল। পরে আর এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল, তিনি যেন সিংহাসনের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির উপরে তা নিবেদন করেন সকল পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে। তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। তারপর ওই স্বর্গদূত ধূপদানি নিয়ে তা বেদির আগুনে পূর্ণ করে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বজ্রনাদ ও নানা স্বরধ্বনি, দেখা দিল বিদ্যুৎ-ঝলক ও ভূমিকম্প।

আর সেই সপ্ত স্বর্গদূত, যাঁদের হাতে সাতটা তুরি ছিল, তাঁরা তুরি বাজানোর জন্য তৈরী হলেন।

প্রথম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ রক্ত-মেশানো শিলা ও অগ্নিবৃষ্টি পৃথিবীর উপরে ঝরে পড়তে লাগল; তখন পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, গাছপালার তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, যত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ এমনটি ঘটল, যেন আগুনে জ্বলন্ত একটা মহাপর্বত সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল; তখন সমুদ্রের তিন ভাগের এক ভাগ রক্ত হয়ে গেল, সমুদ্রে বাঁচে যত প্রাণীর তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল, ও যত জাহাজের তিন ভাগের এক ভাগ ধ্বংস হল।

তৃতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ মশালের মত জ্বলন্ত এক বিশাল তারা আকাশ থেকে খসে পড়ে গেল, তা নদনদীর তিন ভাগের এক ভাগের উপরে ও সমস্ত জলের উৎসের উপরে খসে পড়ল; তারাটার নাম নাগদোনা; তখন জলের তিন ভাগের এক ভাগ নাগদোনা হয়ে উঠল, ও জল তিত হয়ে যাওয়ার ফলে বহু মানুষ মারা গেল।

চতুর্থ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ সূর্যের তিন ভাগের এক ভাগ, চাঁদের তিন ভাগের এক ভাগ, ও জ্যোতিষ্করাজির তিন ভাগের এক ভাগ আঘাতগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারময় হল, এবং দিন তিন ভাগের এক ভাগ নিজ নিজ আলো হারাল, রাতেরও তেমনি হল।

পরে আমার দর্শনে আমি শুনতে পেলাম, মাঝ-আকাশে একটা উড়ন্ত ঈগল উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল: 'সর্বনাশ, সর্বনাশ, সর্বনাশ! বাকি তিন স্বর্গদূত তুরি বাজাতে উদ্যত—সেই তুরিধ্বনিতে পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে সর্বনাশ!'

শ্লোক প্রত্যা ৮:৩-৪; ৫:৮ দ্রঃ

℟ এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল।

℣ তখন ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

℣ প্রত্যেক দূতের হাতে ছিল সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র ; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা ;
℟ তখন ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০:৪**

দীক্ষাস্নানের পরিত্রাণদায়ী রহস্য

আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ এ কি, আমরা এমনি পাপ করার নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি? অথবা, বিশ্বাস করে আলোকিত হবার পর আমরা কি সত্যিই পাপের কাছে মরেছি? হ্যাঁ, বাক্যটির পরবর্তী অংশের আলোতে এই তো শ্রেয়তর ব্যাখ্যা। পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ হল এ, আমরা যেন আর কখনও পাপের অধীন না হই। আমাদের জন্য দীক্ষাস্নান ঠিক তাই করল : পাপের কাছে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে—একবার চিরকালের মত।

তবু এ অবস্থায় থাকবার জন্য আমাদের এখনও যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে হবে। পাপ যাই কিছু আদেশ করুক না কেন, আমাদের কখনও আত্মসমর্পণ করতে নেই, বরং একটা মৃত দেহের মত অবিচল থাকতে হবে। তাঁর নিজের কথা তত স্পষ্ট না হওয়ায় পল নিজেই, একটু ভর্ৎসনামূলক ভাবে, দীর্ঘতর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলেই তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।*

তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হওয়ার অর্থ কী? অর্থ হল এ যে, তাঁর মত আমাদেরও মৃত্যুবরণ করা প্রয়োজন, কেননা ক্রুশ হল একপ্রকার দীক্ষাস্নান। খ্রীষ্টের পক্ষে ক্রুশ ও সমাধি যা ছিল, আমাদের পক্ষে দীক্ষাস্নানই তো তাই—অবশ্য অন্যভাবেই : খ্রীষ্ট দেহগতভাবেই মৃত্যু বরণ করলেন ও সমাহিত হলেন, আমরা কিন্তু পাপেরই কাছে মৃত্যু বরণ করেছি ও সমাহিত হয়েছি। এজন্যই পল একথা বলেন না যে, আমরা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছি, বরং বলেন, *তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে।* কেননা দু'টোই মৃত্যু বটে, কিন্তু যা মরে গেছে তা এক নয়। খ্রীষ্টের বেলায় দেহটি, আমাদের বেলায় পাপই মরল। তাঁর মৃত্যু যেমন বাস্তব ছিল, আমাদের মৃত্যুও তেমনি বাস্তব হল, তবুও আমাদের পক্ষে করার মত বাকি আরও কিছু আছে। বস্তুত পল বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্ট যেমন পিতার গৌরবের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।* 'জীবনের নবীনতা' একথা উল্লেখ করে পল পুনরুত্থানেরই কথা ইঙ্গিত করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিশ্বাস কর খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন? তবে তোমার বিষয়ে যা লেখা আছে তাও বিশ্বাস কর। যেহেতু ক্রুশ ও সমাধি দু'টো তোমারও, সেজন্য তোমার নিয়তি তাঁরই নিয়তির মত। তুমি যখন তাঁর মৃত্যু ও সমাধির অংশী হয়েছ, তখন আরও নিশ্চিত ভাবেই তুমি তাঁর পুনরুত্থান ও জীবনেরও অংশী হবে। এখন তো মহাশত্রু সেই পাপ ধ্বংস হয়েছে, তাই ছোট শত্রু সেই মৃত্যুর ধ্বংস সম্বন্ধেও সন্দেহটুকুও থাকতে পারে না।

শ্লোক ১ পি ১:১৮-১৯; প্রত্যা ১৩:৮; যোহন ১:২৯ দ্রঃ

℣ তোমরা রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রীষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত হয়েছ,
℟ যিনি কালের সূত্রপাতে বলীকৃত হলেন। আল্লেলুইয়া।
℣ ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন,
℟ যিনি কালের সূত্রপাতে বলীকৃত হলেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৯:১-২২

স্বয়ং খ্রীষ্ট দ্বারা আহূত সৌল

সেই সময়ে সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে

মহাযাজকের কাছে গেলেন ও দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলির জন্য পত্র চাইলেন, যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও নারী যাকেই পান, তাদের বেঁধে যেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারেন। আর এমনটি ঘটল যে, তিনি যেতে যেতে দামাস্কাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে আলো তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে শুনতে পেলেন, এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে, 'সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর উত্তর হল এ, 'আমি যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। এবার ওঠ, শহরে প্রবেশ কর; আর তোমাকে কী করতে হবে, তা তোমাকে বলা হবে।' তাঁর সহযাত্রীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল: কণ্ঠটি তারা শুনেছিল বটে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। সৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুলে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না; তাই তারা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কাসে চালিত করল। তিন দিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে থাকলেন; খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না।

দামাস্কাসে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। দর্শনযোগে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আনানিয়াস!' তিনি বললেন, 'প্রভু, এই যে আমি।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, "সরল সরণি" নামে রাস্তায় গিয়ে যুদার বাড়িতে তার্সসের সৌল নামে মানুষের সন্ধান কর; এ মুহূর্তে সে প্রার্থনা করছে; এবং দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে একজন মানুষ এসে তার উপর হাত রাখছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।' কিন্তু আনানিয়াস প্রতিবাদ করে বললেন, 'প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকটার বিষয় শুনেছি, সে যেরুসালেমে তোমার পবিত্রজনদের কত ক্ষতিই না করেছে; তাছাড়া, যত লোক তোমার নাম করে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রধান যাজকদের কাছে ক্ষমতা পেয়েছে।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র; আমি নিজেই তাকে দেখাব আমার নামের জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে।' তখন আনানিয়াস চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর উপর হাত রেখে বললেন, 'ভাই সৌল, প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন— সেই যীশুই, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দেখা দিলেন—যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।' আর তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁশের মত কী যেন পড়ে গেল আর তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দীক্ষাস্নাত হলেন, তারপর কিছুটা খেয়ে শক্তি ফিরে পেলেন।

কিছু দিনের মত তিনি দামাস্কাসে শিষ্যদের সঙ্গে থেকে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজগৃহগুলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, 'যীশুই ঈশ্বরের পুত্র।' যারা তাঁর কথা শুনত, তারা সকলে স্তম্ভিত হত; তারা বলত, 'এ কি সেই লোকটা নয় যে, যারা এ নাম করে, তাদের যেরুসালেমে তীব্রভাবে অত্যাচার করত, এবং তাদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছিল?' সৌলের ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং দামাস্কাসের ইহুদী উপনিবেশের লোকদের তিনি দিশেহারা করে দিতেন: তাদের প্রমাণ দিতেন যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট।

শ্লোক গা ১:১৫,১৬; ইসা ৪৯:১

প্র আমি মাতৃগর্ভে থাকতে ঈশ্বর আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করেন,

উ আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন, মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম,

উ আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩৭:১-৩**

খ্রীষ্টই মণ্ডলীর মাথা

প্রিয়জনেরা, তোমাদের বিশ্বাস একথা জানে, আর আমরা জানি যে তোমরা স্বর্গের কাছ থেকে, অর্থাৎ যার উপরে তোমরা আশা স্থাপন করেছ, গুরুর সেই বাণীর ভিত্তিতেই একথা শিখেছ: যিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান করেছেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মাথা ও মণ্ডলী হল তাঁর দেহ; এবং তাঁর

দেহের স্বাস্থ্য অঙ্গগুলির একতা ও ভালবাসার সুসংবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। যে কেউ ভালবাসায় ধীর, সে খ্রীষ্টের দেহে অসুস্থ। তবু যিনি আমাদের মাথা উন্নীত করেছেন, তিনি এতই পরাক্রমী যে অসুস্থ অঙ্গগুলিকে সুস্থ করতে সক্ষম—অবশ্যই, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তারা যদি মাথার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে; অন্যথা তাদের বড় দুষ্টতার জন্য তাদের ছিন্ন করা হবে।

যতক্ষণ একজন দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তার পরিত্রাণের জন্য নিরাশ হতে নেই; সে কিন্তু ছিন্ন হলে, তবে তাকে শুশ্রূষা বা নিরাময় করা সম্ভব নয়। অতএব যখন খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মাথা ও মণ্ডলী হল তাঁর দেহ, তখন গোটা খ্রীষ্ট হলেন তাঁর দেহের সঙ্গে সংযুক্ত মাথা। তিনি ইতিমধ্যে পুনরুত্থান করেছেন, সুতরাং আমাদের মাথা স্বর্গেই আছেন। আমাদের মাথা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। পাপশূন্য ও অমর আমাদের এ মাথা আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বরকে আমাদের প্রতি প্রসন্ন করেন, অন্তিমকালে পুনরুত্থান ক'রে স্বর্গীয় গৌরবে রূপান্তরিত হয়ে আমরাও যেন আমাদের মাথার অনুসরণ করতে পারি। যেখানে মাথা রয়েছেন, সেখানে অন্য অঙ্গগুলিও থাকবে। তবু এ নিম্নলোকে থাকাকালেও আমরা তাঁর অঙ্গ: এসো, নিরাশ না হই, কারণ অবশ্যই আমাদের মাথার অনুসরণ করব।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের মাথার ভালবাসা একটু ভেবে দেখ। তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গে রয়েছেন, তবু এখনও তিনি ততদিন মর্তে কাজ করেন যতদিন তাঁর মণ্ডলী মর্তে পরিশ্রম করে: এখানে খ্রীষ্ট ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রহীন, প্রবাসী, অসুস্থ, কারারুদ্ধ। তিনি তো বলেছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর দেহ যত যন্ত্রণা ভোগ করে, তিনি সেইসব ভোগ করেন। অন্তিমকালে তিনি তাঁর দেহকে তাঁর ডান পাশে পৃথক রাখবেন, এবং যাদের দ্বারা তিনি এখন অত্যাচারিত তাদের বাঁ পাশে রাখবেন; তখন তাঁর ডান পাশে থাকবে যারা, তাদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।*

শ্লোক কল ১:১৭-১৯; মিখা ৪:৭

প্র সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ।
উ তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন। আল্লেলুইয়া।
প্র প্রভু সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন, এখন থেকে চিরকাল ধরে।
উ তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন। আল্লেলুইয়া।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৯:১-১২

পঞ্চম তুরি—পঙ্গপাল

পঞ্চম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর আমি, যোহন, আকাশ থেকে পৃথিবীর উপরে খসে পড়া একটা তারা দেখতে পেলাম। সেই তারা-অপদূতকে অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গের চাবি দেওয়া হল; সে তখন অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গটা খুলে দিল, আর ওই সুড়ঙ্গ থেকে বিরাট চুল্লির ধোঁয়ার মত এমন ধোঁয়া বেরিয়ে উঠল যে, সূর্য ও আকাশ সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ওঠা সেই ধোঁয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে এক ঝাঁক পঙ্গপাল বেরিয়ে এসে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেগুলোকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল, যা পৃথিবীতে কাঁকড়া-বিছের ক্ষমতার মত; তাদের বলা হল, যেন পৃথিবীর কোন ঘাস বা উদ্ভিদ বা গাছপালার ক্ষতি না করে, কেবল সেই মানুষদেরই ক্ষতি করবে, যাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই। কিন্তু তাদের এমনটি দেওয়া হয়নি যে, তারা ওদের হত্যা করবে, ওদের শুধু পাঁচ মাস ধরে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে পারবে; এই জ্বালাযন্ত্রণা ঠিক সেই জ্বালাযন্ত্রণার মত যখন

কাঁকড়া-বিছে মানুষকে কামড়ায়। সেই দিনগুলিতে মানুষ মৃত্যুর অন্বেষণ করবে, কিন্তু তার সন্ধান আদৌ পাবে না; তারা মরবার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের এড়িয়ে যাবে।

দেখতে ওই পঙ্গপাল ছিল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ঘোড়ার মত, তাদের মাথায় সোনার মত মুকুট, চেহারায় ছিল মানুষের মত; তাদের চুল স্ত্রীলোকের চুলের মত, তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মত। তাদের বুকে যে বর্ম, তা লোহার বর্মের মত, বহু ঘোড়া যুদ্ধে ছুটে গেলে রথের যে আওয়াজ, তাদের পাখার আওয়াজ ঠিক সেইমত ছিল। তাদের এমন লেজ ছিল যা কাঁকড়া-বিছের লেজের মত, তেমনি হুলও তাদের ছিল: আর সেই লেজে এমন শক্তি ছিল, যা মানুষকে পাঁচ মাস ধরে কষ্ট দিতে সক্ষম। তাদের রাজা হল অতল গহ্বরের অপদূত, হিব্রু ভাষায় তার নাম আবাদ্দোন, আর গ্রীক ভাষায় আপল্লিয়োন [অর্থাৎ, বিনাশক]।

প্রথম 'সর্বনাশ' গেল; এটার পরে আরও দু'টো 'সর্বনাশ' বাকি আছে।

শ্লোক যোয়েল ৩:৩,৫; মার্ক ১৩:৩৩

℣ আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব: রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া-স্তম্ভ।
℟ যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।
℣ সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা তোমরা জান না।
℟ যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' **৫ম পুস্তক ২:২-৩**

ধন্যবাদস্তুতি-সাক্রামেন্ত পুনরুত্থানের পণ

মাংস যদি পরিত্রাণ না পায়, তাহলে প্রভুও আপন রক্তমূল্যে আমাদের মুক্ত করেননি, ধন্যবাদ-স্তুতির পানপাত্রও তাঁর রক্তে সহভাগিতা নয়, যে রুটি ছিঁড়ে টুকরো করি তাও তাঁর দেহে সহভাগিতা নয়। কেননা রক্ত আসতে পারে কেবল শিরা, মাংস ও মানুষের সেই গোটা স্বরূপ থেকে যে স্বরূপকে ঈশ্বরের বাণী বাস্তবেই ধারণ করে আপন রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, যেইভাবে তাঁর প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, লাভ করি পাপমোচন।*

আমরা তাঁর অঙ্গগুলি, এবং পরিপুষ্ট হয়ে উঠি সেই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যা তিনি নিজেই আমাদের জন্য যুগিয়ে দেন, বস্তুত তিনিই তো যেইভাবে ইচ্ছা করেন সেইভাবে সূর্যের উদয় ঘটান ও বৃষ্টি বর্ষণ করেন; এই যে পানপাত্র সৃষ্টি থেকে আগত, তিনিই তো ঘোষণা করলেন তা তাঁর নিজেরই রক্ত যা দিয়ে আমাদের রক্তের পুষ্টিসাধন করেন। একই প্রকারে এই যে রুটি সৃষ্টি থেকে আগত, তিনিই তো সপ্রমাণ করলেন তা তাঁর নিজেরই দেহ যা দিয়ে আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করেন। যখন সেই আঙুররসপূর্ণ পানপাত্র ও সেই বানানো রুটি ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে, তখন সেগুলো হয়ে ওঠে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত, যা দিয়ে আমাদের মাংস-পদার্থ পুষ্টি ও অস্তিত্ব পায়। সুতরাং যে মাংস খ্রীষ্টেরই আপন একটা অংশ ও তাঁর দেহ ও রক্তে পরিপুষ্ট, সেই মাংস যে ঈশ্বরের দান তথা অনন্ত জীবন গ্রহণ করতে সক্ষম, কী করেই বা তা কেউ অস্বীকার করতে পারে?

এফেসীয়দের কাছে পত্রে পল একথা বলেন, *আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ; তাঁর মাংস ও হাড়ের অংশ।* তিনি তো আধ্যাত্মিক বা অদৃশ্য কিছুর বেলায় একথা বলেন না, *কেননা আধ্যাত্মিক প্রাণীর হাড়ও নেই, মাংসও নেই।* তিনি বরং প্রকৃত মানুষেরই কথা বলেন, যে মানুষ মাংস, পেশি ও হাড় দিয়ে গঠিত হয়ে পুষ্টি পায় সেই পানপাত্র থেকে যা তাঁর আপন রক্ত, ও বল পায় সেই রুটি দ্বারা যা তাঁর আপন দেহ।

আর যেমন আঙুরগাছ মাটিতে রোপিত হয়ে যথাসময় ফল উৎপন্ন করে, যেমন গমের দানা মাটিতে প'ড়ে পচে ও সর্বনিয়ন্তা ঐশআত্মার প্রভাবে শত শত ফসলে বেড়ে ওঠে, এবং অবশেষে যেমন এসবকিছু ঐশপ্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষের উপকারে আসে ও ঐশবাণীকে গ্রহণ ক'রে সেই ধন্যবাদস্তুতি-সাক্রামেন্ত হয়ে ওঠে যা খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত, তেমনি সাক্রামেন্তে পরিপুষ্ট আমাদের দেহও মাটিতে শায়িত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যথাসময় পুনরুত্থান করবে, কেননা স্বয়ং ঐশবাণী পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে তাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন। তিনি এ মরণশীল দেহকে অমরত্বে আবিষ্ট করেন ও ক্ষয়শীল মাংসকে বিনামূল্যেই অক্ষয়শীলতা দান করেন, কেননা ঈশ্বরের শক্তি মানব

দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

শ্লোক যোহন ৬:৪৮-৫১

প্র আমিই জীবন-রুটি ; তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।
উ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পায় আর মরে না যায়। আল্লেলুইয়া।
প্র আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে : যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।
উ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পায় আর মরে না যায়। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ৯:২৩-৪৩

যেরুসালেমে সৌল
পিতরের সাধিত আশ্চর্য কাজ

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল; কিন্তু সৌল তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন ; তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তারা নগরদ্বারগুলিতে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে রাতে নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

যেরুসালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সকলে তাঁকে ভয় করত—তিনি যে শিষ্য, একথা কেউই বিশ্বাস করত না। তবু বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কাসে যীশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। তাই সৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুসালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন ; তিনি প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করতেন। কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে সীজারিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

তখন এমনটি ঘটল যে, পিতর অবিরত ঘুরতে ঘুরতে লিদ্দা-নিবাসী পবিত্রজনদের কাছেও গেলেন। সেখানে তিনি এনেয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন, যে আট বছর ধরে বিছানায় পড়ে ছিল : তার পক্ষাঘাত হয়েছিল। পিতর তাকে বললেন, 'এনেয়াস, যীশুখ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন : ওঠ, তোমার বিছানা ঠিক কর।' আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল। লিদ্দা ও শারোনের অধিবাসীরা সকলেই তাকে দেখতে পেল ও প্রভুর দিকে ফিরল।

যাফায় একজন শিষ্যা ছিলেন যাঁর নাম তাবিথা, অর্থাৎ হরিণী। তিনি নানা সৎকর্ম সাধনে ও অর্থদানে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। ঠিক এসময়ে তিনি পীড়িতা হয়ে পড়ে মারা গেছিলেন। লোকেরা তাঁর মৃতদেহ ধৌত করে উপরতলার একটা কক্ষে শুইয়ে রেখেছিল। লিদ্দা যাফার কাছাকাছি হওয়ায়, পিতর লিদ্দায় আছেন শুনে শিষ্যেরা তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করল, 'দেরি না করে আমাদের কাছে আসুন।' পিতর উঠে তাদের কাছে চললেন। তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে সেই উপরতলার কক্ষে নিয়ে গেল, আর বিধবারা সকলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে তাঁকে সেই সব জামাকাপড় দেখাতে লাগল যা হরিণী তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার সময়ে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। পিতর সকলকে বের করে দিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন; পরে সেই মৃতদেহের দিকে ফিরে বললেন, 'তাবিথা, ওঠ।' তিনি চোখ খুললেন, পিতরকে দেখলেন, ও উঠে বসলেন। পিতর তাঁকে পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন; পরে পবিত্রজনদের ও বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখালেন।

একথা যাফার সব জায়গায় জানা হল, এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হল। পিতর অনেক দিন যাফায় থেকে গেলেন ; তিনি সিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে ছিলেন।

শ্লোক হিব্রু ২:৩; যাত্রা ১:৭

প্র প্রভু নিজেই তো প্রথমে সেই বাণী ঘোষণা করেছিলেন, ও যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরা যখন আমাদের মাঝে তা সুনিশ্চিত বলে জানাচ্ছিলেন, তখন

উ ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করছিলেন ও পবিত্র আত্মার দানগুলি বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন। আল্লেলুইয়া।

প্র তারা বহুবৃদ্ধি লাভ করল, এবং সংখ্যায় এতই বেড়ে উঠল ও এতই প্রভাবশালী হল যে, তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হল।

উ ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করছিলেন ও পবিত্র আত্মার দানগুলি বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ২য় পুস্তক

পবিত্র রহস্যগুলি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের মিলিত করে

খ্রীষ্ট যা ভোগ করেছেন, যারা ইতিমধ্যে তা ভোগ করেছে, তিনি যা করেছেন ও সহ্য করেছেন, যারা তা করেছে ও সহ্য করেছে, খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাদেরই মাত্র অধিকার আছে। যারা পাপমুক্ত, খ্রীষ্ট মাংস ও রক্তের মধ্য দিয়ে তাদেরই সঙ্গে নিজেকে মিলিত ও সংযুক্ত করেছেন। আদি থেকে ঈশ্বর হয়েও তিনি যা একসময় ধারণ করলেন তথা মানবস্বরূপ, তাও ঐশ্বরিক করে তুললেন। অবশেষে মাংসের কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন ও আপন জীবন আবার নিয়ে নিলেন।

যে কেউ খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করে, তার পক্ষে তাঁর মাংসের সহভাগী, তাঁর ঐশস্বরূপের অংশীদার, ও তাঁর সমাধি ও পুনরুত্থানের অংশভাগী হওয়া প্রয়োজন। এজন্যই আমরা পরিত্রাণদায়ী জলে নিমজ্জিত হই, যাতে তাঁর নিজের মৃত্যুতে মরতে ও তাঁর নিজের পুনরুত্থানে পুনরুত্থান করতে পারি। আমরা তৈলাভিষিক্ত হই যাতে তাঁর নিজের রাজ-অভিষেক ও ঈশ্বরত্বের সহভাগী হতে পারি। আর যখন তাঁর আশীর্বাদপূত রুটি খাই ও তার পবিত্রতম পানপাত্র থেকে পান করি, তখন আমরা সেই মাংস ও রক্তেরই অংশী হয়ে উঠি যা তিনি ধারণ করেছিলেন। এইভাবে আমরা তাঁরই সঙ্গে মিলিত হই, যিনি আমাদের জন্য দেহধারণ করলেন, মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন।

তবু এসব কিছু কেমন করে ঘটে? আমরাও কি একই অনুক্রমটা পালন করি? মোটেই না, বরং তিনি যেখানে শেষ করলেন আমরা সেখানে শুরু করি, আর তিনি যেখানে শুরু করলেন সেখানে হবে আমাদের সমাপ্তি। তিনি নেমে এলেন আমরা যেন ঊর্ধ্বে যেতে পারি, আর যাত্রাপথ সমান হলেও, তবু তাঁকে অবরোহণ করতে হয়েছিল, আমাদের আরোহণই করতে হবে। বস্তুতপক্ষে দীক্ষাস্নান হল প্রসব অর্থাৎ জন্মস্বরূপ। তৈলাভিষেক বা হস্তার্পণ আমাদের কাজ ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত। খ্রীষ্টদেহ-সাক্রামেন্তের জীবনরুটি ও আঙুররস হল প্রকৃত খাদ্য ও প্রকৃত পানীয়। অথচ তুমি জন্ম নেবার আগে তোমাকে চলাচল করা বা খাদ্যগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। এজন্যই দীক্ষাস্নান মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই বন্ধুত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তৈলাভিষেক মানুষকে দীক্ষাস্নানে গচ্ছিত ধন-ঐশ্বর্যের যোগ্য করে তোলে, এবং অবশেষে পবিত্র ভোজ দীক্ষাস্নাত মানুষকে খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত দান করতে সক্ষম।

পুনর্মিলনের আগে বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ও বন্ধুর উপযুক্ত পুরস্কারের যোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। ফলে যে মাংস ও রক্ত কেবল পাপমুক্ত অন্তরের মানুষকে অর্পণ করা হয়, দুর্জনদের ও পাপের দাসদের পক্ষে সেই মাংস খাওয়া ও সেই রক্ত পান করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা আগে স্নাত হই, তারপর তৈলাভিষিক্ত হই, এবং এভাবে নির্মল ও সুরভিত হয়ে ভোজে অংশ নিতে আহূত হই।

শ্লোক সিরা ২৪:১৭,১৯; যোহন ১৪:৬

প্র আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর। আল্লেলুইয়া।

উ আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো, আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।

উ আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো, আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ৯:১৩-২১

ষষ্ঠ তুরি—যুদ্ধ

ষষ্ঠ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর তখন আমি, যোহন, শুনতে পেলাম, ঈশ্বরের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির চার শৃঙ্গকোণ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল; যে ষষ্ঠ স্বর্গদূতের হাতে একটা তুরি ছিল, কণ্ঠটি তাঁকে বলল: 'ইউফ্রেটিস মহানদীর ধারে যে চার অপদূত বাঁধা অবস্থায় আছে, তাদের ছেড়ে দাও।' তখন মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ক'রে যে চার অপদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ কোটি: সংখ্যাটা নিজেই শুনতে পেলাম। আমার দর্শনে আমি সেই ঘোড়াগুলোকে ও তাদের পিঠে যারা বসে আছে, তাদের এভাবেই দেখতে পেলাম: তাদের বুকে যে বর্ম, তা কতগুলো আগুনের, কতগুলো নীলকান্তমণির, আবার কতগুলো গন্ধকের; এবং ঘোড়াগুলোর মাথা সিংহের মাথার মত, ও তাদের মুখ থেকে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক নির্গত হয়। এই ত্রিবিধ আঘাতে, তথা তাদের মুখ থেকে নির্গত আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধকের স্পর্শে মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল; আসলে সেই ঘোড়াগুলোর শক্তি তাদের মুখে ও তাদের লেজে রয়েছে; কারণ তাদের লেজ সাপের মত, লেজের মাথাও আছে, আর সেটা দিয়েই তারা ক্ষতি ঘটায়। তেমন আঘাত তিনটের ফলে যারা মারা যায়নি, মানবজাতির সেই বাকি অংশ মনপরিবর্তন করল না সেই সমস্ত কিছু বিষয়ে যা ছিল তাদের নিজেদেরই হাতের কাজ, অর্থাৎ অপদূত-পূজা করায় তারা ক্ষান্ত হল না, আর সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ ও কাঠের সেই দেবমূর্তিগুলোকে পূজা করায়ও ক্ষান্ত হল না, যেগুলো দেখতে, শুনতে ও চলতেও সক্ষম নয়; তাদের যত নরহত্যা, তন্ত্রমন্ত্র-সাধন, যৌন অনাচার ও চুরি-অভ্যাসের বিষয়েও মনপরিবর্তন করল না।

শ্লোক শিষ্য ১৭:৩০,৩১; যোয়েল ১:১৩,১৪ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন।

উ তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন। আল্লেলুইয়া।

প্র এসো, পরমেশ্বরের সেবক যারা, তোমরা দেশবাসী সকলকে সমবেত কর, প্রভুর কাছে হাহাকার কর।

উ তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু এফ্রেমের উপদেশাবলি **প্রভু ৩-৪,৯**

খ্রীষ্টের ক্রুশই জগতের পরিত্রাণ

আমাদের প্রভু মৃত্যু দ্বারা পদদলিত হলেন, তারপর কিন্তু তিনি নিজেও মৃত্যুকে পথের কাদা-মাটির মত পদদলিত করলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মৃত্যুর অধীন হলেন, মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন যেন মরতে অনিচ্ছুক সেই মৃত্যুকে ধ্বংস করতে পারেন। বস্তুত আমাদের প্রভু ক্রুশ বহন করে বেরিয়ে পড়লেন কেননা মৃত্যুই তাই চেয়েছিল। কিন্তু ক্রুশের উপরে তিনি—মৃত্যু প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেও—তাঁর চিৎকারে পাতাল থেকে

মৃতদের বের করে আনলেন।

তিনি যে দেহ ধারণ করেছিলেন, মৃত্যু সেই দেহে তাঁকে হত্যা করল। তিনি কিন্তু একই অস্ত্রে মৃত্যুর উপর বিজয়ী হলেন। ঈশ্বরত্ব মানবতার ছদ্মবেশে মৃত্যুকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন মৃত্যু ঈশ্বরত্বকে নিহত করল ও মৃত্যু নিজেও নিহত হল।

মৃত্যু প্রাকৃতিক জীবন নিহত করল, কিন্তু অপ্রাকৃতিক জীবন দ্বারা নিহত হল। যেহেতু মৃত্যু দেহ ছাড়া বাণীকে কবলিত করতে পারত না, পাতালও মাংস ছাড়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারত না, সেজন্য তিনি কুমারীর কাছে এলেন যেন তাঁর গর্ভ থেকে দেহ-রথে চড়ে পাতালে যেতে পারেন। সেই ধারণ-করা দেহে তিনি পাতালে প্রবেশ করে তার যত ধন-ঐশ্বর্য উড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন।

খ্রীষ্ট সেই হবা থেকে আগত, যিনি সকল জীবদের জননী। হবা হলেন সেই আঙুরখেত যার বেষ্টনী তাঁর নিজেরই হাতে মৃত্যুর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল—ফলে তিনি মৃত্যুর ফল ভোগ করতে বাধ্য হলেন।

যিনি সকল জীবদের জননী, সেই হবা সকল জীবদের মৃত্যুর কারণ হলেন। তারপর সেই মারীয়াই প্রস্ফুটিত হলেন যিনি প্রাচীন হবার পক্ষে নব আঙুরলতা, আর তাঁর মধ্যে নবজীবন সেই খ্রীষ্টই আবাস স্থাপন করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, মৃত্যু তার সাধারণ নিশ্চয়তা ও স্পর্ধার সঙ্গে তাঁকে গ্রাস করতে তাঁর কাছে অগ্রসর হল। মৃত্যু কিন্তু বুঝতে পারল না যে, সে যে মরণশীল ফল খাচ্ছিল, তার মধ্যে জীবনই নিহিত। এ জীবনই সেই অচেতন ও অসতর্ক নরগ্রাসীর সমাপ্তি ঘটাল। মৃত্যু নির্ভয়েই সেই ফল গিলে ফেলল আর ফল জীবনকে ও জীবনের সঙ্গে সকল মানুষকেও মুক্ত করল।

আহা, কতই না পরাক্রমী সেই ছুতোরের ছেলে! সর্বগ্রাসী পাতালের উপর আপন ক্রুশ স্থাপন করে তিনি মানবজাতিকে জীবনের আবাসে স্থানান্তরিত করলেন। তাছাড়া, যেমন কাষ্ঠের কারণে মানবজাতি সেই অধোলোকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তেমনি একটা কাষ্ঠের উপরেই খ্রীষ্ট জীবনের আবাসে প্রবেশ করলেন। এজন্য যে কাষ্ঠে টক কলম দেওয়া হয়েছিল, সেই কাষ্ঠে এবার মিষ্ট কলম দেওয়া হল, আমরা যেন তাঁকেই চিনতে পারি যাঁর শক্তির সামনে কোন জীব দাঁড়াতে পারে না। তোমার গৌরব হোক! তুমি তো ক্রুশ দ্বারা মৃত্যুর উপরে একটা সেতু করে দিয়েছ। এ সেতুর উপর দিয়ে মানবাত্মা মৃত্যুলোক থেকে জীবনলোকে পার হতে পারে। তোমার গৌরব হোক! তুমি তো মরমানুষের দেহ পরিধান করে তা সকল মানুষের জীবন-উৎসে রূপান্তরিত করেছ। এখন তুমি সত্যিই জীবিত। যারা তোমাকে হত্যা করেছিল, তারা তোমার জীবনকে নিয়ে কৃষকদের মত ব্যবহার করল: তোমার জীবনকে গমের মতই মাটির গভীরে বুনল। কিন্তু সেখান থেকে সেই জীবন পুনঃপ্রস্ফুটিত হল ও নিজের সঙ্গে সকলকেই পুনরুত্থিত করল।

এসো, আমাদের ভক্তি মহা ও সার্বজনীন বলিরূপে উৎসর্গ করি, গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্তুতিবন্দনা গেয়ে উঠি, ও তাঁরই কাছে প্রার্থনা করি যিনি আপন ধন-ঐশ্বর্যে আমাদের সকলকে ধনবান করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আপন ক্রুশ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:৫৫-৫৬,৫৭; ২ করি ৪:১৩,১৪ দ্রঃ

প্র ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন। আল্লেলুইয়া।

প্র সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা জানি যে, প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১০:১-৩৩

কর্নেলিউসের দর্শন-লাভ
পিতরের দর্শন-লাভ

সীজারিয়াতে কর্নেলিউস নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি 'ইতালীয়' সৈন্যদলের একজন শতপতি। তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে ছিলেন ভক্তপ্রাণ ও ঈশ্বরভীরু। তিনি ইহুদী জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন। একদিন বেলা তিনটের দিকে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের দূত তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলছেন, 'কর্নেলিউস।' তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, এ কী?' দূত তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে। তুমি এখন যাফায় কয়েকজন লোক পাঠিয়ে সিমোন নামে একজনকে—যে পিতর বলেও পরিচিত—এখানে ডাকিয়ে আন; সে সিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে বাস করছে, তার ঘর সমুদ্রের ধারে।' কর্নেলিউসের সঙ্গে যে দূত কথা বললেন, তিনি চলে গেলে কর্নেলিউস নিজের দু'জন দাসকে ও তাঁর খাস সৈন্যদের এমন একজনকে ডেকে পাঠালেন যে ধর্মপ্রাণ, আর তাদের কাছে এই সমস্ত কথা বলে যাফায় পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন শহরের কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন পিতর আনুমানিক বারোটায় সেই সময়ের প্রার্থনা সেরে নেবার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। তাঁর ক্ষুধা পেলে তিনি কিছুটা খেতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু লোকেরা খাবারের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর ভাবসমাধি হল। তিনি দেখতে পেলেন, আকাশ উন্মুক্ত, এবং বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; আর তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী ও সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি। তারপর তাঁর কাছে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও।' কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, এমনটি না হোক! আমি কখনও অপবিত্র বা অশুচি কিছু খাই না।' তখন, দ্বিতীয়বারের মত, তাঁর কাছে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না।' এভাবে তিনবার হল, পরে হঠাৎ সেই জিনিসটা আবার আকাশে তুলে নেওয়া হল। পিতর এই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কী অর্থ হতে পারে, এবিষয়ে মনে মনে ভাবছিলেন, সেসময়ে কর্নেলিউসের পাঠানো লোকেরা সিমোনের বাড়ি খোঁজ করার পর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল; তারা ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল, সিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি কি সেখানে ছিলেন কিনা। পিতর তখনও দর্শনের কথা ভাবছেন, সেসময়ে আত্মা বললেন, 'দেখ, কয়েকজন লোক তোমাকে খুঁজছে। ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।' পিতর নেমে গিয়ে সেই লোকদের বললেন, 'দেখ, তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে; কিসের জন্য এসেছ?' তারা বলল, 'শতপতি কর্নেলিউস, যিনি একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি, ও সমস্ত ইহুদী জাতি যাঁর সুখ্যাতি করে, তিনি পবিত্র দূতের মধ্য দিয়ে এমন আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে নিজের বাড়িতে আনবার ব্যবস্থা ক'রে আপনার নিজেরই মুখ থেকে কথা শোনেন।' তাই পিতর তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন।

পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, যাফার ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তার সঙ্গে গেল। পরদিন তাঁরা সীজারিয়ায় এসে পৌঁছলেন; কর্নেলিউস তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করে তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। পিতর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে কর্নেলিউস এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন। কিন্তু পিতর তাঁকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললেন, 'উঠুন; আমি নিজেও মানুষ।' তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন, অনেক লোক সমবেত আছে। তখন তিনি তাদের বললেন, 'আপনারা তো জানেন, অন্য জাতির কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা তার কাছে যাওয়া ইহুদীর পক্ষে বিধেয় নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি বলা উচিত নয়। এজন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হলে আমি কোন আপত্তি না করে এসেছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' কর্নেলিউস উত্তরে বললেন, 'আজ চার দিন হল,

আমি এই সময়ের দিকে ঘরের মধ্যে বিকেল তিনটের প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিলাম, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক পরা এক পুরুষ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন; তিনি বললেন, কর্নেলিউস, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, এবং তোমার অর্থদান সবই ঈশ্বরের চরণে স্মরণ করা হয়েছে। সুতরাং যাফায় লোক পাঠিয়ে সিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; সে সমুদ্রের ধারে সিমোন চামারের বাড়িতে থাকছে। এজন্য আমি দেরি না করে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। তাই এখন আমরা সকলে আপনার সামনে সমবেত আছি। প্রভু আপনাকে যা কিছু আদেশ করেছেন, আমরা তা শুনব।'

শ্লোক এফে ৩:৫-৬; কল ১:২৬-২৭

প্র সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে: যথা,
উ সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে। আল্লেলুইয়া।
প্র ঈশ্বর জানাতে চাইলেন বিজাতীয়দের মধ্যে সেই রহস্যের গৌরবের ঐশ্বর্য কী—রহস্যটি স্বয়ং খ্রীষ্ট।
উ সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রীষ্টযীশুতে আহূত হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' ১:৭-৮

খ্রীষ্টের ইচ্ছাই আমাদের জীবন-নিয়ম

আমরা যখন শিখি যে মুক্তি হলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি আমাদের মুক্ত করতে নিজেকেই মুক্তিমূল্য হিসাবে দান করলেন, তখন বুঝি যে তিনি প্রতিটি আত্মার মূল্য হয়ে মৃত্যু থেকে জীবনের উদ্দেশে নিজের জন্য আমাদের কিনে আমাদের অমরত্ব দান করলেন ও নিজের সম্পদ করে তুললেন। সুতরাং আমরা যখন মুক্তিসাধকেরই সম্পদ, তখন এসো, প্রভুর অনুসরণ করি, যাতে করে আমাদের নিজেদের জন্য আর নয়, বরং যিনি আপন প্রাণের মূল্যে আমাদের কিনেছেন তাঁরই জন্য জীবনযাপন করতে পারি। বস্তুত আমরা আর নিজেদের প্রভু নই: প্রভুই আমাদের কিনেছেন, আর আমরা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছি। অতএব এসো, তাঁরই ইচ্ছা আমাদের জীবন-নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করি।

যখন মৃত্যু তার নির্মম কর্তৃত্বে আমাদের অত্যাচার করত, তখন আমাদের মধ্যে পাপের বিধানই সবকিছু শাসন করত: এখন কিন্তু আমরা জীবনের উদ্দেশেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ ন্যায্য যে, যিনি পরাক্রমী তাঁরই ইচ্ছা আমাদের শাসন করবে, যাতে আমরা পাপের কারণে জীবনদায়ী ইচ্ছা থেকে দূরে সরে গিয়ে আবার মৃত্যুর অমঙ্গলকর কর্তৃত্বের অধীনে না পড়ি।

একথা আবার প্রভুর দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করে, যাঁর বিষয়ে পল বলেন, তিনি আমাদের পাস্কা ও যাজক: আমাদের জন্য সেই বলীকৃত খ্রীষ্ট সত্যিই আমাদের পাস্কা, আবার তিনিই সেই যাজক যিনি ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। *আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।* এটি হোক আমাদের আদর্শ, আমরাও যেন আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্টকে অর্ঘ্য ও বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে দেখে আমাদের নিজেদের দেহ উৎসর্গ করি *এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো আমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা।* বলিরূপে নিজেদের উৎসর্গ করার নিয়ম এ: *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।* ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা এমন দেহে প্রকাশিত হতে পারে না, যে দেহ আত্মার বিধানের কাছে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেনি, *কেননা মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়।* সুতরাং মর্ত-অঙ্গগুলিকে দমন ক'রে ও সেগুলির কামনা-বাসনার বশীভূত হতে অস্বীকার ক'রে বিশ্বাসী মানুষ যদি আগে আপন মাংস জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ না করে, তাহলে সে আপন জীবনাচরণে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ও নিখুঁত ইচ্ছা পালন করতে পারে না।

একই প্রকারে, খ্রীষ্ট যে আমাদের জন্য আপন রক্তে পাপার্থে বলি হয়েছেন, এতে আমরা উপলব্ধি করি, আমাদেরও আমাদের নিজেদের জন্য পাপার্থে বলি হতে হবে ও অঙ্গগুলি দমন করে নিজেদের আত্মাকে অমর করে তুলতে হবে।

যখন খ্রীষ্ট বিষয়ে বলা হয়, *তিনি ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন*, তখন এ বচনের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তরে অনুভব করি তাঁর ঐশমহিমা কতই না পূজনীয়। প্রকৃতপক্ষে পল পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে ও স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অতলান্ত ঐশ্বর্য তলিয়ে দেখেছিলেন; যা কিছু তাঁর কাছে দিব্যদর্শনের বস্তু হয়েও তবু অনুসন্ধান ও নিরীক্ষণের অতীত, তেমন কিছুর জ্যোতি মুখে ব্যক্ত করতে নিজেই অক্ষম মনে ক'রে তিনি যারা তাঁর রহস্য-জ্ঞানের অভিজ্ঞতা মেনে নিত, তাদের কাছে সেই সব কিছু বোঝাবার জন্য বিবিধ উদাহরণ যোগে সেগুলোর ইঙ্গিতমাত্রই দিতেন; তিনি ততখানি বলতেন, যতখানি তাঁর ভাষা চিন্তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারত।

শ্লোক হিব্রু ১৩:২১; ২ মাকা ১:৪

প্র তিনি মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন;
উ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা। আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি তাঁর বিধান ও তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য তোমাদের মন উদার করুন,
উ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা। আল্লেলুইয়া।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১০:১-১১

'তোমাকে আবার নবীয় বাণী ঘোষণা করতে হবে'

আমি, যোহন, আর এক শক্তিশালী স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন, তাঁর বসন মেঘ, তাঁর মাথার উপরে রঙধনু, তাঁর মুখ সূর্যের মত, তাঁর পা অগ্নিস্তম্ভের মত; তাঁর হাতে রয়েছে খোলা একটা ক্ষুদ্র পাকানো পুঁথি। ডান পা সমুদ্রের উপরে, ও বাঁ পা স্থলভূমির উপরে রেখে তিনি এমন উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করলেন, যা সিংহের গর্জনের মত। তিনি চিৎকার করলে সেই সাতটা বজ্রনাদ নিজ নিজ কণ্ঠ শোনাল। আর সেই সাতটা বজ্রনাদ কণ্ঠ শোনালে পর আমি যখন লিখতে যাচ্ছি, তখন শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, 'সাতটা বজ্রনাদ যা কিছু বলল, তার উপর তুমি সীলমোহর মার, তা লিখে নিয়ো না।' আর তখন সেই যে স্বর্গদূত, যাঁকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, তিনি ডান হাত স্বর্গের দিকে বাড়ালেন, আর যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, যিনি আকাশ ও আকাশের মধ্যে যত কিছু এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু এবং সমুদ্র ও সমুদ্রের মধ্যে যত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে সেই স্বর্গদূত বললেন, 'আর দেরি হবে না! যে দিনগুলিতে সপ্তম স্বর্গদূত নিজ কণ্ঠ শোনাবেন ও তুরি বাজাবেন, সেই দিনগুলিতে ঈশ্বরের রহস্য সিদ্ধি লাভ করবে, যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন।'

পরে, স্বর্গ থেকে আমি যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, তা আবার আমাকে উদ্দেশ করে বলল: 'যাও, সমুদ্র ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই খোলা পাকানো পুঁথি নাও।' সেই স্বর্গদূতকে গিয়ে আমি বললাম, 'ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে আমাকে দিন।' তিনি আমাকে বললেন, 'এ গ্রহণ করে নিয়ে খাও; এ তোমার অন্ত্ররাজি তিত করে তুলবে, কিন্তু মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগবে।' তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে গ্রহণ করে নিয়ে আমি তা খেলাম: মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগল, কিন্তু তা গিলে ফেলার পর আমার অন্ত্ররাজিতে তার তিক্ততার স্বাদ পেলাম। তখন আমাকে বলা হল: 'বহু জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ সম্বন্ধে ও বহু রাজা সম্বন্ধে তোমাকে আবার নবীয় বাণী ঘোষণা করতে হবে।'

শ্লোক প্রত্যা ১০:৭; মথি ২৪:৩০ দ্রঃ

প্র যেদিন সেই তুরিধ্বনি শোনা যাবে, সেদিন ঈশ্বরের রহস্য সিদ্ধি লাভ করবে,
উ যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন। আল্লেলুইয়া।
প্র তখন মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে; তখন সকলে দেখতে পাবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘবাহনে সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন,
উ যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ২

সকলের জীবনের জন্য খ্রীষ্ট আপন দেহ দান করলেন

প্রভু একথা বলেন, আমি সকলের জন্য মরতে যাচ্ছি যাতে আমার মধ্য দিয়ে সকলকেই উজ্জীবিত করতে পারি ও আমার মাংস-মূল্যে যেন সকলের মাংসের মুক্তি সাধন করতে পারি। কেননা মৃত্যু আমার মৃত্যুতেই মরবে, এবং সেই পতিত মানবস্বরূপ আমার সঙ্গে পুনরুত্থান করবে। এজন্যই আমি তোমাদের সদৃশ হলাম, অর্থাৎ আব্রাহামের বংশের মানুষ হলাম, যাতে সবদিক দিয়েই ভাইদের সদৃশ হতে পারি।

তেমন ঐশসঙ্কল্প সঠিকভাবে উপলব্ধি করে স্বয়ং পল বলেন, *সন্তানেরা যখন একই রক্তমাংসের অংশী, তখন তিনি নিজেও সেইমত তার অংশী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল তাকে তথা শয়তানকে তিনি আপন মৃত্যু দিয়েই শক্তিহীন করতে পারেন।*

কেননা মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল, তাকে ও তার সঙ্গে সেই মৃত্যুকেও ধ্বংস করার জন্য কোন উপায় ছিল না, কেবল খ্রীষ্টের আত্মবলিদানই তো তেমন উপায়! মৃত্যু সকলের উপর রাজত্ব করছিল বিধায় সকলের মুক্তির জন্য একজনমাত্রই নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে উৎসর্গ করে খ্রীষ্ট সামসঙ্গীতে বলেন, তুমি *বলিদান ও অর্ঘ্য চাওনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ প্রস্তুত করেছ; তুমি আহুতি ও পাপার্থে বলিতে প্রীত হওনি; তখন আমি বললাম, দেখ আমি আসছি।*

তাছাড়া তিনি সকলের হয়ে ও সকলের কারণে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাতে সকলের হয়ে একজন মরলে আমরা সকলেই তাঁর মধ্যে জীবন পেতে পারি। বস্তুতপক্ষে এমনটি ঘটতে পারত না যে, জীবন নিজেরই জন্য মৃত্যুর বশীভূত হবে বা ক্ষয়প্রাপ্তির অধীন হবে। আরও, খ্রীষ্ট যে জগতের জীবনের জন্য আপন মাংস উৎসর্গ করলেন, একথা আমরা তাঁর নিজের বাণীর ভিত্তিতেই জানি, *হে পবিত্রতম পিতা, তাদের রক্ষা কর।* তিনি আরও বললেন, *আমি তাদের জন্য নিজেকে পবিত্রিত করি।* তিনি 'পবিত্রিত' বলেন, অর্থাৎ কিনা, আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত ক'রে নিষ্কলঙ্ক সুগন্ধি বলিরূপেই নিজেকে উৎসর্গ করি। সেকালে তাই পবিত্রিত হত ও পবিত্র বলা হত যা বিধান অনুসারে বেদির উপরে উৎসর্গ করা হত। সুতরাং খ্রীষ্ট সকলের জীবনের জন্য আপন দেহ দান করলেন, আর এইভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে নতুন জীবন জোড়-কলম করে সংযুক্ত করলেন। তিনি কীভাবে তা করলেন, আমি তা বলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

মাংসে বাস করার পর ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাণী মাংসকে তার স্বীয় মঙ্গলাবস্থায় তথা জীবনেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। মাংসের সঙ্গে অবর্ণনীয় ঐক্য স্থাপন করলেন, তাতে মাংসকে আপন জীবনেরই সহভাগী করে তুললেন। এজন্য যারা খ্রীষ্টের দেহের সহভাগী, সেই দেহ তাদের সঞ্জীবিত করে তোলে: মরণশীলদের মধ্য থেকে মৃত্যু ও ক্ষয়শীলদের মধ্য থেকে ক্ষয়শীলতা বের করে দেয়, কেননা সেই দেহ এমন প্রভাবের অধিকারী যা অবিরতই নবজন্মদান করে।

শ্লোক যোহন ১০:১৪,১৫,১০

প্র আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি,
উ তাদের জন্য আমার জীবন বিসর্জন দিই। আল্লেলুইয়া।

℣ আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।
℟ তাদের জন্য আমার জীবন বিসর্জন দিই। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১০:৩৪–১১:৪,১৮

বিজাতীয়দের উপরে আত্মার আগমন

তখন পিতর কথা বলতে লাগলেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ন্যায় পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।

যোহন-প্রচারিত দীক্ষাস্নানের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন: অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দিয়াবলের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আর তিনি ইহুদীদের সারা দেশে ও যেরুসালেমে যা করেছেন, আমরা নিজেরাই সেই সবকিছুর সাক্ষী; আবার, তারা তাঁকে এক গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে, কিন্তু তৃতীয় দিনে ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আর তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপমোচন লাভ করবে।'

পিতর তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে যত লোক বাণী শুনছিল, সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পিতরের সঙ্গে পরিচ্ছেদিত যে সকল বিশ্বাসী লোক এসেছিল, তারা এতে স্তম্ভিত ছিল যে, বিজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মার দান বর্ষণ করা হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা শুনতে পাচ্ছিল, তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলছেন ও ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করছেন। তখন পিতর বললেন, 'এঁরা যাঁরা আমাদেরই মত পবিত্র আত্মাকে পেয়েছেন, কেউ কি তাঁদের দীক্ষাস্নানের জল দিতে অস্বীকার করতে পারে?' আর তিনি যীশুখ্রীষ্ট-নামে তাঁদের দীক্ষাস্নাত করতে আদেশ দিলেন। সবকিছু শেষে তাঁরা কয়েক দিন সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেছে; আর যখন পিতর যেরুসালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, 'আপনি অপরিচ্ছেদিত লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।' তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন।

এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।'

শ্লোক শিষ্য ১০:৪০-৪১; ২:৩২

℣ ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে,
℟ যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আল্লেলুইয়া।
℣ এই যীশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী,
℟ যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১৫:৭**

খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা

খ্রীষ্টের দ্বারা ভালবাসার বন্ধনে মিলিত হয়ে আমরা অনেক হয়েও একদেহ ও পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। *তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন।* এজন্যই আমাদের একমন হওয়া উচিত; আর একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই যেন তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটি অঙ্গ প্রশংসা পেলে সকল অঙ্গই যেন তার সঙ্গে আনন্দ করে।

প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা একে অপরকে গ্রহণ কর যেইভাবে খ্রীষ্ট তোমাদের গ্রহণ করেছেন, ঈশ্বরের গৌরবার্থে।* আমরা যখন একমন হয়ে উঠি, একে অপরের বোঝা বহন করি, *শান্তির বন্ধনে পবিত্র আত্মার একতা* রক্ষা করি, তখনই আমরা একে অপরকে গ্রহণ করি। ঠিক এভাবেই ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের গ্রহণ করেছেন, কেননা যোহনের এ সাক্ষ্যবাণী অধিক সত্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ পিতা *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, আমাদের জন্য তাঁর আপন পুত্রকে দান করেছেন।* তাঁকে আমাদের সকলেরই জীবনের মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে: এতে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি, মৃত্যু ও পাপ থেকেও মুক্তি পেয়েছি।

ঈশ্বরের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করে পল বলেন, ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা দেখাবার জন্যই খ্রীষ্ট হলেন পরিচ্ছেদিতদের দাস। ঈশ্বর ইহুদী কুলপতিদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একদিন তাঁদের বংশধরদের আশীর্বাদ করে আকাশের তারকারাজির মতই বহুসংখ্যক করে তুলবেন; এজন্য ঈশ্বর বলে যিনি নিখিল সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করেন, সেই বাণী-ঈশ্বর মাংসে আবির্ভূত হয়ে মানুষ হলেন। তিনি মাংসগত ভাবে এজগতে এলেন সেবা আদায় করার জন্য নয়, বরং সেবা করারই জন্য ও বহু মানুষের খাতিরে আপন প্রাণকে মুক্তিমূল্য রূপে দেবার জন্য।

তিনি নিজে বললেন, তিনি এসেছিলেন যাতে ইস্রায়েলকে দেওয়া যত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন। *আমি শুধু ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির জন্যই প্রেরিত হয়েছি।* ফলে পলের কথা তখন ঠিকই ছিল যখন তিনি বলেছিলেন, খ্রীষ্ট হলেন পরিচ্ছেদিতদের দাস, যাতে পূর্বপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন; তাছাড়া তিনি বলেছিলেন, স্বয়ং পিতা ঈশ্বর তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা পরিত্রাণ পেতে পারে, যাতে করে তারাও তাদের রক্ষাকর্তা ও ত্রাণকর্তাকে সবকিছুর স্রষ্টা ও নির্মাতা বলে গৌরবান্বিত করতে পারে। এইভাবে ঈশ্বরের করুণা সকলের উপর প্রসারিত হওয়ার ফলে বিজাতীয়রাও সেই করুণার পাত্র হয়েছে ও খ্রীষ্টে নিহিত ঐশপ্রজ্ঞার রহস্যও আপন মঙ্গলকর সঙ্কল্প সাধনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কেননা যারা দূরে সরে গেছিল, তাদের স্থানে সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের করুণাগুণে পরিত্রাণ পেল।

শ্লোক রো ১০:১২; আদি ১৭:৫

প্র ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু
উ তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। আল্লেলুইয়া।
প্র তোমার নাম হবে আব্রাহাম, কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করলাম।
উ তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। আল্লেলুইয়া।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১১:১-১৯

দুই সাক্ষী
ঈশ্বরের বিচার

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] লম্বা লাঠির মত দেখতে একটা নল আমার হাতে দেওয়া হল, আর আমাকে বলা হল: 'ওঠ, ঈশ্বরের পবিত্রধাম ও যজ্ঞবেদি ও যারা তার মধ্যে উপাসনা করে, সেই সমস্ত মেপে নাও। কিন্তু পবিত্রধামের বাইরের প্রাঙ্গণ বাদ দাও, তার মাপও নিয়ো না, কারণ তা বিধর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে: তারা বিয়াল্লিশ মাস ধরে পবিত্র নগরীকে পায়ে মাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু আমি এমনটি করব, যেন আমার দুই সাক্ষী চটের কাপড় প'রে এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে নিজেদের নবীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।' এঁরা হলেন সেই দুই জলপাইগাছ ও দুই দীপাধার যা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যদি তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চায়, তাঁদের মুখ থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে। যে কেউ তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চাইবে, তাকে এভাবেই মরতে হবে। তাঁদের হাতে রয়েছে আকাশ রুদ্ধ করার ক্ষমতা, যেন তাঁদের নবীয় সেবাকর্মের দিনগুলিতে বৃষ্টি না পড়ে; আবার তাঁদের হাতে রয়েছে জল রক্তে পরিণত করার, এবং যতবার ইচ্ছা, পৃথিবীকে ততবার সবরকম আঘাতে আঘাত করার ক্ষমতা। তাঁরা নিজেদের সাক্ষ্যদান সমাপ্ত করার পর, অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই পশুটা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাঁদের পরাস্ত করে হত্যাও করবে। তাঁদের মৃতদেহ এখন সেই মহানগরীর সদর রাস্তায় পড়ে আছে, যে নগরীর সঙ্কেত-নাম হল সদোম বা মিশর—তাঁদের প্রভুকে সেইখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। যত জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষ সাড়ে তিন দিন ধরে তাঁদের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তাঁদের মৃতদেহের সমাধি দিতে দেয় না। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁদের দশায় আনন্দিত, ফুর্তি করে, একে অপরের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করে, কারণ এই দুই নবী পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ছিলেন জ্বালাযন্ত্রণা স্বরূপ।

কিন্তু সেই সাড়ে তিন দিন পর ঈশ্বর থেকে নির্গত এক প্রাণবায়ু তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন তাঁরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; আর যারা তাঁদের দেখতে পেল, তাদের উপরে ভীষণ আতঙ্ক নেমে এল। তখন তাঁরা শুনতে পেলেন, স্বর্গ থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠ তাঁদের বলছে, 'এখানে উঠে এসো'; আর তাঁদের শত্রুরা তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা মেঘবাহনে স্বর্গে উঠে গেলেন।

একই ক্ষণে এমন মহাভূমিকম্প হল, যা নগরীর দশ ভাগের এক ভাগের পতন ঘটাল: সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ মারা পড়ল, আর বাকি সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে স্বর্গেশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

দ্বিতীয় 'সর্বনাশ' গেল; দেখ, তৃতীয় 'সর্বনাশ' শীঘ্রই আসছে।

সপ্তম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ স্বর্গে উদাত্ত নানা কণ্ঠ চিৎকার করে বলল:

'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টেরই রাজ্য হল:
তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!'

তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ, যাঁরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন, তাঁরা উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন:

'প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,
কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে
রাজ্যভার গ্রহণ করলে।
বিজাতি সকল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল,

কিন্তু তোমারই ক্রোধ এসে গেছে,
এসে গেছে মৃতদের বিচারিত হওয়ার সময়,
তোমার দাস সেই নবী ও পবিত্রজন যারা,
ছোট-বড় যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময়,
এবং পৃথিবীকে যারা বিনাশ করছে,
তাদের বিনাশ করার সময় এসে গেছে।'

তখন ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্রধাম উন্মুক্ত হল, আর তাঁর মন্দিরের মধ্যে তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষা দেখা গেল; এবং বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি দেখা দিতে লাগল।

শ্লোক প্রত্যা ১১:১৫; দা ৭:২৭ দ্রঃ

℣ জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টেরই রাজ্য হল:
℟ তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।
℣ তাঁর রাজ্য হবে সনাতন রাজ্য, বিশ্বের যত কর্তৃত্ব তাঁকে সেবা করবে ও তাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে।
℟ তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি **পত্র ১৩৭:১৬**

স্বর্গীয় নগরীর শাশ্বত আনন্দের প্রতীক্ষায় আছি

প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খ্রীষ্ট এলেন: নবীরা যা কিছু পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তা তাঁর জন্ম, জীবন, কথা ও কাজকর্মে, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন ও সেই ভক্তদের অন্তর পূর্ণ করেন যাঁরা প্রতিশ্রুত সান্ত্বনাদানকারীর ব্যাকুল ও গভীর প্রত্যাশায় একস্থানে সমবেত ছিলেন।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ামাত্রই তাঁরা সকল দেশের ভাষায় কথা বলতে লাগেন, সাহসের সঙ্গে ভুলধারণা খণ্ড করেন, শুভসংবাদের পরিত্রাণদায়ী বাণী প্রচার করেন, প্রাক্তন জীবনের পাপের জন্য তপস্যা করতে আহ্বান করেন, ঐশঅনুগ্রহের মঙ্গলময়তা প্রতিজ্ঞা করেন। ঐশপ্রেম ও সত্যধর্ম প্রচার উপযুক্ত চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক কাজে প্রমাণিত হয়। অবিশ্বাসীদের তীব্র ক্রোধ তাঁদের উপর প্রচণ্ড ভাবে জ্বলে ওঠে, তাঁরা কিন্তু যা ঘটবে ব'লে বলে দেওয়া হয়েছিল তা সহ্য করেন, যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল তা প্রত্যাশা করেন, যা তাঁদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল তা প্রচার করেন। স্বল্প সংখ্যায় তাঁরা সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হন, অধিক সহজেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ধর্মান্তরিত করেন, শত্রুদের মাঝে তাঁদের শক্তি বাড়ে, নির্যাতনের ফলে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, ও নিপীড়নের কষ্টের কারণে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। একদিন যাঁরা ছিলেন নিরক্ষর ও অল্পসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর মানুষ, তাঁদের উদ্বুদ্ধ, সম্মানিত, বহুসংখ্যক করা হয়, ফলে তাঁরা এখন উজ্জ্বল মেধা ও শিক্ষাপূর্ণ বাক্‌শক্তির পরিচয় দেন, এমনকি তাঁরা অন্য সুবক্তা, আচার্য ও মেধাবী মানুষের অসাধারণ গুণাবলি খ্রীষ্টের বশীভূত ক'রে তাদের পরিত্রাণ-প্রচারকে রূপান্তরিত করেন।

আপদে-বিপদে তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে ধৈর্য ও সুবুদ্ধি অনুশীলন করেন। যখন জগৎ নিঃশেষের দিকে যায় ও আপন নীচতার মধ্য দিয়ে সমাপ্তির চরম লগ্ন পূর্বনির্দেশ করে, তখন তাঁরা স্বর্গীয় নগরীর শাশ্বত আনন্দের প্রত্যাশায় আস্থার মহত্তর কারণ খুঁজে পান, কেননা এসব ঘটনার কথা আগে থেকেই বলে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিরুদ্ধে ধর্মহীন ও বিশ্বাসহীন জাতি কোলাহল করছে। মণ্ডলী কষ্টভোগ ক'রে ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হিংস্রতার মাঝে অবিচল বিশ্বাস স্বীকার ক'রে তাদের সকলের উপর বিজয়ী হয়।

দীর্ঘকাল ধরে বহু ঐশপ্রকাশ ও প্রতিশ্রুতির প্রতীকমূলক আবরণে যা আবৃত ছিল, নতুন বলিদানের সত্য এবার প্রকাশিত: তার দৃষ্টান্ত সেই যে প্রাচীন বলিদান খসে পড়ে ধ্বংসিত মন্দিরের প্রাচীরের সঙ্গে। ইহুদী জাতিও অবিশ্বাসের কারণে পরিত্যক্ত ও আপন দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত হয়; তারা কিন্তু নিজেদের সঙ্গে

সর্বত্রই পবিত্র শাস্ত্র বয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্য মণ্ডলীর সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারাই প্রচারিত হবে যাদের অবিশ্বাসের কথাও পূর্বঘোষিত: তাতে কেউই বলতে পারবে না, আমরা নিজেরাই উপযুক্ত সময়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বানিয়েছি।

ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অনুসারে ক্রমে ক্রমে যত মন্দির, অপদূতদের মূর্তি ও কুসংস্কার ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। পুণ্য ধর্মবিশ্বাস যাচাই করতে তাঁর আপন নামের ছদ্মবেশে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বহু বহু ভ্রান্তমত দেখা দিচ্ছে—যেইভাবে তিনি নিজেই বলে দিয়েছিলেন।

এসব কিছু যেইভাবে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সেইভাবেই পূর্ণতা লাভ করছে; বাকিগুলোর বেলায় আমরা তাদের সিদ্ধির অপেক্ষায় রয়েছি। অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষী ও ইহজীবনের সঙ্কীর্ণতায় নিরাশ হয়েও কোন্ মানববুদ্ধি এ দিব্য অধিকারের অগম্য আলোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে সাহস করবে?

শ্লোক প্রত্যা ২১:১,২,১২,১৪

প্র আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম; আবার দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুসালেম:
উ তার দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন। আল্লেলুইয়া।
প্র নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।
উ তার দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১১:১৯-৩০

আন্তিওখিয়ায় মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

এদিকে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। তবু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও সাইরিনির কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে গিয়ে প্রভু যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। তেমন কথা যেরুসালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে যুক্ত হল। পরে তিনি সৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রীষ্টান' নামে অভিহিত করা হল।

সেসময় কয়েকজন নবী যেরুসালেম থেকে আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে আগাবস নামে একজন ছিলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আত্মার আবেশে বলে দিলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে—পরে তা ক্লাউদিউসের আমলেই দেখা দিল। শিষ্যেরা স্থির করল, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে যুদেয়াবাসী ভাইদের কাছে সাহায্য পাঠিয়ে দেবে; আর সেইমত কাজ করল: বার্নাবাস ও সৌলের হাত দিয়ে তারা প্রবীণবর্গের কাছে তা পাঠিয়ে দিল।

শ্লোক শিষ্য ১১:২০-২১; ৪:৩৩ দ্রঃ

প্র তাঁরা প্রভু যীশুর শুভসংবাদ প্রচার করলেন, ও প্রভুর হাত তাঁদের সঙ্গে ছিল;
উ তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন;
℟ তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' **১:৮-৯**

খ্রীষ্টবিশ্বাসী অন্য খ্রীষ্ট

সাধু পল সকলের চেয়ে গভীরতম ভাবে জানতে পেরেছেন খ্রীষ্ট কে, এবং যা কিছু তিনি নিজে সহ্য করলেন তার ভিত্তিতে তিনি বর্ণনা করলেন, যে কেউ খ্রীষ্টনাম থেকে নাম গ্রহণ করে তার কী ধরনের মানুষ হওয়া উচিত: তিনি এমন বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তাঁর অনুকরণ করলেন যে নিজের মধ্যে স্বয়ং খ্রীষ্টকে দেখাতে পারলেন। এমনকি, তাঁর সেই সূক্ষ্ম অনুকরণ গুণে তিনি আপন আত্মাকে সেই দিব্য আদর্শে এমনভাবে রূপান্তরিত করলেন যে মনে হচ্ছিল যেন পল নয়, স্বয়ং খ্রীষ্টই কথা বলেন—নিজের মধ্যে ভাল কী আছে তা ভাল করে জানতেন বিধায় তিনি নিজে বললেন, *যেহেতু তোমরা এমন প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রীষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন কিনা, জেনে রেখ, এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

তাছাড়া তিনি আবিষ্কার করলেন খ্রীষ্ট নামে কী শক্তি না সঞ্চিত: তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন; তিনি আবার বলেন, খ্রীষ্ট এমন শান্তি ও আলো যেখানে ঈশ্বর বাস করেন; খ্রীষ্ট আমাদের পাপার্থে বলি ও মুক্তিমূল্য, মহাযাজক, আত্মার পাস্কা ও প্রায়শ্চিত্তাসন, ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা, তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন, বিশ্বস্রষ্টা, আত্মিক খাদ্য ও পানীয়, শৈল ও জল, বিশ্বাসের ভিত্তি, সংযোগপ্রস্তর ও অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, শক্তিশালী ঈশ্বর, আপন দেহমণ্ডলীর মাথা ও নবসৃষ্টির প্রথমজাত, শান্তিতে নিদ্রাগতদের মধ্য থেকে প্রথমফসল ও মৃতদের প্রথমজাত, বহুভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ, গৌরব ও সম্মানে পরিবৃত একমাত্র পুত্র, গৌরবের প্রভু, সৃষ্টির আদি ও ধর্মরাজ, ফলে শান্তিরাজ, বিশ্বরাজ, এমন রাজ্যের অধিকারী যা সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ নামগুলি ছাড়া তিনি খ্রীষ্টের বেলায় এধরনের আর অন্য কতগুলি নাম ব্যবহার করলেন যার ফলে সেগুলির সংখ্যাও দেওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু, নামগুলির বিবিধ অর্থ যুক্ত করলে বা সেগুলির মধ্যে তুলনা করলে তবে খ্রীষ্টনামের আশ্চর্যময় প্রতাপ প্রকাশিত হয়; তাছাড়া আমাদের আত্মা ও মনের পক্ষে যতখানি সম্ভব, কথা যা বর্ণনা করতে অক্ষম খ্রীষ্টের সেই মাহাত্ম্যও ততখানি ব্যক্ত হয়।

সুতরাং, যখন প্রভুর কৃপা আমাদের কাছে সবচেয়ে মহান ও দিব্য নাম প্রকাশ করেছে, এমনকি খ্রীষ্টান বলে নিজেদের অভিহিত ক'রে আমরা যখন খ্রীষ্টেরই আপন নামে অলঙ্কৃত হয়েছি, তখন প্রয়োজন আছে, যে সকল নাম তাঁকে নির্দেশ করে, সেই সকল নাম আমাদের মধ্যেও প্রকাশিত হোক, যাতে মনে না হয় আমরা মিথ্যায়ই খ্রীষ্টান বলে অভিহিত, বরং জীবনাচরণেই যেন তার সাক্ষ্যদান করি।

শ্লোক সাম ৫:১২; ৮৯:১৬-১৭

℣ তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক, তারা নিত্যই করুক আনন্দগান। তুমি রক্ষা কর তাদের!
℟ যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে। আল্লেলুইয়া।
℣ তারা তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলে, প্রভু; তোমার নামেই তারা আনন্দে মেতে থাকে সারাদিন ধরে;
℟ যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে। আল্লেলুইয়া।

৪র্থ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১২:১-১৮

নারী ও নাগদানবের মহাচিহ্ন

এবার স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার

মুকুট। সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিঙ ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা; আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

'আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।'

নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের ডানা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে 'এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল' ধরে যত্ন করা হবে। তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যীশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

তখন নাগদানবটা গিয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়াল।

শ্লোক প্রত্যা ১২:১১-১২; ২ মাকা ৭:৩৬ দ্রঃ

প্র তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা, কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
উ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু! আল্লেলুইয়া।
প্র ক্ষণিকের নিপীড়ন সহ্য করে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেল অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার।
উ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু! আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান সর্বজাতির আলো ১-৩

খ্রীষ্টে মণ্ডলী সাক্রামেন্তই যেন
বা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের চিহ্ন

যেহেতু খ্রীষ্ট হলেন সর্বজাতির আলো, সেজন্য পবিত্র আত্মায় সমবেত হয়ে এ পুণ্যতম মহাসভা নিখিল সৃষ্টজীবদের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে মণ্ডলীর শ্রীমুখে উজ্জ্বল সেই খ্রীষ্টের আলো দ্বারা সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করতে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আর যেহেতু খ্রীষ্টে মণ্ডলী হল ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন ও গোটা মানবজাতির একতার সাক্রামেন্তই যেন, অর্থাৎ তেমন মিলন ও একতার চিহ্ন ও উপায়, সেজন্য পূর্ববর্তী মহাসভাগুলোর প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন ক'রে সে আপন ভক্তদের কাছে ও বিশ্বজগতের কাছে আপন স্বরূপ ও বিশ্বজনীন প্রেরণকর্ম আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে অভিপ্রায় করে। এ যুগের পরিস্থিতি মণ্ডলীর এ কর্তব্যকে এমন জরুরী প্রেরণায় চিহ্নিত করে, যেন আজকালের সামাজিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক বিবিধ বন্ধনে ঘনিষ্ঠতর ভাবে আবদ্ধ সকল মানুষ খ্রীষ্টে পূর্ণ একতাও লাভ করতে পারে।

সনাতন পিতা আপন প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তার স্বাধীন ও রহস্যাবৃত সঙ্কল্প অনুযায়ী নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে ঐশজীবনের সহভাগিতায় উন্নীত করবেন বলে স্থির করেছেন, তারা আদমে পতিত হলে তিনি তাদের ত্যাগ করেননি, বরং সেই মুক্তিসাধক খ্রীষ্টের লক্ষ্যে *যিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত,* পরিত্রাণের উদ্দেশে তাদের সর্বদাই সাহায্য দান করেছেন। কেননা সকল মনোনীতজনের বেলায় পিতা অনাদিকাল থেকে *যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন।* যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, তিনি তাদের পবিত্র মণ্ডলীতে আহ্বান করতে চাইলেন—সেই যে মণ্ডলী জগতের সূচনা থেকে দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান হয়ে, ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে ও প্রাক্তন সন্ধিতে অপরূপভাবে প্রস্তুতিপ্রাপ্ত হয়ে, চরমকালে স্থাপিত হয়ে আত্মার বর্ষণে প্রকাশিত হয়েছে ও কালের সমাপ্তিতে সগৌরবে সিদ্ধিলাভ করবে। পুণ্য পিতৃগণ যেমন লিখেছেন, সেই সমাপ্তিকালেই ধার্মিক আবেল থেকে শুরু ক'রে মনোনীতজনদের শেষজন পর্যন্ত সকল ধার্মিক মানুষ সার্বজনীন মণ্ডলীতে পিতার কাছে সংগৃহীত হবে।

একসময় পুত্র এসেছেন—তিনি প্রেরিত হলেন সেই পিতা দ্বারা যিনি তাঁরই মধ্যে জগৎসৃষ্টির আগেই আমাদের মনোনীত করে রেখেছেন ও আগে থেকেই স্থির করেছেন তাঁর নিজের সন্তান বলে আমাদের গ্রহণ করবেন, কেননা সমস্তই তিনি খ্রীষ্টে সম্মিলিত করতে চেয়েছেন। সেজন্য খ্রীষ্ট পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের সূচনা করেছেন ও তাঁর রহস্য আমাদের কাছে অনাবৃত করেছেন, এবং তাঁর আপন বাধ্যতায় মুক্তি সাধন করেছেন। মণ্ডলী, অর্থাৎ খ্রীষ্টের রাজ্য যা ইতিমধ্যে রহস্যাকারে উপস্থিত, ঈশ্বরের শক্তিগুণে সেই মণ্ডলী জগতে দৃশ্যগত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সূচনা ও বৃদ্ধি প্রতীকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর উন্মুক্ত পাশ থেকে নিঃসৃত রক্ত ও জল দ্বারা, এবং পূর্বঘোষিত হয়েছে আপন ক্রুশমৃত্যু সম্বন্ধে প্রভুর এ বাণী দ্বারা: *আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।* যতবার সেই ক্রুশের বলিদান *যেখানে আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন* বেদির উপরে অনুষ্ঠিত হয়, ততবার আমাদের মুক্তিকর্ম সাধিত হয়। সেইসঙ্গে পবিত্রিত রুটি-সাক্রামেন্তে ব্যক্ত হয় ও বাস্তব হয়ে ওঠে সেই ভক্তদের একতা যারা খ্রীষ্টে একদেহ বলে গঠিত। খ্রীষ্টের সঙ্গে এই মিলনের উদ্দেশে সকল মানুষ আহূত, কেননা তিনিই জগতের আলো, তাঁরই কাছ থেকে আমরা উদ্গত, তাঁরই গুণে আমরা জীবিত, তাঁরই দিকে আমরা ধাবিত।

শ্লোক প্রত্যা ২১:২; ৫:৮-৯; ১৪:৩; সাম ৪৮:২ দ্রঃ

প্র আমি দেখতে পেলাম: নতুন যেরুসালেম পবিত্রজনদের প্রার্থনায় অলঙ্কৃতা ও বিভূষিতা।
উ সেখানে সকল পবিত্রজন নতুন সঙ্গীত গান করেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে, আপন পবিত্র পর্বতে প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।
উ সেখানে সকল পবিত্রজন নতুন সঙ্গীত গান করেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১২:১-২৩

পিতরকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

প্রায় সেই একই সময় হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে উৎপীড়ন করতে শুরু করলেন: তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করালেন। এতে ইহুদীরা খুশি হল দেখে তিনি পিতরকেও গ্রেপ্তার করালেন। তখন খামিরবিহীন রুটি পর্বের সময় ছিল। তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখলেন, এবং তাঁকে পাহারা দেবার দায়িত্ব চার প্রহরী দলের উপর তুলে দিলেন: প্রতিটি দলে থাকবে চারজন সৈন্য। তিনি মনে করছিলেন, পাস্কার পরেই তাঁকে জনগণের সামনে এনে দাঁড় করাবেন। যত সময় পিতর কারারুদ্ধ ছিলেন, তত সময় ধরে মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করতে থাকল। যেদিন তাঁর বিচার হেরোদের করার কথা, তার আগের রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে দু'টো শেকলে আবদ্ধ হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ও কয়েকজন প্রহরী দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই ওঠ!' আর পিতরের হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। দূত আবার তাঁকে বললেন, 'কোমরে বন্ধনী বেঁধে নাও, জুতো পর।' তিনি তা করলে পর দূত তাঁকে বললেন, 'গায়ে চাদর জড়িয়ে নাও, আমার পিছু পিছু এসো।' তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলেন; দূত যা কিছু করছেন, তা যে বাস্তব, তিনি তখনও তা বুঝতে পারেননি, ভাবছিলেন, তিনি কোন এক দর্শনই পাচ্ছেন।

তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দলকে অতিক্রম ক'রে শহরে যাওয়ার লোহার ফটকের কাছে এলেন; ফটকটা আপনা থেকেই তাঁদের সামনে খুলে গেল, আর তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার শেষ মাথায় যাওয়ার পর হঠাৎ দূত তাঁর কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন পিতরের চেতনা এল, তিনি বললেন, 'এখন আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু নিজের দূত পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে ও ইহুদী জাতির সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।' ব্যাপারটা বিবেচনা করার পর তিনি মারীয়ার বাড়ির দিকে চলে গেলেন, ইনি মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনেরই মা। সেখানে অনেকে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করছিল। তিনি বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন দাসী শুনতে এল, এবং পিতরের গলা চিনে সে আনন্দে দরজা না খুলে বরং ভিতরে ছুটে গিয়ে সংবাদ জানাল, দরজার বাইরে পিতর দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাকে বলল, 'পাগল না কি?' কিন্তু সে জোর দিয়ে বলতে থাকল যে কথাটা সত্য। তখন তারা বলল, 'উনি পিতরের [রক্ষী] দূত।' এদিকে পিতর দরজায় ঘা দিতে থাকছিলেন; আর যখন তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল, তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তিনি হাত তুলে চুপ করার জন্য ইশারা দিলেন, এবং প্রভু কীভাবে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাদের কাছে তার বর্ণনা দিলেন; শেষে বললেন, 'তোমরা যাকোবকে ও সমস্ত ভাইকে সংবাদ দাও।' পরে বাইরে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

সকাল হতে সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল: পিতরের কী হল? হেরোদ তাঁর খোঁজাখুঁজি করানোর পরেও যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, তখন কারারক্ষীদের জেরা করে হুকুম দিলেন, তাদের মেরে ফেলা হোক; তারপর যুদেয়া ছেড়ে সীজারিয়ায় গিয়ে সেইখানে থাকলেন।

তিনি তুরস ও সিদোনের লোকদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা কিন্তু একমত হয়ে তাঁর কাছে এল, এবং রাজভবনের অধ্যক্ষ ব্লাস্তসের সমর্থন জয় ক'রে তাঁরই দ্বারা শান্তিস্থাপনের জন্য আবেদন জানাল, কারণ সমস্ত খাদ্য-সামগ্রীর জন্য তাদের অঞ্চল রাজার এলাকার উপরেই নির্ভর করত। নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে ও রাজমঞ্চে আসীন হয়ে তাদের কাছে একটা ভাষণ দিলেন। তখন লোকেরা জয়ধ্বনি তুলে বলতে লাগল, 'এ দেবতারই কণ্ঠ, মানুষের নয়!' আর প্রভুর দূত ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে আঘাত হানলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করলেন না; আর তিনি কৃমি-বিকারে মারা গেলেন।

শ্লোক শিষ্য ১২:৭ দ্রঃ

প্র ওঠ, পিতর, গায়ে চাদর জড়িয়ে নাও, বিজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য অন্তরে সাহস ধর,

উ কেননা তোমার হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভুর এক দূত হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, শীঘ্রই ওঠ,

℟ কেননা তোমার হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৩:১-২,৪**

খ্রীষ্টই দিবস

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পাতালের দ্বার উন্মোচিত, মণ্ডলীর নবদীক্ষিতদের মধ্য দিয়ে মর্ত নবায়িত, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে স্বর্গ উন্মুক্ত। দ্বার উন্মোচিত ক'রে পাতাল মৃতদের ফিরিয়ে দেয়, নবায়িত মর্ত পুনরুত্থিত মানুষকে অঙ্কুরিত করে, উন্মুক্ত স্বর্গ আরোহীদের গ্রহণ করে।

তাই দস্যু পরমদেশে আরোহণ করে, পবিত্রজনদের দেহ পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করে, মৃতেরা জীবিতদের মাঝে ফিরে যায়: খ্রীষ্টের পুনরুত্থান গুণে নিখিল সৃষ্টি উচ্চতর পর্যায় উন্নীত হয়।

পাতাল আপন বন্দিদের ঊর্ধ্বলোকের কাছে ফিরিয়ে দেয়, মর্ত আপন সমাহিতদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়, স্বর্গ যাদের গ্রহণ করে তাদের প্রভুর কাছে উপনীত করে: একমাত্র ও একই কাজে ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ মানুষকে অতল থেকে উন্নীত করে, ভূতল থেকে জাগিয়ে তোলে, ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কেননা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হল মৃতদের জন্য জীবন, পাপীদের জন্য ক্ষমা, পবিত্রজনদের জন্য গৌরব। সেজন্য ধন্য নবী নিখিল সৃষ্টিকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর্বোৎসবে আমন্ত্রণ করেন: তিনি বলেন, এই যে দিন স্বয়ং প্রভু গড়লেন, এদিনে মেতে ওঠা ও আনন্দ করা বাঞ্ছনীয়।

খ্রীষ্টের আলো হল নিশিহীন দিন, অন্তহীন দিন। খ্রীষ্ট নিজেই যে এইদিন, তা প্রেরিতদূতের কথায় ব্যক্ত: *রাত এগিয়ে গেল, দিন কাছে এসে গেছে।* তিনি বলেন 'রাত এগিয়ে গেল,' রাত যে আরও এগিয়ে যাবে তেমন কথা তিনি বলেন না: এতে তুমি বুঝতে পারবে, খ্রীষ্টের আলোর আগমনে তোমাকে শয়তানের অন্ধকার দূর করতে হবে, পাপের তমসা আর অনুসরণ করতে হবে না, সেই উজ্জ্বল জ্যোতিতে অতীতের ঘন কুয়াশা ঘুচিয়ে দিতে হবে, পাপময় উত্তেজনা প্রতিরোধ করতে হবে।

পুত্র নিজেই হলেন সেই দিন, যাঁর উপরে অনাদি-দিন-পিতা নিজের ঈশ্বরত্ব-সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করেন। এমনকি, আমি বলছি, তিনি নিজেই সেই দিন যিনি সলোমনের মুখ দিয়ে বলেন, *আমি আকাশের বুকে একটা অনির্বাণ আলোর উদয় ঘটিয়েছি।*

সুতরাং যেমন স্বর্গীয় দিনের পরে রাতের উদয় হয় না, তেমনি খ্রীষ্টের ধর্মময়তার পরেও পাপময় অন্ধকারের উদয় হয় না। কেননা স্বর্গীয় দিন নিত্যই উজ্জ্বল, আলোময় ও দীপ্তিমান থাকে, কোন অন্ধকার সেই দিনকে অন্ধকারভুক্ত করতে পারে না। একইভাবে খ্রীষ্টের আলো নিত্যই জ্যোতির্ময়, তেজীয়মান ও প্রভাময়, আর অপকর্মের কোন কালিমা সেই আলো গ্রাস করতে পারে না; এজন্যই সুসমাচার-রচয়িতা যোহন বলেন, *অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস, অন্ধকার সেই আলো গ্রাস করতে পারেনি।*

অতএব ভ্রাতৃগণ, এ পবিত্র দিনে আমাদের মেতে উঠতে হবে। পাপের বিষয়ে সচেতন হয়েও কেউই যেন সর্বসাধারণ আনন্দ থেকে পিছিয়ে না যায়, অপরাধের ভারেও কেউই যেন সর্বপালিত উপাসনা থেকে দূরে না থাকে। যতই পাপী হোক না কেন, এদিনে কেউই ক্ষমালাভে নিরাশ হতে পারেই না, কেননা এদিন বিশেষ গুণমণ্ডিত দিন। যখন দস্যুও স্বর্গের যোগ্য হয়েছে, তখন কেন খ্রীষ্টভক্তজন ক্ষমালাভের যোগ্য হবে না?

শ্লোক

℣ প্রভুর অপার সৌন্দর্য তারকারাজির ঊর্ধ্বে উন্নীত, তাঁর শোভা মেঘলোকে বিরাজিত,

℟ তাঁর নাম চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

℣ ঊর্ধ্বলোকের এক প্রান্ত থেকে তাঁর উদয়, ঊর্ধ্বলোকের অপর প্রান্তে তাঁর দৌড়।

℟ তাঁর নাম চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৩:১-১৮

সেই দু'টো পশু

আর আমি দেখতে পেলাম, সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠছে: তার দশটা শিঙ ও সাতটা মাথা; শিঙগুলিতে দশটা কিরীট, এবং এক একটা মাথায় একটা করে ঈশ্বরনিন্দাজনক একটা নাম। সেই যে পশুকে আমি দেখতে পেলাম, সে চিতাবাঘের মত, তার পা ভালুকের পায়ের মত, ও মুখ সিংহের মুখের মত। নাগদানবটা তার নিজের পরাক্রম, সিংহাসন ও মহা অধিকার তাকেই দিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল, তার মাথাগুলোর একটা যেন মারাত্মক আঘাতে আঘাতগ্রস্ত, কিন্তু তার সেই মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল। গোটা পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে তার পিছু পিছু চলতে লাগল; আর মানুষেরা নাগদানবের সামনে প্রণিপাত করল, কারণ সে তার নিজের অধিকার সেই পশুকে দিয়েছিল; তারা এই বলে পশুটার সামনে প্রণিপাত করল: 'কে পশুটার মত? আর তার সঙ্গে যুদ্ধ করা কার্ সাধ্য?' পশুটাকে এমন এক মুখ দেওয়া হল, যা উদ্ধত কথা ও ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা উচ্চারণ করে; তাকে বিয়াল্লিশ মাস ধরে কাজ চালাবার অধিকারও দেওয়া হল। আর সে ঈশ্বরকে নিন্দা করার জন্য মুখ খুলল, তাঁর নাম ও তাঁর তাঁবু নিন্দা করতে লাগল, তাঁদেরও নিন্দা করতে লাগল, স্বর্গে যাঁদের তাঁবু। তাকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, তাদের জয়ও করতে পারে; প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষের উপরে কর্তৃত্বও তাকে দেওয়া হল। আর পৃথিবীর সকল অধিবাসী তাকে পূজা করবে, অর্থাৎ তারাই, জগৎপত্তনের সময় থেকে যাদের নাম বলীকৃত সেই মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা নেই। যার কান আছে, সে শুনুক: বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে, খড়্গজনিত মৃত্যুর পাত্র খড়্গজনিত মৃত্যুর হাতে: এজন্যই পবিত্রজনদের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকা চাই! পরে আমি দেখতে পেলাম, আর একটা পশু স্থলভূমির মধ্য থেকে উঠে আসছে: মেষশাবকের মত তার দু'টো শিঙ, কিন্তু নাগদানবের মত কথা বলত। সে ওই প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব তার সাক্ষাতে অনুশীলন করে; এবং সেই যে প্রথম পশু, যার মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল, এই পশুটা পৃথিবীকে ও তার অধিবাসীদের তাকে পূজা করতে বাধ্য করে। সে মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করে; এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপরে আগুন নামায়। এইভাবে সেই পশুর সামনে যে সকল চিহ্নকর্ম সাধনের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীর অধিবাসীদের ভোলায়; পৃথিবীর অধিবাসীদের সে এমনটি বলে, খড়্গের আঘাতে আহত হয়েও যে পশু বেঁচেছিল, তারা যেন তার উদ্দেশে একটা মূর্তি দাঁড় করায়। শুধু তা নয়: ওই পশুর মূর্তির মধ্যে প্রাণবায়ু দিতেও তাকে দেওয়া হল, যেন ওই পশুর মূর্তি কথাও বলতে পারে, এবং যারা ওই পশুর মূর্তির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, তাদের সকলের মৃত্যুদণ্ডও ঘটাতে পারে। সে এমনটি করত, যেন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন মানুষ-ক্রীতদাস সকলেই ডান হাতে বা কপালে একটা প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত হয়; আরও, তেমন প্রতীক-চিহ্ন অর্থাৎ ওই পশুটার নাম কিংবা তার নামের সংখ্যা যে কেউ ধারণ না করে, তারা যেন কিছু কিনতেও না পারে, কিছু বেচতেও না পারে। এইখানে প্রজ্ঞা বিরাজ করে! যার জ্ঞান আছে, সে ওই পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তা একটা মানুষের সংখ্যা—সংখ্যাটা হচ্ছে ছ'শো ছেষট্টি।

শ্লোক প্রত্যা ৩:৫; মথি ১০:২২

প্র যে বিজয়ী, তাকে তেমন শুভ্র পোশাক পরানো হবে; আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না।

উ আমি আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। আল্লেলুইয়া।

প্র যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

উ আমি আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' **১৫:৩৫-৩৬**

আত্মা জীবনদান করেন

যিনি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই প্রভু আমাদের সঙ্গে দীক্ষাস্নানের সন্ধি স্থাপন করলেন; সেই দীক্ষাস্নানে মৃত্যু ও জীবনের প্রতীক ব্যক্ত হয়: জল মৃত্যুর প্রতীক প্রকাশ করে এবং পবিত্র আত্মা জীবনের পণ দান করেন; এতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয় কেন জল আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। কেননা দীক্ষাস্নানে দু'টো লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়: প্রথমটা এ, যেন পাপদেহের ধ্বংসের ফলে মৃত্যু আর কখনও উৎপন্ন না হতে পারে; দ্বিতীয়ত, দেহ যেন আত্মা দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে পবিত্রতার ফল ভোগ করতে পারে। জল মৃত্যুর প্রতীক, কেননা জল একটা সমাধির মত দেহকে গ্রহণ করে; আত্মা কিন্তু পাপমৃত্যু থেকে আদিকালীন জীবনেই আমাদের প্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে আমাদের মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন। অতএব জল ও আত্মা থেকে নবজন্মের অর্থ এ: মৃত্যু জলে সাধিত হয়, আত্মা আমাদের জীবন ব্যবস্থা করেন।

তিন ডুবন আর তিন মিনতির মাধ্যমে দীক্ষাস্নান-মহারহস্য সাধিত হয়, যাতে মৃত্যুর প্রতীক প্রকাশ পায় ও ঐশজ্ঞান সম্প্রদানের মাধ্যমে নবদীক্ষিতদের মন আলোকিত হয়। তবু জলে যদি কোন অনুগ্রহ থাকে, তা জলের প্রকৃতি থেকে নয়, বরং আত্মার উপস্থিতি থেকেই আসে; কেননা *দীক্ষাস্নান তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত সদ্বিবেকের পণ।* এজন্য পুনরুত্থান থেকে আগত জীবনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রভু আমাদের সামনে সুসমাচার অনুযায়ী জীবনাচরণ তুলে ধরেন: আমরা যেন হিংসা না করি, প্রতিকূল যত কিছু সহ্য করি, লালসা থেকে অকলুষিত থাকি, অর্থপিপাসা থেকে মুক্ত থাকি। তাহলে ভাবী জীবনের যে সাধারণ অবস্থা রয়েছে, আমরা যেন মনের প্রেরণা দ্বারা পূর্ব অনুপ্রাণিত হয়ে সেই অবস্থায় জীবনযাপন করতে পারি।

পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমরা পরমদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই, স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করি, দত্তকপুত্রত্বের মর্যাদা ফিরে পাই, ঈশ্বরকে আপন পিতা বলে ডাকবার অধিকার পাই, খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে উঠি, আলোর সন্তান বলে অভিহিত হই, শাশ্বত গৌরবের সহভাগী হয়ে উঠি: এক কথায়, ইহলোকে ও পরলোকে আমরা যত আশীর্বাদের পাত্র হয়ে উঠি। প্রতিশ্রুতিতে গচ্ছিত যে সকল মঙ্গলদানের অনুগ্রহ আমরা বিশ্বাসের ভিত্তিতে উপভোগ করব বলে প্রত্যাশা করি, সেই সবকিছু আমরা এখন থেকেই তো যেন একটা দর্পণে দর্শন করি। পণ যখন এরূপ, তখন পুরো ধন কেমন হবে? প্রথমফসল যখন এরূপ, তখন সবকিছুর পূর্ণতা কেমন হবে?

শ্লোক

প্র অতীত জীবনের অপকর্ম ছেড়ে আমরা দীক্ষাকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলে
উ পবিত্র আত্মার কপোত স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়ে ঐশশান্তি দানের জন্য সেইখানে ওড়ে যেখানে মণ্ডলীই সেই জাহাজের প্রতীকের পূর্ণতা। আল্লেলুইয়া।
প্র ধন্য সেই জল-সাক্রামেন্ত যার মধ্য দিয়ে আমরা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে মুক্তি পাই।
উ পবিত্র আত্মার কপোত স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়ে ঐশশান্তি দানের জন্য সেইখানে ওড়ে যেখানে মণ্ডলীই সেই জাহাজের প্রতীকের পূর্ণতা। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১২:২৪–১৩:১৪ক

বাণীপ্রচারে প্রেরিত সৌল ও বার্নাবাস

এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল ও খুবই বৃদ্ধিশীল ছিল। বার্নাবাস ও সৌল নিজেদের সেবাকর্ম সেরে নিয়ে যেরুসালেম থেকে ফিরে এলেন; তাঁরা মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকে সঙ্গে নিলেন।

আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে কয়েকজন নবী ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, এঁরা ছিলেন বার্নাবাস, নীগের নামে পরিচিত সিমোন, সাইরিনীয় লুকিউস, সামন্তরাজ হেরোদের সহপালিত মানায়েন এবং সৌল। একদিন তাঁরা প্রভুর

উপাসনা ও উপবাস করছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, 'আমি বার্নাবাস ও সৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ।' তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করার পর এবং তাঁদের উপর হাত রাখার পর তাঁদের বিদায় দিলেন।

এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেলেউসিয়ায় গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা সালামিসে এসে ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন; সহকারী রূপে সেই যোহনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সারা দ্বীপ পেরিয়ে পাফসে এসে পৌঁছলে সেখানে বার্-যীশু নামে একজন ইহুদী মন্ত্রজালিক ও নকল নবীর দেখা পেলেন; সে প্রদেশপাল সের্গিউস পাউলুসের অনুচারী ছিল; এই সের্গিউস ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি বার্নাবাস ও সৌলকে ডাকিয়ে এনে ঈশ্বরের বাণী শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এলিমাস, অর্থাৎ সেই মন্ত্রজালিক—অনুবাদ করলে এ-ই হল তার নামের অর্থ—প্রদেশপালকে বিশ্বাস থেকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল। তখন সৌল—যাঁকে পলও বলে—পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'যত ছলনা ও শঠতায় ভরা মানুষ, দিয়াবলের সন্তান, যত প্রকার ধর্মময়তার শত্রু! প্রভুর সোজা পথ বাঁকাতে তুমি কি কখনও ক্ষান্ত হবে না? দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে রয়েছে: তুমি অন্ধ হবে, ও কিছুকাল ধরে সূর্য দেখতে পাবে না।' ঠিক সেই মুহূর্তেই তার উপর কুয়াশা ও অন্ধকার নেমে পড়ল, আর সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, ও খুঁজতে লাগল কে তাকে হাত ধরে চালিত করবে। তেমন ঘটনা দেখে প্রদেশপাল প্রভুর বিষয়ে যা শিখতে পেরেছিলেন, তাতে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বিশ্বাসী হলেন।

পাফস থেকে জলপথে যাত্রা করে পল ও তাঁর সঙ্গীরা পাম্ফিলিয়া প্রদেশের পের্গায় এসে পৌঁছলেন; সেখানে যোহন তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁরা পের্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক শিষ্য ১৩:৩২,৩৩; যুদিথ ১৩:১৪ দ্রঃ

প্র আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন,

উ কেননা তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র ইস্রায়েলকুলের কাছে আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে দয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তা পূর্ণ করেছেন,

উ কেননা তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, পুরোহিতদের সেবাকর্ম ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা

পৌরোহিত্য ৪

পুরোহিত হলেন ঐশবাণীর সেবাকর্মী

ঈশ্বরের জনগণ সর্বপ্রথমে জীবনময় ঈশ্বরের বাণী দ্বারাই একত্রিত হন, যে বাণী যাজকদের ওষ্ঠ থেকে পেতে সকলেরই দাবি আছে। কেননা, যেহেতু প্রথমে বিশ্বাস না করলে কেউই পরিত্রাণ পেতে পারে না, বিশপদের সহকর্মী বলে পুরোহিতদের প্রথম কর্তব্যই সকলের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করা, যাতে করে *তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়ে সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর*, প্রভুর এ আজ্ঞা পালন ক'রে তাঁরা ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত করতে পারেন। কেননা পরিত্রাণদায়ী বাণী দ্বারা অবিশ্বাসীদের অন্তরে জেগে ওঠে ও বিশ্বাসীদের অন্তরে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সেই বিশ্বাস, যা গুণে ভক্তমণ্ডলী উদ্ভূত হয় ও বৃদ্ধি পায়, যেমনটি প্রেরিতদূত লিখেছেন: *বিশ্বাস প্রচারের উপর নির্ভর করে, আবার প্রচার খ্রীষ্টের বচন দ্বারাই সাধিত।* অতএব পুরোহিতেরা সকলেরই কাছে ঋণী, কেননা সুসমাচারের যে সত্যে তাঁরা আনন্দ ভোগ করেন, তাঁরা সকলকেই সেই সত্যের অংশীদার করতে বাধ্য। সুতরাং তাঁরা সমাজের মধ্যে উত্তম জীবনাচরণের মাধ্যমে মানুষকে ঈশ্বরের

প্রশংসা করতে অনুপ্রাণিতই করুন, বা প্রকাশ্য প্রচারের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের কাছে খ্রীষ্ট-রহস্য ঘোষণাই করুন, বা খ্রীষ্টধর্ম-শিক্ষা প্রদানই করুন বা মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাই করুন, বা যুগের সমস্যাদি খ্রীষ্টের আলোতে অনুধাবন করতে চেষ্টাই করুন, তাঁরা যাই করুন না কেন তাঁদের নিত্য কর্তব্যই নিজেদের জ্ঞান নয়, বরং ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দেওয়া ও সকলের কাছে মনপরিবর্তন ও পবিত্রতার উদ্দেশে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানানো। আর শুধু তা নয়, যাজকদের প্রচারকাজ যা জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন, তা যেন শ্রোতাদের মন কার্যকারী ভাবে আলোড়িত করতে পারে, সেজন্য সেই প্রচারকাজে সাধারণ ও তাত্ত্বিক ভাষায় নয়, বরং জীবনের নানা পরিবেশে সুসমাচারের চিরন্তন সত্য প্রয়োগ করেই ঈশ্বরের বাণীকে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

এইভাবে বাণীর সেবাকর্ম শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রচারকদের বিভিন্ন গুণ অনুসারে বহুরূপেই অনুশীলন করা হয়। অখ্রীষ্টান দেশে ও সমাজে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাস ও পরিত্রাণদায়ী সাক্রামেন্তগুলির কাছে আকর্ষিত হয়; এবং স্বয়ং খ্রীষ্টান সমাজে, বিশেষ করে যাঁদের বেলায় মনে হয় তাঁরা যা করেন তা তত বোঝেন না বা বিশ্বাস করেন না, সাক্রামেন্তগুলি প্রদানের জন্যই বাণীপ্রচার প্রয়োজন, কেননা এ সাক্রামেন্তগুলি তো বিশ্বাসেরই সাক্রামেন্ত, যে বিশ্বাস বাণী থেকে জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করে।

শ্লোক ২ তি ৪:১-২; শিষ্য ১:৮

℣ ঈশ্বরের সামনে, এবং জীবিত ও মৃতদের যাঁর বিচার করার কথা, সেই খ্রীষ্টযীশুর সামনে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি:

℟ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুসালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

℟ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৪:১-১৩

বিজয়ী মেষশাবকের উদ্দেশে নতুন বন্দনাগান

আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি। যে স্বর আমি শুনলাম, তা যেন এক দল বীণকার যারা নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে। তারা সিংহাসনের সাক্ষাতে ও সেই চার প্রাণী ও প্রবীণদের সাক্ষাতে এক নতুন বন্দনাগান গাইছিল; আর সেই বন্দনাগান শেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ পারে, পৃথিবী থেকে যাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। এরা নারীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি—বস্তুত এরা চিরকৌমার্য বজায় রেখেছে, আর মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তারা তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। মানবজাতির মধ্য থেকে, ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথমফসল রূপে তাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের মুখে কোন মিথ্যা কখনও শোনা যায়নি—তারা কলঙ্কহীন।

পরে আমি আর এক স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি আকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন; সঙ্গে করে সনাতন সুসমাচার বহন করছেন, যেন পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে, প্রতিটি দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ও ভাষার মানুষের কাছে সেই সুসমাচার জানান। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: 'ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর; কেননা তাঁর বিচার-ক্ষণ এসে গেছে। স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র ও জলের উৎসধারার নির্মাণকর্তার উদ্দেশে প্রণিপাত কর।' তাঁর পিছু পিছু দ্বিতীয় এক স্বর্গদূত এগিয়ে এলেন; তিনি বললেন, 'পতন হয়েছে, মহতী সেই বাবিলনের পতন হয়েছে,

যে বাবিলন সমস্ত জাতিকে নিজ যৌন অনাচারের রোষের আঙুররস পান করিয়েছে।'

পরে, তৃতীয় এক স্বর্গদূত ওঁদের পিছু পিছু এগিয়ে এলেন; তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: 'যে কেউ সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, আর নিজের কপালে বা হাতে প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, তাকেও ঈশ্বরের সেই রোষের আঙুররস পান করতে হবে, যে আঙুররস অমিশ্রিত অবস্থায় তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে ঢেলে রাখা হয়েছে; এবং তাকে পবিত্র স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে আগুনে ও গন্ধকে যন্ত্রণা পেতে হবে। তাদের জ্বালাযন্ত্রণার ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উঠবে চিরদিন চিরকাল। যারা সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, এবং যে কেউ তার নামের প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, তাদের জন্য দিনরাত কখনও বিরাম হবে না।' এইখানে বিরাজ করে সেই পবিত্রজনদের নিষ্ঠা, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে: 'তুমি লেখ: যারা প্রভুতে মৃত্যুভোগ করে, সেই সকল মৃতেরাই এখন থেকে সুখী! হ্যাঁ, তারা সুখী—আত্মা একথা বলছেন—কারণ তাদের সমস্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে, যেহেতু তাদের কাজকর্ম তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।'

শ্লোক প্রত্যা ১৪:৬-৭

প্র আমি এক স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি আকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন; সঙ্গে করে সনাতন সুসমাচার বহন করছেন:

উ ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর। আল্লেলুইয়া।

প্র স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র ও জলের উৎসধারার নির্মাণকর্তার উদ্দেশে প্রণিপাত কর।

উ ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' **১:৮**

আধ্যাত্মিক জীবনের চরমকালীন পূর্ণতা

খ্রীষ্ট আমাদের জন্য পুনরুত্থানের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করলেন, আর এজন্য নিদ্রাগতদের মধ্য থেকে প্রথমফসল হয়ে উঠলেন। তিনি তাই করলেন তাদেরও জন্য যারা তাঁর সঙ্গে ছিল, আর তাদেরও জন্য যারা মৃত্যু দ্বারা পরাজিত ছিল; তাতে একটা আভাস দিলেন যে, চরম তুরিধ্বনির সুরে এক নিমেষেই আমরা সকলে পুনরুত্থান করব।

যারা মর্ত সমাধি থেকে পুনরুত্থান করবে, তারা সকলেই যে ভাবী জীবনে একই পুনরুত্থানের অধিকারী হবে, তেমন নয়; বরং শাস্ত্র বলে, *যারা সৎকাজ করেছে, তারা জীবনলাভের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করবে, কিন্তু যারা অসৎ কাজ করেছে, তারা দণ্ডভোগের উদ্দেশ্যেই পুনরুত্থান করবে।* এর ফলে একজনের জীবন যদি সেই ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধানের দিকেই ধাবিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি যদিও ঊর্ধ্ব থেকে নবজন্মের ভিত্তিতে প্রভুর ভাইদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়, তবু সে 'খ্রীষ্টান' নামের বেলায় মিথ্যাবাদী, এমনকি তার আপন অসৎ কাজের কারণে সেই প্রথমজাতকের সঙ্গে সম্পর্কটিও অস্বীকার করে। কিন্তু যিনি নিজের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেন, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই মধ্যস্থ তাদেরই মাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করেন যারা সেই মিলনের যোগ্য।

তিনি আমাদের সঙ্গে একই স্বরূপের সহভাগী হলেন—যদিও তিনি মানবস্বরূপের পাপময় প্রবণতার অধীন নন, কেননা যেমনটি শাস্ত্র বলে, *তিনি কোন পাপ করেননি, তাঁর মুখ থেকে কোন মিথ্যাও কখনও বের হয়নি।* ফলে তিনি যেমন নিজের মধ্যে আপন মানবস্বরূপকে ঈশ্বরের পরাক্রমের সঙ্গে একীভূত করলেন, তেমনি তিনি এক একজনকে ঐশমিলনের দিকে চালিত করবেন তারা যদি সেই ঐশমিলনের অযোগ্য কিছু না করে। কিন্তু যে কেউ সত্যিকারে ঈশ্বরের এমন মন্দির যার মধ্যে কোন প্রতিমা বা পাপের কোন ছবি কখনও স্থান পায়নি, সে সেই মধ্যস্থ দ্বারা ঐশস্বরূপের অংশীদার হয়ে ওঠে, কেননা তাঁর পবিত্রতা গ্রহণের ফলে সে নিজে পবিত্র হয়ে ওঠে। শাস্ত্র বলে, *প্রজ্ঞা কোন প্রবঞ্চনাপূর্ণ আত্মায় প্রবেশ করে না,* কিন্তু যে শুদ্ধহৃদয়, সে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে ছাড়া অন্য কিছু দেখে না, ও অক্ষয়শীলতার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত থেকে সে নিজের মধ্যে ঐশরাজ্যের সমস্ত

আশিসধারা লাভ করে।

আমি যা বলছি, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমরা যদি স্মরণ করি সেই বাণী যা প্রভু মারীয়ার মধ্য দিয়ে আপন প্রেরিতদূতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন; তিনি বলেন, *আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।* যিনি এ বাণী উচ্চারণ করেন, তিনি হলেন পিতা ও পিতার উত্তরাধিকারচ্যুত সন্তানদের মধ্যে সেই মধ্যস্থ; সেই একজন যিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর শত্রুদের পুনর্মিলিত করলেন।

কেননা, নবীর কথা অনুসারে, যখন মানুষ পাপের মধ্য দিয়ে জীবনদায়ী গর্ভ থেকে নিজেকে ছিন্ন করল ও যে গর্ভে সে গঠিত হয়েছিল তা থেকে দূরে চলে গেল, তখন মানুষ সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাই বলতে লাগল। এজন্যই খ্রীষ্ট আমাদের মানবস্বরূপের প্রথমফসলকে, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও আত্মাকে ধারণ করে পবিত্রই করে তুললেন: যত কালিমা থেকে তা রক্ষা করলেন ও নিজের মধ্যে তা গচ্ছিত রাখলেন। এমনটি করলেন যেন তিনি আপন অক্ষয়শীলতার মধ্য দিয়ে অক্ষয়শীলতার পিতার কাছে তা উন্নীত করলে, তার সমস্বরূপ যত কিছুও যেন তার সঙ্গে উন্নীত হতে পারে, এবং এর ফলে পিতা যেন উত্তরাধিকারচ্যুত সকলকে সন্তান হিসাবেই ও ঈশ্বরের শত্রু সকলকে ঐশস্বরূপের অংশীদার হিসাবেই গ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ১ পি ১:৩-৪; ২ পি ১:১০

প্র ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা!
উ তাঁর মহাকরুণাগুণে তিনি এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া।
প্র তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।
উ তাঁর মহাকরুণাগুণে তিনি এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৩:১৪খ-৪৩

পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় ইহুদীদের কাছে পলের বাণীপ্রচার

পল ও তাঁর সঙ্গীরা সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করে আসন নিলেন। বিধান ও নবী-পুস্তকের পাঠ শেষ হলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষেরা তাঁদের বলে পাঠালেন: 'ভাই, উপস্থিত জনগণের কাছে যদি আপনাদের কোন আশ্বাসজনক বক্তব্য থাকে, এসে বলুন।'

পল উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে লাগলেন: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা ও এখানকার ঈশ্বরভীরু সকলে, শুনুন। এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের বেছে নিলেন, এবং এই জাতি যখন মিশরদেশে প্রবাসী ছিল, তখন তাদের উন্নীত করলেন, এবং *সেখান থেকে শক্ত বাহুতে তাদের বের করে আনলেন,* এবং আনুমানিক চল্লিশ বছর ধরে *মরুপ্রান্তরে তাদের প্রতিপালন ক'রে কানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই জাতির দেশটিকে তাদেরই উত্তরাধিকার রূপে দান করলেন।* এভাবে আনুমানিক সাড়ে চারশ' বছর কেটে গেল। তারপর তিনি নবী সামুয়েলের সময় পর্যন্ত তাদের জন্য বিচারকদের ব্যবস্থা করলেন। তখন তারা একজন রাজা চাইল, তাই ঈশ্বর তাদের চল্লিশ বছরের জন্য বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর কীশের সন্তান সৌলকে দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে তাদের রাজারূপে সেই দাউদের উদ্ভব ঘটালেন, যাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, *আমি যেসের সন্তান দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে।*

তাঁরই বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যীশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাঁর আগমনের

আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করেছিলেন। জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন: তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

হে ভাই, হে আব্রাহাম-বংশের সন্তানেরা! আপনারাও, হে ঈশ্বরভীরু সকলে! পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছে। কেননা যেরুসালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি সাব্বাৎ দিনে নবীদের যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দণ্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে। প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল। তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির মধ্যে রেখে দিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যেরুসালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে তাঁর সাক্ষী।

আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।* আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তাঁকে যে আর অবক্ষয়ে ফিরে যেতে হবে না, তা তিনি এভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, *দাউদের কাছে পবিত্র যা কিছু, নিশ্চিত যা কিছু দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা তোমাদেরই দেব।* এজন্যও তিনি অন্য সামসঙ্গীতে বলেন, *তোমার পুণ্যজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।*

বাস্তবিক দাউদ তাঁর নিজের যুগের মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পালন করার পর নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতৃপুরুষদের কাছে গ্রহণ করা হল, ও তিনি সেই অবক্ষয় দেখলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি সেই অবক্ষয় দেখেননি। সুতরাং, ভাই, আপনারা জেনে নিন, পাপমোচনের কথা আপনাদের কাছে তাঁরই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে; আর মোশীর বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং সতর্ক থাকুন: নবীদের পুস্তকে যা বলা হয়েছে, তা যেন আপনাদের বেলায় না ঘটে, অর্থাৎ,

হে বিদ্রূপকারী সকল, চেয়ে দেখ,
আশ্চর্য হও, লুকিয়ে থাক;
কারণ তোমাদের দিনগুলিতে
আমি এমন এক কাজ সাধন করতে চলেছি,
যা কেউ তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করলে
তোমরা বিশ্বাস করতেই না।'

তাঁরা বেরিয়ে যাবার সময়ে লোকেরা অনুরোধ জানাল, যেন পর সাব্বাৎ দিনেও তাঁরা সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেন। সভা ভেঙে যাওয়ার পর ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী অনেক ভক্তপ্রাণ মানুষ পল ও বার্নাবাসের অনুসরণ করল; তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে তাদের আবেদন জানালেন।

শ্লোক শিষ্য ১৩:২৭,২৮,৩০; ই:৫৩:৮ দ্রঃ

℣ যেরুসালেমের সমাজনেতারা যীশুকে না জানায় তাঁকে দণ্ডিত করে নবীদের বাণী পূর্ণ করে তুলেছে; প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল;
℟ কিন্তু ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আল্লেলুইয়া।
℣ অত্যাচার ও অন্যায্য দণ্ডাদেশে তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হল;
℟ কিন্তু ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ২:১৪

আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছে,
আমরা তা ঘোষণা করি

যেমন খ্রীষ্টের বিজয় সেই ক্রুশক্ষণেই সিদ্ধ হল যখন যন্ত্রণায় নিঃশেষিত হয়ে তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, তেমনি প্রেরিতদূতেরা খ্রীষ্টনামের জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে সবকিছু সহ্য করতে প্রস্তুত বিধায় খ্রীষ্টের খাতিরে নিজ নিজ বিজয়ের স্বীকৃতি আদায় করেন, সর্বত্র নিজেদের পরিচিত করেন, কষ্টের মাঝে উত্তরোত্তর মহান হয়ে ওঠেন ও জগৎকে জয় করেন। আর একথা সত্য, কেননা তাঁরা বাস্তবেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী ও ভাবীকালে প্রকাশিতব্য গৌরবের অংশীদার হয়ে ওঠেন। তাঁরা বলেন, ঈশ্বর থেকেই তাঁরা বিজয় গ্রহণ করেন— ঈশ্বর যে তাঁদের উপর যন্ত্রণা বর্ষণ করেন বা দুঃখক্লেশ চাপিয়ে দেন এর জন্য নয়, বরং এজন্যই যে, তাঁরা সেই সমস্ত যন্ত্রণার সম্মুখীন হন যীশুরই খাতিরে যাঁর নাম তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁরা জগতের সর্বত্রই প্রচার করেন।

তাঁদের নিজেদের কথা অনুসারে তাঁদেরই দ্বারা পিতা ঈশ্বরকে জানার যে সুগন্ধ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সুগন্ধ যে কী, তা স্বয়ং পল ব্যাখ্যা করে বলেন, *আমরা তো নিজেদের কথা নয়, বরং প্রভু খ্রীষ্টযীশুরই কথা প্রচার করি; এবং যীশুর খাতিরে তোমাদের দাস বলে নিজেদের দেখিয়েছি।* অন্যত্র তিনি বলেন, *আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না।*

কিন্তু কয়েক জনের ধারণা অনুসারে খ্রীষ্টকে যদি আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলে গণ্য করা উচিত, তাহলে যিনি নারীগর্ভে জাত হলেন, ক্রুশে যন্ত্রণাভোগ করলেন, পুনরুত্থান করা সত্ত্বেও যিনি কিন্তু মৃত্যু বরণই করলেন, তিনি কি করে পিতা ঈশ্বরকে জানার সুগন্ধ হতে পারতেন? তিনি যদি আমাদের অবস্থার সীমা অতিক্রম না করেন, তিনি পিতা ঈশ্বরের স্বরূপের সুগন্ধ বহন করতে পারেন না; আর শুধু তাই নয়, যিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তিনি নিজেও অমরত্বের সুগন্ধ হতে পারবেন না। আমাদের খাতিরে মাংসে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, এ শর্ত ছাড়া অন্য কোন্ শর্তের জোরে খ্রীষ্ট পিতাকে জানার সুগন্ধ হতে পারবেন? তা না হলে, কি করে প্রচারকেরা জগতের কাছে তাঁকে স্বরূপে ও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর বলে প্রচার করতে পারতেন?

আবার, তাঁরা কি করে যীশুকে চিনতে পারতেন? দেহধারণের প্রজ্ঞাময় কর্ম অনুসারে খ্রীষ্ট ঈশ্বরসঞ্জাত বাণীর সঙ্গে মানবতাকে মিলিত করার জন্য সেই মানবতাকে যদি না ধারণ করতেন, তাহলে কি করে পুণ্যবান আচার্যরা বলতে পারতেন, পিতা ঈশ্বরই খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন?

আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঈশ্বরের শিষ্যেরা খ্রীষ্টকে মানবে-বাস-করা-ঐশবাণী বলে নয়, বরং মাংস-হওয়া-বাণী, অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা-বিশিষ্ট মাংসের সঙ্গে যুক্ত বাণী বলেই তাঁকে প্রচার করেন। তাতে গৌরবের প্রভু ও সেই ক্রুশবিদ্ধজন এক!

সুতরাং তাঁকে তাঁর মাংসে বা তাঁর মাংসের বাইরে, পৃথকভাবে বা আমাদের মধ্যে-বাস-করা-ঐশবাণী যা বলেই ধারণ করি না কেন, তিনি হলেন ঈশ্বরজ্ঞানের সুগন্ধ, কেননা যাঁর কাছ থেকে তিনি আগত, নিজের স্বরূপ অনুযায়ী যে মঙ্গলদান, তা সেই পিতার সুগন্ধ ব'লে আমাদের উপর ছড়িয়ে দেন।

শ্লোক কল ১:২৪; ফিলি ৩:১০

প্র তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত, এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি,
উ তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী—যার সেবক হয়েছি। আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি,
উ তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী—যার সেবক হয়েছি। আল্লেলুইয়া।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৪:১৪–১৫:৪

ফসল কাটার ক্ষণ এসেছে

আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, একটা সাদা মেঘ, আর সেই মেঘের উপরে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন আসীন: তাঁর মাথায় সোনার মুকুট ও তাঁর হাতে ধারালো একটা কাস্তে। পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এসে, যিনি মেঘের উপরে আসীন, তাঁকে উদ্দেশ করে উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: 'কাস্তে চালান, ফসল কেটে নিন; ফসল কাটার ক্ষণ এসেছে, কারণ পৃথিবীর ফসল পেকে গেছে।' তখন মেঘের উপরে যিনি আসীন, তিনি তাঁর কাস্তে পৃথিবীতে চালালেন, ও পৃথিবীর ফসল কাটা হল।

পরে স্বর্গীয় পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন; তাঁরও হাতে ধারালো একটা কাস্তে ছিল। আর যজ্ঞবেদি থেকে অন্য এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন, আগুনের উপরেই যাঁর অধিকার; এবং সেই ধারালো কাস্তে যাঁর ছিল, তাঁকে উদ্দেশ করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'তোমার ধারালো কাস্তে চালাও, পৃথিবীর আঙুরলতার যত গুচ্ছ কেটে নাও, কারণ তার ফল পেকেছে।' তাই ওই স্বর্গদূত পৃথিবীতে তার কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর যত আঙুরগুচ্ছ কেটে নিলেন, আর ঈশ্বরের রোষের বিশাল মাড়াইকুণ্ডে তা ফেলে দিলেন। মাড়াইকুণ্ডের আঙুরফল নগরদ্বারের বাইরে মাড়াই করা হল, আর তখন মাড়াইকুণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়তে লাগল—ঘোড়ার বল্গা পর্যন্ত উচ্চ হয়ে তিনশ' কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

পরে আমি স্বর্গলোকে আর একটা চিহ্ন দেখতে পেলাম—মহান ও আশ্চর্য একটা চিহ্ন: সপ্ত স্বর্গদূত সাতটা আঘাত নিয়ে আসছেন—এগুলো শেষ আঘাত, কারণ সেগুলোর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের ক্রোধ সিদ্ধি লাভ করার কথা।

আমি এও দেখতে পেলাম: যেন আগুনে মেশানো একটা গনগনে কাঁচের সমুদ্র; এবং যারা সেই পশু ও তার মূর্তি ও তার নামের প্রতীক-সংখ্যার উপর বিজয়ী হয়েছিল, তারা সেই কাঁচের সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের হাতে ঈশ্বর থেকে আগত বীণা। তারা ঈশ্বরের দাস মোশীর বন্দনাগান ও মেষশাবকের বন্দনাগান গাইছে:

'মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা!
কেইবা ভীত হবে না, প্রভু?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র!
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
কারণ ধর্মময়তায় সাধিত তোমার যত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।'

শ্লোক প্রত্যা ১৫:৩; যাত্রা ১৫:১১

প্র তারা মেষশাবকের বন্দনাগান গাইছে: মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
উ ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা! আল্লেলুইয়া।
প্র দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু? কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম, গৌরবে ভয়ঙ্কর, আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক?
উ ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা! আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রত্যাদেশ পুস্তকে দৈত্জের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা ৯ম পুস্তক ১৫

লোহিত সাগর-পার ও দীক্ষাস্নান

এসো, আমরা প্রভুর উদ্দেশে গান গাই, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে

দিলেন।

যাত্রাপুস্তকে মোশীর গীতিকা যে এমন আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসারে ধরা যেতে পারে যা সুসমাচারের প্রচারিত নবজন্মের শিক্ষার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, তা সকলেরই জানা কথা। গীতিকাটি বিশেষভাবে জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। তাই ঈশ্বরের দাস মোশীর গীতিকা ও মেষশাবকের গীতিকা স্বর্গধামে পবিত্রজনদের গাওয়া গীতিকা বলে বর্ণনা ক'রে প্রত্যাদেশ পুস্তকের লেখক যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 'ঈশ্বরের দাস মোশীর গীতিকা ও মেষশাবকের গীতিকা' তেমন শিরনাম দেওয়ায় লেখক একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মিলন ঘটান। মোশীর পরিচালনায় লোহিত সাগর-পার সেই মহাকাজেরই পূর্বাভাস হিসাবে পরিলক্ষিত হয়, যা ঈশ্বরের মেষশাবক খ্রীষ্ট দীক্ষাস্নান-সাক্রামেন্তের নবজন্মদানকারী জলে আমাদের জন্য সাধন করলেন।

এখানে 'ঈশ্বরের মেষশাবক' নামটি খুব সুন্দরভাবে ঈশ্বরের পুত্রেরই ভূমিকা মনে করিয়ে দেয়, যাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে আমরা দীক্ষাস্নাত হয়েছি। যখন মোশী সেই গীতিকা প্রথম ধরলেন, তিনি তখন এমন একটা ঘটনার সম্মানার্থেই তা করলেন যা একটা মেষশাবকের বলিদানেই শুরু হয়েছিল। ঈশ্বর নিজে আদেশ দিয়েছিলেন যেন প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় একটা মেষশাবক বলীকৃত হয়। সেই মেষশাবকের হত্যাকাণ্ড ছিল ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রীষ্টেরই মৃত্যুর দৃষ্টান্ত যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বলীকৃত হবার কথা।

সাধু যোহনের দর্শন অনুসারে পবিত্রজনেরা গেয়ে চলেছিলেন, *মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর! ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বযুগের রাজা!* এ গীতিকা ও ঈশ্বরের দাস মোশীর গীতিকার শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু উভয় গীতিকার মূল বক্তব্য একই। প্রাক্তন সন্ধির গায়কেরা একটামাত্র জয়ধ্বনি নিয়ে তুষ্ট ছিল না, তারা বরং তাঁর মহা কীর্তিকলাপের জন্য বারে বারে প্রভুর প্রশংসাগান করত। তাদের জয়ধ্বনি এরূপ ছিল: *প্রভু সুপরিচিত; তাঁর ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান;* তারা এ স্তুতিও গান করত, *দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু? কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম?*

অতএব, যেহেতু পবিত্রজনেরা মোশীর মত গান করেন ও উভয় গীতিকার মূল বক্তব্য একই, সেজন্য মোশীর সঙ্গে তাঁদের এ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সাধু যোহন বললেন, তাঁরা মোশীর গীতিকা গান করছিলেন। কিন্তু যদিও একদিকে তাঁরাও সানন্দে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বীণার ঝঙ্কারে প্রভুর প্রশংসাগান করেন, তবু অন্যদিকে তাঁদের গীতিকাটা ছোট একটা শ্লোকেই ব্যক্ত। শ্লোকটা ছোট হলেও তবু গুরুত্বপূর্ণ দু'টো প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে, যথা: ঈশ্বরের শক্তি ও শাশ্বত রাজার ন্যায্যতা। 'মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ' উক্তিতে ঈশ্বরের শক্তি ঘোষিত হয়, এবং 'ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ' উক্তিতে তাঁর ন্যায্যতাই স্বীকৃত হয়। উক্তি দু'টোর মধ্যে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টাই অধিক স্বীকৃতির যোগ্য। তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি দেখি বিধায় আমরা যদি ঈশ্বরকে দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে ভয় ও প্রশংসা করি, তাহলে আমাদের স্বীকৃতি যথার্থ বটে, আমরা কিন্তু যদি সেই কর্মকীর্তির ভিত্তিস্বরূপ ঐশন্যায্যতাকে চিনতে পারি ও যত প্রতিকূল অবস্থায় সেই ন্যায্যতাকে যথাসাধ্য প্রচার করি, তাহলেই আমরা মহত্তর আশীর্বাদ লাভ করব। আমরা বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেললেও একথা সত্য! আমরা সত্যিই ঐশআশীর্বাদের পাত্র, যদি যে কোন অবস্থায় ঈশ্বরের ন্যায্যতার আরাধনা করি ও প্রেরিতদূত পলের একথা বলতে বলতে ঈশ্বরকে পূজা করি, *আহা, কতই না গভীর ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য। কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ!*

শ্লোক সাম ১৯:৯; ১১৯:১৪২

প্র প্রভুভয় পুণ্যময়, চিরস্থায়ী।
উ প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়। আল্লেলুইয়া।
প্র তোমার ধর্মময়তা চিরধর্মময়, তোমার বিধান সত্য।
উ প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৩:৪৪–১৪:৭

বিজাতীয়দের কাছে পল ও বার্নাবাসের বাণীপ্রচার

পরবর্তী সাব্বাৎ দিনে শহরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য সমবেত হল। কিন্তু ইহুদীরা এত বিপুল জনতাকে দেখে ঈর্ষায় ভরে উঠল, এবং নিন্দা করতে করতে পলের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করতে লাগল। তখন পল ও বার্নাবাস সৎসাহসের সঙ্গে একথা বললেন: 'প্রথমে আপনাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল; কিন্তু আপনারা যখন তা সরিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করছেন, তখন দেখুন, আমরা বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি; কারণ প্রভু আমাদের ঠিক এই আজ্ঞা দিলেন:

আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে রেখেছি
তুমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বহন কর আমার পরিত্রাণ।'

তা শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল ও প্রভুর বাণীর গৌরবকীর্তন করতে লাগল; এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল। প্রভুর বাণী সেই দেশের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল। কিন্তু ইহুদীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের ভক্তপ্রাণ মহিলাদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তুলল, পল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু করে দিল, এবং নিজেদের এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে বের করে দিল। তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়মের দিকে গেলেন। কিন্তু নতুন শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

ইকনিয়মেও তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন, এবং এমনভাবে কথা বললেন যে, ইহুদী ও গ্রীক বহু লোক বিশ্বাসী হল। কিন্তু যে ইহুদীরা বিশ্বাস করতে সম্মত হল না, তারা ভাইদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের মন উত্তেজিত করে বিষিয়ে তুলল। তবু তাঁরা সেখানে অনেক দিন কাটালেন ও প্রভুতে সাহস রেখে প্রচার করলেন, আর তিনিও, তাঁদের হাত দ্বারা নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটতে দেওয়ায়, নিজের অনুগ্রহের বাণীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তখন শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল: এক দল ইহুদীদের পক্ষে, আর এক দল প্রেরিতদূতদের পক্ষে। কিন্তু বিজাতীয়রা ও ইহুদীরা তাদের সমাজনেতাদের সমর্থনে একদিন তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে ও পাথর মারতে চেষ্টা করল, তখন সংবাদ পেয়ে তাঁরা লিকাওনিয়া প্রদেশের লিস্ত্রা ও দের্বা শহরে ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে পেরিয়ে গেলেন; আর সেখানে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

শ্লোক রো ১১:১-২,৫,১২

প্র ঈশ্বর কি তাঁর আপন জাতিকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের কথা! ঈশ্বর যে জাতিকে আগে থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি।
উ সেই জাতির অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। আল্লেলুইয়া।
প্র যখন তাদের কমতি হল বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে?
উ সেই জাতির অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **৭:৬-৭**

পরীক্ষার সময়ে আশাই সান্ত্বনা দেয়

আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার—তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।

তোমার বচন এ আশাকে, এ সান্ত্বনাকেই আমার অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে, আমি যেন এ যুগের দুর্দশা সহ্য করতে পারি। যখন পল খ্রীষ্টনামকে নির্যাতন করেন, তখন তাঁর আশার সান্ত্বনা নেই; কিন্তু যখন সেই নামের খাতিরে কষ্টভোগ করেন, তখন সান্ত্বনা থেকে আশা গ্রহণ করেন। শোন কী করে বিশ্বাসী হওয়ার পর তিনি আমাদের সান্ত্বনা দেন: *খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা*

নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? ঠিক যেমনটি লেখা আছে, 'তোমার খাতিরেই আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য।' এরপর তিনি বলে চলেন কীভাবে এসব কিছু ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করা যায়: *কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।*

সুতরাং যদি কেউ প্রতিকূলতা, নির্যাতন, বিপদ, মৃত্যু, তীব্র অসুস্থতা, দস্যুর আক্রমণ, নিজ সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ বা যাই কিছু এজগতে সর্বনাশ বলে গণ্য তাই জয় করতে চায়, সে এসবকিছু সহজে জয় করবে যদি তার সান্ত্বনাদানকারী আশা থাকে। এসব কিছু ঘটলেও তথাপি তা তারই পক্ষে তত তীব্র হবে না, যে বলতে পারে, *আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়।* কেননা যে উচ্চতর কিছু আশা করে, সে কখনও নিম্নতর কিছুতে আশাভ্রষ্ট হয় না।

অতএব অবমাননার সময়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয় সেই আশা যা প্রবঞ্চনা করে না। আমার মতে পরীক্ষার সময় হল আমাদের আত্মার অবমাননার সময়, কেননা আত্মা তখনই অবনমিত যখন প্রলুব্ধকারী শয়তানের হাতে সমর্পিত ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে আত্মা লড়াই ও অশুভ শক্তির আক্রমণের অভিজ্ঞতা করে। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষায় ঈশ্বরের বচন আত্মাকে সঞ্জীবিত করে।

ঈশ্বরের বচনই হল আমাদের আত্মার জীবন-শক্তি, এ বচনই আত্মার পুষ্টিসাধন করে, তার বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে চালিত করে। ঈশ্বরের বাণী ছাড়া আত্মাকে সঞ্জীবিত করতে পারে আর তেমন কিছুই নেই; কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের বাণীকে গ্রহণ করি, আপন করি ও হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আত্মায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ যতখানি বৃদ্ধি পায়, আত্মার জীবনও ততখানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে আত্মায় যখন ঈশ্বরের বাণী হ্রাস পায়, তখন তার জীবনও হ্রাস পায়। ফলে, যেমন আমাদের দেহ ও আত্মার মিলন প্রাণবায়ু থেকে প্রেরণা, পুষ্টি ও শক্তি পায়, তেমনি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের বাণী ও তাঁর আত্মিক অনুগ্রহ দ্বারাই সঞ্জীবিত হয়।

সুতরাং এমন প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন, আমরা যেন জাগতিক সবকিছু সরিয়ে দিই, ঈশ্বরের বাণীকে অন্তরে গেঁথে রাখি, সেই বাণীকে আমাদের প্রাণে, অনুভূতিতে, সঙ্কল্পে, চিন্তায় ও কাজে সঞ্চার করি যেন আমাদের আচরণেই শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারি ও দিব্য আজ্ঞাগুলির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করি; যাতে করে আমরাও বলতে পারি: *তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।*

শ্লোক সাম ৯৪:২২; ১১৮:১৪

প্র প্রভুই আমার দুর্গ,
উ আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়। আল্লেলুইয়া।
প্র প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান; তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
উ আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়। আল্লেলুইয়া।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৫:৫–১৬:২১

ঈশ্বরের ক্রোধের সাতটা বাটি

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গলোকে সাক্ষ্য-তাঁবুর পবিত্রধাম খুলে দেওয়া হল; আর যে সপ্ত স্বর্গদূত সেই সাতটা আঘাত বহন করেন, তাঁরা পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে এলেন: তাঁরা বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসনে পরিবৃত; তাঁদের বুকে সোনার বন্ধনী বাঁধা। চার প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে সাতটা সোনার বাটি দিলেন—সেগুলি তাঁরই রোষে পরিপূর্ণ, যিনি যুগে যুগে চিরকাল জীবনময় ঈশ্বর। তখন পবিত্রধামটি ঈশ্বরের গৌরব থেকে ও তাঁর পরাক্রম থেকে নির্গত ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ হল; এবং সেই সপ্ত স্বর্গদূতের সাতটা আঘাত

সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত কারও পক্ষে পবিত্রধামে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।

পরে আমি শুনতে পেলাম, পবিত্রধাম থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে উদ্দেশ করে বলল, 'যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটা বাটি পৃথিবীর উপরে ঢেলে দাও।'

প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর উপরে নিজ বাটি ঢেলে দিলেন, আর তখনই, যত মানুষ সেই পশুর প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত ছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করছিল, তাদের সর্বাঙ্গে ব্যথাজনক ও বিষাক্ত ঘা ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি সমুদ্রের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সমুদ্র মৃতলোকের রক্তের মত হল, এবং জীবিত যত প্রাণী সমুদ্রে ছিল, সবই মারা গেল।

তৃতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি নদনদী ও জলের উৎসধারার উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সেই সব রক্ত হয়ে গেল। তখন আমি শুনতে পেলাম, জলাশয়ের স্বর্গদূত একথা বলছেন: 'তুমি ধর্মময়—যে-তুমি আছ, যে-তুমি ছিলে, হে পবিত্রজন! কারণ তেমন বিচার সম্পন্ন করেছ: ওরাই পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল, আর ওদের তুমি পান করার মত রক্ত দিয়েছ—তেমন পানীয়ের তারা সত্যি যোগ্য!' আর আমি শুনতে পেলাম, যজ্ঞবেদিটা নিজেই একথা বলছে: 'হ্যাঁ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সত্যময় ও ন্যায্যই তোমার বিচারগুলি।'

চতুর্থ স্বর্গদূত নিজ বাটি সূর্যের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সূর্যকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন আগুনের উত্তাপে মানুষকে দগ্ধ করে। তখন মানুষেরা সেই মহা উত্তাপে দগ্ধ হতে লাগল, এবং সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করল, এই সমস্ত আঘাতের উপর যাঁর ক্ষমতা আছে; তাঁকে গৌরব আরোপ করার জন্য তারা মনপরিবর্তন করল না!

পঞ্চম স্বর্গদূত নিজ বাটি সেই পশুর সিংহাসনের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন তার রাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল, এবং লোকেরা যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল, এবং তাদের যন্ত্রণা ও ঘায়ের জন্য স্বর্গেশ্বরের নিন্দা করতে লাগল: নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে মনপরিবর্তন করল না!

ষষ্ঠ স্বর্গদূত নিজ বাটি ইউফ্রেটিস মহানদীর উপরে ঢেলে দিলেন, তখন নদীর জল শুকিয়ে গেল, ফলে প্রাচ্যদেশের রাজাদের জন্য আসার পথ প্রস্তুত হল। পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই নাগদানবের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে, ও নকল নবীদের মুখ থেকে বেঙের মত দেখতে তিনটে অশুচি আত্মা বেরিয়ে গেল। তারা অপদূতদেরই আত্মা, নানা চিহ্নকর্মের সাধক; তারা সারা জগতের রাজাদের কাছে যায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের জড় করার জন্য।—দেখ, আমি চোরের মতই আসছি! সুখী সেই জন, যে জেগে আছে, এবং নিজের পোশাক পরে আছে, যেন তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে হয়, এবং নিজের লজ্জা না দেখাতে হয়।—এবং সেই রাজারা এমন স্থানে জড় হল, হিব্রু ভাষায় যার নাম হার্মাগেদোন।

সপ্তম স্বর্গদূত নিজ বাটি আকাশের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন পবিত্রধামের মধ্য থেকে, সিংহাসনের দিক থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'যা ঘটবার ঘটেছে!' তখন দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, শোনা গেল নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ, এবং এক মহাভূমিকম্প দেখা দিল—এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প, পৃথিবীতে মানুষ অস্তিত্ব পাবার সময় থেকে যার সমান কখনও ঘটেনি। মহানগরীটা তিন ভাগে ফেটে গেল, জাতিগুলির সকল নগরেরও পতন ঘটল। মহতী বাবিলনের কথা ঈশ্বরের স্মরণ হল, যেন তাকে সেই পানপাত্র পান করানো হয়, যা তাঁর জ্বলন্ত রোষের আঙুররসে পরিপূর্ণ। প্রতিটি দ্বীপ তখন পালিয়ে গেল, কোন পাহাড়পর্বতের উদ্দেশও আর পাওয়া গেল না। আর আকাশ থেকে বড় এক শিলাবৃষ্টি হল—এক একটা শিলার ভার এক মণ! শিলাবৃষ্টির তেমন আঘাতের জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করল, কারণ সেই আঘাত সত্যিই মস্ত বড় এক আঘাত।

শ্লোক মথি ২৪:৪৩; প্রত্যা ১৬:১৫; ১ থে ৫:৩

প্র চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত। প্রভু বলছেন, দেখ, আমি চোরের মতই আসছি।

উ সুখী সেই জন, যে জেগে আছে। আল্লেলুইয়া।

প্র লোকে যখন বলবে, 'এবার শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই বিনাশ তাদের উপর হঠাৎ নেমে পড়বে।

℟ সুখী সেই জন, যে জেগে আছে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' **১ম পুস্তক ১০৮-১১১**

খ্রীষ্টে আমাদের জীবন নয়, আমাদের দণ্ডই মরে গেছে

হে ক্রুশের দিব্য রহস্য! হে ক্রুশ, তোমাতেই দুর্বলতা সুস্থির, সদ্‌গুণ মুক্ত, রিপু শৃঙ্খলিত, জয়ধ্বজা উত্তোলিত! এজন্য সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলে ওঠেন, *তোমার ভয়ের পেরেক দ্বারা আমার মাংস বিদ্ধ কর:* দণ্ডের চেয়ে সদ্‌গুণেরই শক্তি নির্দেশ করার জন্য লোহার পেরেক নয়, ভয় ও বিশ্বাসেরই পেরেকের কথা উল্লিখিত। কারও শেকলে আবদ্ধ না হয়েও পিতর বিশ্বাসের শেকলেই আবদ্ধ বিধায় মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করেছিলেন: বিশ্বাস যাঁকে শেকলাবদ্ধ করেছিল, দণ্ড তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি, অপরপক্ষে তিনি যখন ইহুদীদের দ্বারা শেকলাবদ্ধ হলেন, তখন যেহেতু তিনি খ্রীষ্ট থেকে দূরে যাননি সেজন্য ভক্তি তাঁকে মুক্ত করল, দণ্ড তাঁকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি।

তবে তুমিও পাপের কাছে মৃত্যু বরণ করায় পাপকে বিদ্ধ কর, কেননা যে কেউ পাপের কাছে মরে সে ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করে। তাঁরই জন্য জীবনযাপন কর, যিনি তাঁর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, বরং মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন যেন তাঁর দেহে আমাদের পাপময় ভাবাবেগ ক্রুশবিদ্ধ হতে পারে। হ্যাঁ, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন আমরা যেন তাঁর পুনরুজ্জীবিত দেহে জীবন পেতে পারি। অতএব তাঁর মধ্যে আমাদের জীবন নয়, আমাদের দণ্ডই মরেছে। *তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।* ক্রুশবৃক্ষ যেন আমাদের ত্রাণজাহাজ, আমাদের বাহন—দণ্ড নয়! শাশ্বত এই ত্রাণবাহন বিনা অন্য পরিত্রাণ নেই: এজন্যই আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করেও তা অনুভব করি না, দণ্ড তুচ্ছ করেও তার কষ্ট পাই না, ভয় উপেক্ষা করেও তার কথা ভুলে যাই। তবে যাঁর ক্ষতগুণে আমরা সুস্থ হয়ে উঠেছি, খ্রীষ্ট ছাড়া তিনি কেইবা হতে পারেন? তাঁর বিষয়ে ইসাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর ক্ষতগুলি হল আমাদের পক্ষে প্রতিকার; তাঁর বিষয়ে আপন পত্রগুলিতে প্রেরিতদূত পল বলেছিলেন, *তিনি কোন পাপ জানেননি।*

শ্লোক ১ পি ২:২৪; ইসা ৫৩:৫

প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,
উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। আল্লেলুইয়া।
প্র আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম,
উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৪:৮–১৫:৪

লিস্ত্রায় বাণীপ্রচার

লিস্ত্রায় একজন লোক ছিল, যে জীবনে কখনও হাঁটতে পারেনি, কারণ তার পায়ে বল ছিল না, মাতৃগর্ভ থেকেই সে খোঁড়া ছিল। লোকটি পলের কথা শুনছিল; আর তিনি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, সুস্থ হতে পারবে বলে তার বিশ্বাস আছে দেখে জোর গলায় বললেন, 'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও।' আর লোকটি লাফ দিয়ে উঠল ও হাঁটতে লাগল। পল যা করেছেন, তা দেখে জনতা লিকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!' আর তারা বার্নাবাসকে জেউস আর প্রধান বক্তা বলে পলকে হের্মেস বলল।

তারপর নগরপ্রাচীরের বাইরে জেউসের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কতগুলো বৃষ ও মালা মন্দিরদ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে একটা যজ্ঞ দিতে চাচ্ছিল। তা শুনে প্রেরিতদূত বার্নাবাস ও পল নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও লোকদের মধ্যে ছুটে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বন্ধু সকল! এসব কেন করছ? আমরাও তোমাদের মত

সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ করে সেই জীবনময় ঈশ্বরেরই দিকে ফের, *যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সবকিছুর মধ্যে যা কিছু আছে নির্মাণ করলেন।* তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন; তবু তিনি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি, কেননা তিনি মঙ্গল সাধন করে এসেছেন; হ্যাঁ, তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ঋতুতে ঋতুতে তোমাদের ফসল উৎপাদন করে এসেছেন, আর খাদ্য দানে তোমাদের দেহ ও আনন্দ দানে তোমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে এসেছেন।' এই সকল কথা বলে তাঁরা কষ্ট করে জনতাকে থামাতে পারলেন যেন তারা তাঁদের উদ্দেশে সেই যজ্ঞ না দেয়।

কিন্তু আন্তিওখিয়া ও ইকনিয়ম থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে জনতাকে নিজেদের পক্ষে জয় ক'রে পলকে পাথর ছুড়ে মারল ও শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; মনে করছিল, তিনি মারা গেছেন। শিষ্যেরা এসে তাঁর চারপাশে জড় হল, তিনি কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন বার্নাবাসের সঙ্গে তিনি দের্বার দিকে রওনা হলেন।

সেই শহরে শুভসংবাদ প্রচার করে ও অনেককে শিষ্য করে তাঁরা লিস্ত্রা, ইকনিয়ম ও আন্তিওখিয়া হয়ে ফিরে গেলেন; যেতে যেতে তাঁরা শিষ্যদের মন সুস্থির করতেন, এবং তাদের আশ্বাস দিতেন, তারা যেন বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকে; তাঁরা বলতেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে।' তাঁরা তাদের জন্য প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত করলেন, এবং উপবাস ও প্রার্থনা করে সেই প্রভুরই হাতে তাদের সঁপে দিলেন যাঁর প্রতি তারা বিশ্বাস রেখেছিল। পরে পিসিদিয়া পেরিয়ে তাঁরা পাম্ফিলিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা পের্গায় বাণী প্রচার করে আত্তালিয়ায় গেলেন; এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সেই আন্তিওখিয়ারই দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁরা, এই যে কাজ পূর্ণ করে এসেছিলেন, তা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন।

একবার এসে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জনমণ্ডলীকে সমবেত করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে কত কাজ সাধন করেছিলেন ও তিনি যে বিজাতীয়দের জন্য বিশ্বাসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন। সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন কাটালেন।

একসময় যুদেয়া থেকে কয়েকজন লোক এসে ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগল যে, 'তোমরা যদি মোশীর পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে পরিচ্ছেদিত না হও, তবে পরিত্রাণ পেতে পারবে না।' এতে মতভেদ সৃষ্টি হল, এবং পল ও বার্নাবাস তাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক করলে পর এ স্থির করা হল যে, সেই সমস্যার মীমাংসার জন্য পল, বার্নাবাস আর তাঁদের আরও কয়েকজন যেরুসালেমে প্রেরিতদূতদের ও প্রবীণবর্গের কাছে যাবেন। জনমণ্ডলী খানিকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এল, আর তাঁরা ফিনিশিয়া ও সামারিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে সকলের কাছে বর্ণনা করছিলেন কেমন করে বিজাতীয়রা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল; এতে সমস্ত ভাইদের মধ্যে বড়ই আনন্দ জাগিয়ে তুললেন। তাঁরা যেরুসালেমে এসে পৌঁছলে জনমণ্ডলী, প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন; এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে সকল কাজ সাধন করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন।

শ্লোক শিষ্য ১৪:১৫; ইসা ৪৫:১৮

প্র আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ ক'রে ফের
উ সেই জীবনময় ঈশ্বরের কাছে যিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। আল্লেলুইয়া।
প্র একথা বলছেন সেই প্রভু, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন, সেই পরমেশ্বর, যিনি পৃথিবী সংগঠন ক'রে নির্মাণ করলেন, আমিই প্রভু, আর কেউ নয়! ফিরে এসো
উ সেই জীবনময় পরমেশ্বরের কাছে যিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। আল্লেলুইয়া।

খ্রীষ্টই মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত

খ্রীষ্ট বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত, ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত।*

তিনি হলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, কেননা পুনরুত্থান থেকে উদ্গত নবজন্মের শক্তি সকলকে দান করার জন্য তিনি নিজের মধ্যে মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা বিনাশ করলেন। তিনি হলেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত, কেননা সেই কপোতের চিহ্নে চিহ্নিত নবজন্মের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম জলে নবজন্ম নিলেন। সেই জলের মাধ্যমে যারা তাঁর সঙ্গে তেমন নবজন্মের সহভাগী হয়, তিনি তাদের আপন ভাই করলেন, ফলে তিনি তাদেরও মধ্যে প্রথমজাত যারা তাঁর পরে আত্মা ও জলে নবজন্ম গ্রহণ করে। এক কথায়, যে ত্রিবিধ জন্ম দ্বারা মানবস্বরূপ সঞ্জীবিত হয়, এ ত্রিবিধ জন্মের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথমজাত: প্রথম জন্ম হল প্রাকৃতিক জন্ম, দ্বিতীয়টা দীক্ষাস্নান-সাক্রামেন্তে সাধিত, তৃতীয়টা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে প্রত্যাশিত। দ্বিবিধ নবজন্মের তথা দীক্ষাস্নান ও পুনরুত্থানে সাধিত নবজন্মের প্রথমজাত হলেও, তিনি তবু মাংসগত জন্মের বেলায়ও প্রথমজাত, কেননা কুমারীর মাধ্যমে তিনি নিজের মধ্যে নতুন ও প্রকৃতির কাছে অজানা জন্ম সাধন করলেন, এমন জন্ম যা অতীতকালেও কেউই কখনও সাধন করতে পারেনি। এসব কিছু যদি বিচারবুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি করা যেতে পারত, তাহলে যে সৃষ্টির তিনি প্রথমজাত, সেই সৃষ্টির অর্থও অজানা থাকত না, কেননা আমরা আমাদের প্রকৃতির দ্বিবিধ সৃষ্টির কথা অবগত আছি: প্রথমটা অনুসারে আমরা গঠিত হয়েছি, দ্বিতীয়টা অনুসারে পুনর্গঠিত হয়েছি। অবাধ্যতার ফলে আমরা যদি প্রথম সৃষ্টি নিরর্থক না করতাম, তবে দ্বিতীয় সৃষ্টির কোন প্রয়োজন থাকত না।

অতিবৃদ্ধ, দুর্বলতাপ্রাপ্ত, নশ্বর যে সৃষ্টি, তা খ্রীষ্টে নবীন হয়ে উঠবে—এ প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে পুরনো জিনিসের চিহ্নমাত্রও দেখা উচিত না: *আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট। যে কেউ খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে; দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।* মানবস্বরূপের স্রষ্টা, যিনি আদিতে তা গড়লেন ও পরবর্তীতে তা পুনর্গঠন করলেন, তিনি এক ও একই সৃষ্টিকর্তা: সেকালে তিনি ধুলা থেকেই মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন; দ্বিতীয়বার তিনি কুমারী থেকে ধুলা ধারণ ক'রে কেবল একটা মানুষকে গড়েননি, তিনি বরং নিজেকেই গড়লেন। আগে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, পরে সৃষ্ট হয়েছেন; আগে বাণী মাংসকে গড়লেন, পরে বাণী মাংস হলেন, যাতে তিনি আমাদের মাংসকে আত্মায় পরিবৃত করতে পারেন। রক্তমাংস হলেন বিধায় তিনি আমাদেরই একজন।

এজন্য, খ্রীষ্টে এই যে নবসৃষ্টির যিনি নিজেই উৎপত্তিস্বরূপ, তিনি সেই 'নবসৃষ্টির প্রথমজাত' বলে অভিহিত; অর্থাৎ কিনা যারা জীবনে জন্ম নেয় বা যারা তাঁর পুনরুত্থান গুণে মৃতদের মধ্য থেকে নবজন্ম লাভ করে, সকলেরই নির্বিশেষে তিনি অগ্রনায়ক ও প্রথমফসল, যাতে করে তিনি নিজের মধ্যে সকল দীক্ষিতকে প্রথমফসলই যেন পবিত্রিত ক'রে জীবিত ও মৃতদের প্রভু হতে পারেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২,২১

℣ আসলে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।
℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।
℣ যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।
℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৭:১-১৮

মহতী বাবিলনের বিচার

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] যে সপ্ত স্বর্গদূতদের হাতে সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'কাছে এসো, আমি তোমাকে দেখাব সেই মহাবেশ্যার বিচারদণ্ড, যে বেশ্যা বিপুল জলরাশির উপরে আসীনা, পৃথিবীর রাজারা যার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা যার বেশ্যাচারের আঙুররসে মত্ত হয়েছে।' স্বর্গদূত আত্মায় আমাকে এক মরুপ্রান্তরে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেখানে আমি এক নারীকে দেখলাম, যে উজ্জ্বল-লাল রঙের এমন পশুর পিঠে আসীনা যার সাতটা মাথা ও দশটা শিঙ ও যার সারা গায়ে ঈশ্বরনিন্দাজনক যত নাম লেখা আছে। নারী নিজেও বেগুনি ও উজ্জ্বল-লাল রঙের পোশাক পরে আছে, সোনার ও মণিমুক্তার গয়নায় ভূষিতা, এবং তার হাতে রয়েছে একটা সোনার পানপাত্র, যা তার যত জঘন্য কর্ম ও তার বেশ্যাচারের যত মলিনতায় ভরা; তার কপালে একটা নাম লেখা আছে: রহস্য, অর্থাৎ মহতী বাবিলন, বেশ্যাদের জননী ও পৃথিবীর যত জঘন্য কর্মের জননী। আমি লক্ষ করলাম, নারীটা মাতাল—পবিত্রজনদের রক্তে ও যীশুর সাক্ষীদের রক্তেই মাতাল। তাকে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আমি সেই নারীর, ও তার বাহনের অর্থাৎ সাত মাথা ও সাত শিঙের সেই পশুর রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

যে পশুকে তুমি দেখলে, সে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই; সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে, কিন্তু সর্বনাশের দিকেই যাবে। আর পৃথিবীর অধিবাসী যত লোকের নাম জগৎপত্তনের সময় থেকে জীবন-পুস্তকে লেখা নেই, তারা যখন দেখবে সেই পশুকে যে ছিল, এখন আর নেই, পরে আবার হাজির হবে, তখন আশ্চর্য হবে। এইখানে এমন মন থাকা চাই যা প্রজ্ঞাময়! সেই সাত মাথা হল সেই সাত পর্বত যার উপরে নারীটা আসীনা; সেই সাত মাথা আবার হল সাত রাজা: তাদের পাঁচজনের এরই মধ্যে পতন হয়েছে, এখনও একজন বাকি রয়েছে, অপর একজন এখনও আসেনি; যখন আসবে তখন তাকে অল্পকাল থাকতে হবে। আর যে পশু ছিল, এখন আর নেই, সে নিজেও এক রাজা—একইসঙ্গে সেই অষ্টম রাজা ও সেই সাতজনের একজন; সে কিন্তু সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে।

যে দশটা শিঙ তুমি দেখলে, সেগুলো হল দশ রাজা; তারা এখনও রাজ্যভার নেয়নি, কিন্তু এক ঘণ্টার জন্য তারা সেই পশুর সঙ্গে রাজ-অধিকার পাবে; তাদের নিজেদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব পশুর হাতে তুলে দেবার জন্য তারা একমত। তারা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের উপর বিজয়ী হবেন, কারণ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা; আর তাঁর অনুগামী যাঁরা, সেই আহূত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত জনেরাও বিজয়ী হবেন।'

স্বর্গদূত বলে চললেন, 'সেই যে জলরাশি তুমি দেখলে, যার উপরে বেশ্যাটা আসীনা ছিল, সেই জলরাশি হল সমস্ত জাতি, জনগোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার মানুষের প্রতীক। যে দশটা শিঙ তুমি দেখলে, সেগুলো বেশ্যাটাকে ঘৃণাই করবে: তাকে বিবস্ত্রা করবে ও উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখবে, পরে তার দেহমাংস খেয়ে ফেলবে ও তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কেননা ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা দিলেন, যেন তারা তাঁরই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে, এবং ঈশ্বরের বাণীগুলো যতদিন সিদ্ধি লাভ না করে, ততদিন তারা যেন তাদের নিজেদের রাজ্য সেই পশুর হাতে তুলে দেয়। আর যে নারীকে তুমি দেখলে, সে হল সেই মহানগরী, পৃথিবীর রাজাদের উপরে যার রাজ-অধিকার আছে।'

শ্লোক প্রত্যা ১৭:১৪; ৬:২

প্র পৃথিবীর প্রতাপশালীরা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের উপর বিজয়ী হবেন:
উ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা। আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁকে একটা বিজয়মুকুট দেওয়া হল, আর তিনি বিজয়ী হয়ে আরও অধিক জয় করতে বেরিয়ে পড়লেন:
উ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **২১:৬-৯**

দোষ বিনা যে অত্যাচারিত, সে-ই অকারণে নির্যাতন ভোগ করে

ক্ষমতাশালীরা আমাকে অকারণে নির্যাতন করে, তবু আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণী সকল। অন্ধকারের শাসনকর্তা সেই জগতের ক্ষমতাশালীরাও আছে, যারা তোমার আত্মাকে অত্যাচার করতে চেষ্টা করে ও তোমার অন্তরে থেকে তোমাকে নির্মমভাবে উৎপীড়ন করে: তুমি যদি দুর্বলমনা হয়ে তাদের কথা শোন ও তাদের আজ্ঞা মেনে চল, তারা তোমাকে জগতের যত রাজ্য, সম্মান ও ধন দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। এ ক্ষমতাশালীরা সময় সময় কারণে, আবার সময় সময় অকারণেই তোমাকে নির্যাতন করে। তারা অকারণে তাকেই নির্যাতন করে যার মধ্যে নিজেদের জন্য কিছুই না পেয়ে তাকে বশীভূত করতে চায়; তারা সঠিক কারণেই তাকে নির্যাতন করে যে তাদের হাতে নিজেকে ধরিয়ে দেবে ও জগৎ দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দেবে: যারা তাদের প্রজা হয়েছে, সেই ক্ষমতাশালীরা সঠিক কারণেই তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে দাবি করে ও তাদের কাছ থেকে অনিষ্টের করও দাবি করে।

সঠিকভাবেই তাকে সাক্ষ্যমর বলা হয় যে অকারণে নির্যাতনের উৎপীড়ন সহ্য করে, কেননা সে চুরি করেনি, কারও ক্ষতি করেনি, রক্তপাত করেনি, বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করেনি, অথচ চোরের চেয়ে তাকে তীব্রতর পীড়ন সহ্য করতে হয়। সে সত্যকথা বলে, অথচ কেউ তাকে শোনে না; সে কেবল উপকারী কথা বলে, অথচ লোকে তার নিন্দা করে—এমনটি ঘটে যে সে একথা বলতে পারে, *আমি যখন শান্তির কথা বলি, তখন তারা যুদ্ধই চায়।* দোষ বিনা যে অত্যাচারিত, সে-ই অকারণে নির্যাতন ভোগ করে; অপরাধীর মত সে আক্রান্ত, অথচ তার সাক্ষ্যদানের জন্য সে প্রশংসারই যোগ্য; প্রভুর নামে গর্ব করে বিধায় সে অপকর্মার মত অত্যাচারিত, অথচ ধর্মই সমস্ত সদ্‌গুণের ভিত্তি। বিশ্বাসগুরু হয়েও যে ধর্মহীন ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা ধর্মহীন বলে অভিযুক্ত, সে-ই অকারণে নিন্দার পাত্র। যে অকারণে আক্রান্ত, তাকে বলবান ও অবিচল হতে হবে একথা সন্দেহের অতীত। তাহলে কেনই বা সামসঙ্গীতে তিনি বলেন, *আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণী সকল?* ভয় তো দুর্বলতা, আশঙ্কা ও আতঙ্কেরই লক্ষণ। তথাপি এমন দুর্বলতা রয়েছে যা পরিত্রাণ এনে দেয়, এমন ভয় রয়েছে যা পবিত্রজনদেরই কাছে জানা, যেমন লেখা আছে, *প্রভুকে ভয় কর, তাঁর পবিত্রজন সকল,* এবং *সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে ভয় করে।* এর কারণ কী? কারণ *প্রভুর আজ্ঞাবলিতেই তার পরম প্রীতি।*

শ্লোক ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩

প্র আমরা যীশুর খাতিরে মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
উ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।
প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য;
উ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৫:৫-৩৫

মতভেদ

যেরুসালেমের মহাসভায়

ফরিসি সম্প্রদায়ের কয়েকজন—তাঁরা ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন—তখন প্রতিবাদ করে একথা বললেন যে, সেই লোকদের পক্ষে পরিচ্ছেদিত হওয়া আবশ্যক, মোশীর বিধান পালন করতে তাদের আদেশ দেওয়াও আবশ্যক।

বিষয়টা বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ সমবেত হলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'ভাইয়েরা, তোমরা জান, অনেক দিন আগেই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী শুনে বিশ্বাসী হয়। অন্তর্যামী পরমেশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক'রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; তাদের ও

আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। তাই, যে জোয়ালের ভার আমাদের পিতৃপুরুষেরা আর আমরাও বহন করতে সক্ষম হইনি, শিষ্যদের ঘাড়ে সেই জোয়াল চাপিয়ে তোমরা এখন কেনই বা ঈশ্বরকে যাচাই করছ? বরং আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যীশুর অনুগ্রহ গুণেই পরিত্রাণ পাব!'

গোটা জনসমাবেশ নীরব হয়ে পড়ল, আর বার্নাবাস ও পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে কি কি চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে তার বর্ণনা শুনল। তাঁদের কথা শেষ হলে যাকোব এই বলে কথা বলতে লাগলেন, 'ভাইয়েরা, আমার কথা শোন। সিমোন এইমাত্র জানিয়েছেন, কীভাবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন। একথার সঙ্গে নবীদের বাণী মেলে, যেহেতু লেখা আছে:

এরপরে আমি ফিরে আসব,
দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব,
তার ভগ্নস্তূপ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করব,

যেন বাকি মানুষেরা,
এবং যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে,
তারা প্রভুর অন্বেষণ করে।

একথা প্রভুই বলছেন, যিনি অনাদিকাল থেকে
এই সমস্ত কথা জানিয়ে আসছেন।

সুতরাং আমার অভিমত এ, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে, তাদের আমরা বিরক্ত করব না, তাদের কাছে শুধু লিখে পাঠাব, যেন তারা প্রতিমার কলুষ থেকে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার থেকে, এবং রক্ত-আহার থেকে বিরত থাকে। কেননা প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি শহরে মোশীর এমন লোক আছে যারা তাঁর কথা প্রচার করে; বাস্তবিকই প্রতিটি সাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহগুলিতে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হয়।'

তখন প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ গোটা জনমণ্ডলীর সঙ্গে স্থির করলেন, নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে পল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁদের আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন: এঁরা হলেন সেই যুদা, যিনি বার্সাব্বাস নামে পরিচিত, এবং সিলাস—ভাইদের মধ্যে দু'জনেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের হাতে এই পত্র লিখে পাঠালেন: 'প্রেরিতদূতদের, প্রবীণবর্গের ও ভাইদের পক্ষ থেকে, আন্তিওখিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অধিবাসী বিজাতীয় ভাইদের সমীপে: শুভেচ্ছা! আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়েও এখানকার কয়েকজন লোক তোমাদের কাছে গিয়ে নানা দাবি রেখে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এজন্য আমরা একমত হয়ে স্থির করেছি যে, কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তোমাদের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেব আমাদের সেই প্রিয় বার্নাবাস ও পলের সঙ্গে, যাঁরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামের জন্য নিজেদের প্রাণ নিবেদন করেছেন। সুতরাং যুদা ও সিলাসকে প্রেরণ করলাম: এঁরা নিজেরাও তোমাদের কাছে এই একই কথা মুখে জানাবেন। পবিত্র আত্মা ও আমরা স্থির করেছি, যেন এই কয়েকটা অবশ্যপালনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দেওয়া হয়, যথা: তোমাদের উচিত, প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা; এসব কিছু এড়িয়ে চললে তোমরা ঠিকই করবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

তাঁরা বিদায় নিয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে এলেন, এবং মণ্ডলীর সকলকে সমবেত করে পত্রটা তাদের হাতে তুলে দিলেন। তা পড়ে তারা পত্রটার আশ্বাসপূর্ণ কথায় আনন্দিত হল। তখন যুদা ও সিলাস, নিজেরাই নবী হওয়ায়, অনেক কথার মধ্য দিয়ে ভাইদের আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির করলেন। সেখানে কিছু দিন কাটাবার পর তাঁরা ভাইদের শান্তি-শুভেচ্ছা গ্রহণ করে বিদায় নিলেন, ও তাঁদের কাছে ফিরে গেলেন, যাঁরা তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন।

[কিন্তু সিলাস সেখানে থাকবেন বলে মনস্থ করলেন।] কিন্তু পল ও বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় থেকে গেলেন, এবং আরও অনেকের সঙ্গে শুভসংবাদ, অর্থাৎ প্রভুর বাণীর প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে লাগলেন।

শ্লোক শিষ্য ১৫:৮,৯; ১১:১৮

প্র অন্তর্যামী পরমেশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান করেছেন।
উ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন।
আল্লেলুইয়া।
প্র ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।
উ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন।
আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৩৬:১-২; ৩৭-৩৮**

খ্রীষ্টই একমাত্র পথ

প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যীশুখ্রীষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক।

তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা, তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে।*

অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আজ্ঞাগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। এসো, ভেবে দেখি, যারা আমাদের সেনাপতিদের অধীনে সংগ্রাম করে তারা কতই না শৃঙ্খলার সঙ্গে, কতই না তৎপরতা ও বাধ্যতার সঙ্গে তাদের আজ্ঞা পালন করে! সকলেই যে অধিপতি বা সহস্রপতি কিংবা শতপতি বা পঞ্চাশপতি হতে পারে এমন নয়, এক একজন বরং নিজ নিজ পদ অনুসারে রাজা ও সেনাপতির আজ্ঞা পালন করে। ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে। যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। যে শুচিতা বজায় রাখে, সে যেন গর্ব না করে, সে বরং যেন স্বীকার করে, অন্য কেউই আছেন যিনি তার উপর শুচিতা বর্ষণ করেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, একটু চিন্তা করি, আমরা কোথা থেকে গঠিত হয়েছি, আমরা যে কী, জগতে আসবার সময়ে আমরা কী রকম ছিলাম; এসো, চিন্তা করি, যিনি আমাদের গড়লেন ও সৃষ্টি করলেন, তিনি কোন্ অন্ধকারময় গহ্বর থেকে আমাদের এজগতে বের করে এনে আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত উপকার প্রস্তুত করলেন। তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক কল ১:১৮; ২:১২খ,৯-১০,১২ক

℣ তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত।
℟ ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। আল্লেলুইয়া।
℣ খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে। আর তোমরা তাঁরই মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ কর:
দীক্ষাস্নানে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ,
℟ ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। আল্লেলুইয়া।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৮:১-২০

বাবিলনের পতন

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন; তিনি মহাক্ষমতার অধিকারী; তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পতন হয়েছে, মহতী বাবিলনের পতন হয়েছে; সে অপদূতদের আস্তানা, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও জঘন্য পাখির কারাগার হয়ে পড়েছে! কেননা সকল দেশ তার উন্মত্ত বেশ্যাচারের আঙুররস পান করেছে, পৃথিবীর রাজারা তার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তার উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের উপরেই ধনী হয়েছে।'

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে অন্য এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়, এবং তার সমস্ত আঘাত ভোগ করতে না হয়; কেননা তার পাপ আকাশ পর্যন্তই রাশি রাশি হয়ে জমে গেছে এবং ঈশ্বর তার যত অপরাধ স্মরণ করেছেন। সে যেমন ব্যবহার করত, তোমরাও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার কর; সে যা কিছু করেছে, তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও; যে পাত্রে সে নিজের পানীয় মিশিয়ে দিত, সেই পাত্রে দ্বিগুণ পরিমাণ পানীয় মেশাও; সে যত গরিমা ও বিলাসিতা ভোগ করত, তত যন্ত্রণা ও শোক তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা সে মনে মনে বলত, আমি রানীর মত সিংহাসনে আসীনা; বিধবা? আমি তো নই; শোক? তা আমি কখনও দেখব না। এজন্য এক দিনেই যত আঘাত তার উপর এসে পড়বে—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ! এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ শক্তিমান প্রভুই সেই ঈশ্বর, যিনি তার বিচার করেছেন।'

পৃথিবীর যে সকল রাজা তার বেশ্যাচার ও বিলাসিতার সঙ্গী হয়েছে, তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখে তার জন্য কাঁদবে ও বুক চাপড়াবে; এবং তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা বলবে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, হে বাবিলন, হে পরাক্রমী নগরী, এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার এল!'

পৃথিবীর বণিকেরাও তার জন্য কাঁদছে ও বিলাপ করছে, কারণ তাদের ব্যবসার মাল কেউই আর কিনছে না—তত সোনা-রুপো, বহুমূল্য মণিমুক্তা, ক্ষোমের কাপড়, দামী বেগুনি ও রেশমের কাপড় ও উজ্জ্বল-লাল কাপড়, সবরকম সুগন্ধি কাঠ, সবরকম গজদন্তময় বস্তু, মূল্যবান কাঠ, ব্রঞ্জ, লোহা বা শ্বেতপাথরের সবরকম জিনিস; দারুচিনি ও এলাচ, ধূপধুনো, গন্ধনির্যাস ও শ্বেত-কুন্দুরু, আঙুররস, তেল, সেরা ময়দা ও শস্য; গবাদি পশু ও মেষের পাল, ঘোড়া ও রথ, ক্রীতদাস ও বন্দি মানুষ—এসব মাল কেউই আর কিনছে না। 'যত ফল ছিল তোমার প্রাণের অভিলাষ, সবই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে; তোমার যত শোভা ও ভূষা—সবই তোমার পক্ষে নষ্ট হয়েছে; সেসব কিছুর উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না।' সেসব মালের ব্যবসায়ী, যারা তার ধনে ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে বলবে: 'হায়, হায়, হে মহানগরী! তুমি যে সর্বাঙ্গে ছিলে ক্ষোম-বসন, দামী বেগুনি বসন ও লাল-উজ্জ্বল বসনে ভূষিতা এবং সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় অলঙ্কৃতা! এক ঘণ্টার মধ্যেই তেমন বিপুল ঐশ্বর্য মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!'

জাহাজের যত সারেঙ ও যত নাবিক, জলপথে যত লোক আনাগোনা করে ও সমুদ্রে যাদের জীবিকা, সকলে দূরে দাঁড়ায়, এবং তার দহনের ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলে: 'সেই মহানগরীর মত আর কোন্ নগরী ছিল?' মাথায় ধুলো মেখে কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে চিৎকার করে বলে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, যার ঐশ্বর্যে তারা সবাই ধনী হল, সমুদ্রে যাদের জাহাজ ছিল! এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!

হে স্বর্গ, তার উপরে মেতে ওঠ; তোমরাও মেতে ওঠ, হে পবিত্রজন, প্রেরিতদূত ও নবী সকল! কারণ তাকে শাস্তি দেওয়ায় ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন।'

শ্লোক ইসা ৫২:১১,১২; প্রত্যা ১৮:২০; যেরে ৫১:৪৫

প্র তোমরা যারা প্রভুর পাত্রবাহক, বাবিলনের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও, নিজেদের শুচীকৃত কর, কারণ তোমাদের পুরোভাগে প্রভুই চলছেন;

উ ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র তার মধ্য থেকে বের হও, হে আমার আপন জনগণ, প্রত্যেকে প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ থেকে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করুক;

উ ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ব্রেশার বিশপ সাধু গাউদেন্তিউস-লিখিত 'প্রবন্ধমালা' ২য় প্রবন্ধ

ধন্যবাদস্তুতি-সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠান হল প্রভুর পাস্কা

কেবল খ্রীষ্টই সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। মণ্ডলী বহু বহু গির্জাঘরে সম্মিলিত হলেও তিনিই সেই একই ব্যক্তি যিনি রুটি ও আঙুররসের মহারহস্যে উপস্থিত: বলীকৃত হয়ে তিনি পুনঃসৃষ্টি করেন, স্বীকৃত হয়ে সঞ্জীবিত করেন, পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের পবিত্রিত করেন যারা পবিত্রীকরণের বাণী উচ্চারণ করে।

এ মেষশাবকের মাংস, এ তাঁর রক্ত। স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি যিনি, তিনি বলেছেন, *যে রুটি আমি দান করব, তা আমার নিজেরই মাংস—জগতের জীবনের জন্য।* আঙুররসের আকারে তাঁর রক্তও উপযুক্তভাবে ব্যক্ত হয়, কেননা যিনি সুসমাচারে বলেছেন, *আমিই সত্যকার আঙুরলতা,* তিনি খুবই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, যে আঙুররস তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মারকচিহ্নরূপে অর্পণ করা হয়, তা তাঁর নিজের রক্ত। এজন্যই পরমধন্য কুলপতি যাকোব খ্রীষ্টকে উদ্দেশ্য করে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে বলেছিলেন, *তিনি তাঁর আপন পোশাক আঙুররসে ও আপন পরিচ্ছদ আঙুরফলের রক্তে ধুয়ে নেবেন।* সেই পোশাক প্রকৃতপক্ষে ছিল আমাদের দেহ, যে দেহকে পরিচ্ছদ রূপে ধারণ করে খ্রীষ্ট একদিন তাঁর নিজের রক্তেই ধুয়ে নেবার কথা।

সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভুই বলে তিনি মাটি থেকে রুটি বের করে আনেন, আবার সেই রুটিকে আপন দেহ করেন, কেননা তিনি তা করতে সক্ষম ও সেবিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাছাড়া, যিনি জলকে আঙুররস করেছিলেন, তিনি আঙুররসকে আপন রক্ত করেন। লেখা আছে, *এ প্রভুর পাস্কা,* অর্থাৎ প্রভুর উত্তরণ। কেউই যেন তা মর্ত বস্তু না মনে করে, যা স্বর্গীয় বস্তু করা হয়েছে তাঁরই দ্বারা, যিনি সেই মর্ত বস্তুতে 'উত্তীর্ণ' হয়ে তা আপন দেহ ও রক্ত করে তুললেন। তুমি যা গ্রহণ কর, তা হল তাঁরই দেহ যিনি দিব্য রুটি, ও তাঁরই রক্ত যিনি পবিত্র আঙুরলতা। বস্তুতপক্ষে তিনি যখন আপন শিষ্যদের হাতে সেই পবিত্রীকৃত রুটি ও আঙুররস অর্পণ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, *এ আমার দেহ, এ আমার রক্ত।* এসো, আমরা যাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাঁকে সত্যি বিশ্বাস করি—সত্য তো মিথ্যা জানে না!

যখন তিনি জনতাকে তাঁর নিজের দেহ খেতে ও তাঁর নিজের রক্ত পান করতে বলেছিলেন, বিস্মিত হয়ে তারা বলাবলি করতে লাগল, *একথা অসহ্য! তাঁকে কেইবা কান দিতে পারে?* দিব্য আগুন দ্বারা তেমন চিন্তা দূর করার জন্য তিনি বলে চলেছিলেন, *আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন।*

শ্লোক যোহন ৬:৫৭; লুক ২২:১৯

℣ যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত,

℟ সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত।

℟ সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৫:৩৬–১৬:১৫

পলের দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা—প্রথম পর্ব

কয়েক দিন পর পল বার্নাবাসকে বললেন, 'চল, ফিরে যাই! যে সকল শহরে আমরা প্রভুর বাণী প্রচার করেছিলাম, সেখানকার ভাইদের দেখতে যাই, যেন দেখতে পারি তারা কেমন চলছে।' বার্নাবাস মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পল মনে করছিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফিলিয়ায় তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছিলেন ও তাঁদের কাজে অংশ নিতে অসম্মত হয়েছিলেন, এমন ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত নয়। মনের অমিল এমন হল যে, তাঁরা দু'জনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন: একদিকে বার্নাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাসে গেলেন, অপরদিকে পল সিলাসকে বেছে নিলেন; এবং ভাইয়েরা তাঁকে প্রভুর অনুগ্রহের হাতে সঁপে দেওয়ার পর তিনি রওনা হলেন। সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে তিনি মণ্ডলীগুলিকে সুস্থির করতেন।

তিনি দের্বা, এবং পরে লিস্ত্রায় গেলেন। আর দেখ, সেখানে তিমথি নামে একজন শিষ্য ছিলেন; তিনি বিশ্বাসী একজন ইহুদী মহিলার সন্তান, কিন্তু তাঁর পিতা গ্রীক। লিস্ত্রা ও ইকনিয়মের ভাইয়েরা তাঁর সুখ্যাতি করত। পল চাইলেন, এঁকে যাত্রাসঙ্গী করে নিয়ে যাবেন; তাই সেই অঞ্চলের ইহুদীদের কথা ভেবে তিনি তাঁকে পরিচ্ছেদিত করালেন, কারণ সকলেই জানত যে তাঁর পিতা গ্রীক। শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে প্রেরিতদূতদের ও যেরুসালেমের প্রবীণবর্গের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন। এভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাঁরা ফ্রিজিয়া ও গালাতিয়া অঞ্চল পেরিয়ে গেলেন, কারণ পবিত্র আত্মা এশিয়ায় বাণী প্রচার করতে তাঁদের নিষেধ করেছিলেন; মিসিয়ার সীমানায় পৌঁছে তাঁরা বিথিনিয়ায় যাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁদের যেতে দিলেন না। তাই মিসিয়া পেরিয়ে তাঁরা ত্রোয়াসে চলে গেলেন। রাতে পল একটা দর্শন পেলেন: একজন মাকিদনীয় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে বলছে, 'মাকিদনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য কর!' তিনি সেই দর্শন পেলে আমরা বিলম্ব না করে মাকিদনিয়াতে যেতে চেষ্টা করলাম, কারণ বুঝেছিলাম, স্বয়ং ঈশ্বর সেখানকার লোকদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

ত্রোয়াস থেকে আমরা সরাসরি জলপথে সামোথ্রেসের দিকে গেলাম, পরদিন নেয়াপলিসের দিকে, আর সেখান থেকে ফিলিপ্পির দিকে; শহরটা রোমীয় একটা উপনিবেশ ও মাকিদনিয়ার সেই জেলার প্রধান শহর। সেই শহরে আমরা কয়েকদিন থাকলাম। সাব্বাৎ দিনে নগরদ্বারের বাইরে নদীকূলে গেলাম; মনে করছিলাম, সেখানে প্রার্থনা-স্থান আছে। আমরা আসন নিয়ে সমবেত নারীদের কাছে উপদেশ দিতে লাগলাম। তাদের মধ্যে লিদিয়া নামে একজন ঈশ্বরভক্তা নারী ছিলেন; তিনি থিয়াতিরার একজন দামী বেগুনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, তাই তিনি পলের কথা গ্রহণ করলেন। তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে দীক্ষাস্নাত হলে পর তিনি এই অনুরোধ রাখলেন, 'আপনারা যদি মনে করেন, আমি প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।' আর তিনি আমাদের কোন আপত্তি শুনতে চাইলেন না।

শ্লোক ইসা ৫২:১০; মার্ক ১৬:১৫

℣ প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন।

℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।
℟ তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।
℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩০:২**

প্রভু আপন দাসদের সৃষ্টি করেছেন, মুক্তও করেছেন

খ্রীষ্টই স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ রুটি, এমন রুটি যা স্বস্তি দেয়, যার কখনও শেষ হয় না, যা গ্রহণ করলেও কমে না। এ রুটি মান্না-চিহ্ন দ্বারাও পূর্বপ্রদর্শিত হয়েছিল: *তিনি তাদের দিলেন স্বর্গ থেকে রুটি, মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি।* খ্রীষ্ট ছাড়া কেইবা স্বর্গের রুটি? কিন্তু মানুষ যেন স্বর্গদূতদের রুটি খেতে পারে, স্বর্গদূতদের প্রভু মানুষ হলেন। তিনি যদি নিজেকে মানুষ না করতেন, আমরা তাঁর মাংস পেতাম না, বেদির রুটি খেতাম না। এসো, তৎপর হয়ে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চলি, কেননা তার যে পণ পেয়েছি, তা মহান।

আমার ভ্রাতৃগণ, এসো, খ্রীষ্টের জীবন আকাঙ্ক্ষা করি, কেননা আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যুপণ আছে। যিনি আমাদের অমঙ্গল সহ্য করেছেন, তিনি কী করে তাঁর মঙ্গলদান আমাদের দেবেন না? এ পৃথিবীতে, এ দুর্দন্ত জগতে জন্ম, পরিশ্রম ও মৃত্যু ছাড়া প্রচুর বলতে আর কীবা আছে? মানবীয় বাস্তবতাগুলো নিরীক্ষণ করে আমাকে বল, আমি মিথ্যা বলি কিনা। হে মানুষ সকলেই, ভেবে দেখ এ জগতে জন্ম, পরিশ্রম ও মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু আছে কিনা। এগুলো হল আমাদের অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, এগুলো অতি প্রচুর।

তেমন ব্যবসায়ই ঐশ বণিক নেমে এলেন! আর যেহেতু প্রতিটি বণিক দান করে ও গ্রহণ করে, তার যা আছে তা দান করে, ও তাই গ্রহণ করে যা তার নেই, যখন কিছু কেনে তখন টাকা দেয় ও যা কিনেছে তাই গ্রহণ করে; তেমনি খ্রীষ্ট এ বাজারে দান করেছেন ও গ্রহণ করেছেন। তিনি কিন্তু কী গ্রহণ করেছেন? এখানে যা অতিপ্রচুর তা-ই: জন্ম, পরিশ্রম ও মৃত্যু। আর কী দান করলেন? নবজন্ম, পুনরুত্থান ও চিরন্তন রাজ্য।

হে দয়ালু বণিক, আমাদের কিনে নাও! কেনই বা আমি 'আমাদের কিনে নাও' বলছি, যখন তুমি কিনেই নিয়েছ বিধায় তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত? তুমি তো আমাদের মুক্তিমূল্য দাও: আমরা তোমার রক্ত পান করি, তুমি তো আমাদের মুক্তিমূল্য বিতরণ কর।

আমরা সুসমাচারও পাঠ করি, যে সুসমাচার হল আমাদের খাদ্য। আমরা তোমার দাস, তোমার সৃষ্টি; তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ ও মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তি সাধন করেছ। যে কেউই নিজের জন্য একটা দাস কিনতে পারে, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রভু কিন্তু আপন দাসদের সৃষ্টি করলেন ও মূল্য দিয়ে তাদের জন্য মুক্তি সাধন করলেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন তারা যেন অস্তিত্ব পায়; মূল্য দিয়ে তাদের মুক্তি সাধন করলেন তারা যেন সবসময়ের মত বন্দি না হয়ে থাকে। আমরা তো এ জগতের অধিপতির হাতে পড়েছিলাম, সেই যে অধিপতি আদমকে প্রবঞ্চিত ক'রে আপন দাস করে ফেলেছিল; আর সেই অধিপতি নিজের বাড়িতে ক্রীতদাসের মতই আমাদের ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু আমাদের মুক্তিসাধক এলেন আর সেই প্রবঞ্চক পরাজিত হল। আমাদের মুক্তিসাধক আমাদের প্রবঞ্চককে কী করলেন? আমাদের মুক্তিমূল্য দেবার জন্য তিনি ক্রুশ-ফাঁদ বসালেন ও আপন রক্ত টোপ হিসাবে ব্যবহার করলেন। সেই দুর্জন তাঁর রক্ত পাত করতে পারল বটে, কিন্তু তা পান করতে যোগ্য হল না।

আর যেহেতু তাঁরই রক্তপাত করল যিনি তার কাছে ঋণী ছিলেন না, এজন্য যত ঋণীদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল: নিরপরাধীর রক্তপাত করতে করতে, তাকে অপরাধীদের কাছ থেকে দূরে যেতে হল। প্রভু ঠিক আমাদের পাপ নিঃশেষ করতেই আপন রক্ত দান করলেন; এজন্য যে আমাদের ক্রীতদাস বলে রাখছিল, মুক্তিসাধকের রক্ত দ্বারা সে ধ্বংসিত হল। এসো, আমরা তাঁকে ভালবাসি, কেননা তিনি মঙ্গলময়: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়!*

শ্লোক যেরে ৩১:১১,১২

প্র প্রভু আপন জনগণের মুক্তি সাধন করলেন: তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে, প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে;

উ তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না। আল্লেলুইয়া।

প্র তারা গম, নতুন আঙুররস ও তেলের উপর উল্লাস করবে;

উ তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না। আল্লেলুইয়া।